প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

ডিপিওদের অ্যাডভোকেসি হ্যান্ডবুক

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

BLAST

BLUE LAW INTERNATIONAL

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

ডিপিওদের অ্যাডভোকেসি হ্যান্ডবুক

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ডিপিওদের অ্যাডভোকেসি হ্যান্ডবুক

সম্পাদনায় **সারা হোসেন**, অনারারি নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট
মোঃ রেজাউল করিম সিদ্দিকী, রিসার্চ ফেলো, ব্লাস্ট
হেজি স্মিথ, এস্ক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল
খোন্দকার শাহরিয়ার শাকির, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

সম্পাদনা সহযোগী **অ্যাডভোকেট আল আমিন**, গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট
মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ **লার্নিং, এনহ্যান্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টনার (এলইএডি পার্টনার)**
৮১/ডি, কাকরাইল (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। ই-মেইল : LEaDPartner@shirazee.net

মুদ্রণ
প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক **বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)**
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন : +৮৮ (০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ওয়েব সাইট : www.blast.org.bd
ই-মেইল : mail@blast.org.bd
ফেসবুক : www.facebook.com/BLASTBangladesh

ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল
১৩০০ আই স্ট্রীট বায়ুকোন, এনডব্লিউ, স্যুট ৪০০ই, ওয়াশিংটন, ডিসি ২০০০৫।
টেলিফোন : +১ (৪৩৪) ৫২৯-৮৫২৪
ওয়েব সাইট : www.bluelawinternational.com
ই-মেইল : admin@bluelawinternational.com
ISBN : 978-984-34-5004-3

ফটো ক্রেডিট ব্লাস্ট । পৃষ্ঠা ২০, ৪০, ১২৬, ১৩১, ১৩৭
এনজিডিও। কভার, পৃষ্ঠা ২৫, ৩১, ৫৬, ৮১, ৮৪, ৯২, ৯৪, ১১৪, ১৪০

গ্রন্থস্বত্ব ব্লাস্ট ও ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল

ডিসক্লেইমার

এই হ্যান্ডবুক প্রস্তুত হয়েছে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএইড) সহায়তায়। ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনালের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ) এবং জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও) ইউএসএইডের "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (২০১৭-২০২০)" (Expanding Participation of People with Disability Program (2017-2020) প্রকল্পটির জন্য এ হ্যান্ডবুক তৈরি করেছে। এর সকল বক্তব্যের দায়িত্ব ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল, ব্লাস্ট, এনসিডিডব্লিউ এবং এনজিডিওর এবং তা ইউএসএইড অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামতকে প্রতিফলিত নাও করতে পারে। এই হ্যান্ডবুকের ব্যবহৃত ছবিগুলো হয় ছবিতে দৃশ্যমান ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মতামতের ভিত্তিতে, না হয় কপিরাইট ও ছবি ব্যবহার-সংক্রান্ত প্রচলিত আইন মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

ডিপিওদের অ্যাডভোকেসি হ্যান্ডবুক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (ইউএনসিআরপিডি)-এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে আইনটি তৈরি করায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও অধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা সন্নিবেশ করায় আইনটি গণমুখী হয়েছে। কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা থাকলেও এ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হলে এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। এই আইনটি প্রণয়নের জন্য আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার, মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত আইনজীবী, ডিপিওসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

আইনটি প্রণীত হবার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হতে চলছে। বিভিন্ন বাধার কারণে এই দীর্ঘ সময়েও আইনটির বাস্তবায়ন প্রত্যাশিত মাত্রায় দৃশ্যমান হয়নি। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা কল্যাণমূলক হওয়ায় আইনজীবী, বিচারক, প্রশাসনসহ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্তব্য পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বাধা। এ কারণে আইনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধারণা প্রদান এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি তাত্ত্বিক আলোচনা, প্রচলিত অনুশীলন ও উদাহরণের মাধ্যমে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে এই "হ্যান্ডবুক" প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ হ্যান্ডবুক তৈরির ক্ষেত্রে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আমরা প্রথমেই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এবং ব্লাস্টের প্রধান আইন উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তিনি তার দীর্ঘ বিচারিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে সুচিন্তিত আইনী মতামত এবং পরামর্শ প্রদান করে খসড়া প্রনণয়নকারী দলকে সহায়তা প্রদান না করলে এই হ্যান্ডবুক চূড়ান্ত করা সম্ভব হতো না।

আমরা ধন্যবাদ জানাই সে সকল আইনজীবীদের প্রতি, যারা খসড়া হ্যান্ডবুকটির ওপর বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে বাস্টের যে সকল কর্মীবৃন্দ উলেখযোগ্য তারা হলেন : অ্যাডভোকেট এস এম রেজাউল করিম (প্রকল্প পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা); মাহবুবা আক্তার, (উপ-পরিচালক, এ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন); অ্যাডভোকেট মোঃ বরকত আলী (উপ-পরিচালক); অ্যাডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান (কনসালট্যান্ট); তাপসি রাবেয়া (সহ-পরিচালক); অ্যাডভোকেট রাশেদুল ইসলাম (প্রধান সমন্বয়কারী); আলমগীর হোসেন (কো-অর্ডিনেটর, পাবনা ইউনিট); শংকর মজুমদার (কো-অর্ডিনেটর, কুষ্টিয়া ইউনিট); মোঃ ইরফানুজ্জামান চৌধুরি (কো-অর্ডিনেটর, সিলেট ইউনিট); মোঃ খলিলুর রহমান (কো-অর্ডিনেটর, বরিশাল ইউনিট); খন্দকার আমিনা রহমান (কো-অর্ডিনেটর, টাঙ্গাইল ইউনিট); আবু তৈয়ব (প্যানেল আইনজীবী, ঢাকা ইউনিট); অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম (কনসালট্যান্ট)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ সংগ্রহ এবং এই হ্যান্ডবুক প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ গবেষক দলকে অবহিত করে এনজিডিও ও এনসিডিডব্লিউ-এর সহকর্মীগণ এ হ্যান্ডবুকটিকে বাস্তবধর্মী করেছেন, সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই হ্যান্ডবুকের প্রাথমিক রূপরেখা প্রণয়ন ও খসড়া প্রণয়নে গবেষক দলকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করায় আমরা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খোন্দকার শাহরিয়ার শাকিরের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

হ্যান্ডবুকে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বানানের সঠিকতা পরীক্ষা করার জন্য জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান ভূঁইয়া (লাইব্রেরি ইনচার্জ, ব্লাস্ট) এবং ব্যবহৃত আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অ্যাডভোকেট সোফিয়া হাসিন (অ্যাডভোকেসি অফিসার, ব্লাস্ট)-এর প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই অ্যাডভোকেট আল-আমিন (গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট) এবং মোঃ ফিরোজ উদ্দিন (গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট)-কে। তারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় অনুবাদ করাসহ নানাভাবে মূল গবেষক ও লেখককে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান না করলে এই হ্যান্ডবুক যথাসময়ে প্রণয়ন করা সম্ভব হতো না।

সর্বোপরি হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই মোস্তফা জামিল, উপ-পরিচালক, ব্লাস্ট, এবং শামসিন আহমেদ (ইন-কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল) কে।

হেজি স্মিথ, প্রকল্প কর্মকর্তা, ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল এই হ্যান্ডবুক প্রণয়নে বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, তথ্যের বিশ্লেষণ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে খসড়া প্রণয়নকারী দলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে বর্ণিত অধিকারগুলোকে সিআরপিডি'র আলোকে দেশি-বিদেশি উদাহরণ সহযোগে তিনি এই হ্যান্ডবুকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের খসড়া তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেছেন। আমরা তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশে অর্থায়ন করায় দাতা সংস্থা ইউএসএইড এবং এই কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্য ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনালের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই এই ম্যানুয়ালের একজন লেখক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ব্লাস্টের রিসার্চ ফেলো অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম সিদ্দিকীর প্রতি। সংস্থা ও প্রকল্পের প্রয়োজনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি এই হ্যান্ডবুক প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও কাজটি সুসম্পন্ন করেন। এই হ্যান্ডবুকের রূপরেখা তৈরি, প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ এবং অধ্যায়সমূহ লিখে ও বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে সেগুলোকে পরিমার্জিত করে তিনি বর্তমান রূপ প্রদান করেছেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের প্রতি গভীর মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা এই হ্যান্ডবুকটি হাতে পেয়েছি। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে হ্যান্ডবুকটি প্রণীত হওয়ায় এবং আইনটি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব বেশি না থাকায় কিছু তথ্য ঘাটতি ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকলে তা ভবিষ্যতে পুনরায় প্রকাশের ক্ষেত্রে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

আমরা আশা করছি এই হ্যান্ডবুকটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।
ধন্যবাদান্তে-

সারা হোসেন
অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট
ও
অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট।

মুখবন্ধ

প্রতিবন্ধিতা মানববৈচিত্র্যের অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমান আইনী স্বীকৃতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে ভিন্ন আচরণ বা বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমাজের এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে কেবলই করুণা, কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। পরিবারের সদস্য, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে একই নীতিতে দেখা হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ নানাবিধ অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আমাদের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন এবং মৌলিক মানবাধিকারসহ সব ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চয়তা থাকবে। সাংবিধানিকভাবে সমতার অধিকার থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অধিকারহীন অবস্থা ও বৈষম্যের যাঁতাকল থেকে ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অরক্ষিত ও অবহেলিত শ্রেণিতে পরিণত করেছে। এই বিষয়গুলো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকলের মাঝে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এটা খুবই আশার কথা যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ বা ইউএনসিআরপিডি'র আলোকে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। ইতিমধ্যে এই আইনের বিধিমালাও তৈরি করা হয়েছে। এই আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ড গ্রহণের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন এই আইন বাস্তবায়ন করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আইনটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও) এবং প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ) আইনটি কার্যকর করার লক্ষ্যে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩" আইনটিকে সহজবোধ্যভাবে সকল স্তরের মানুষ, বিশেষ করে ডিপিওস, অধিকারকর্মী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য "হ্যান্ডবুক"টি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই হ্যান্ডবুকটি বাস্তবভিত্তিক তথ্যাদি এবং সহজ সাবলীল ভাষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইন এবং অধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে একীভূত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

ব্লাস্ট মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমাজের অনগ্রসর এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আইনী সহায়তা প্রদান করে আসছে। বৈষম্যহীন, মর্যাদাপূর্ণ এবং সমঅধিকারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্লাস্টের নিরলস প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এই চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই হ্যান্ডবুকটি প্রণীত হয়েছে। বইটি সবার মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইন ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং শুভকামনা রইল।

মনসুর আহমেদ চৌধুরী
সদস্য, নির্বাহী বোর্ড, Disability Council International
সাবেক সদস্য, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারবিষয়ক কমিটি (২০০৯-১২)

সূচিপত্র

শব্দ-সংক্ষেপ ১৫

ভূমিকা ১৭

পাঠকবৃন্দের জন্য নির্দেশিকা ১৮

প্রথম অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলনে ডিপিওর ভূমিকা ২০

ডিপিও কী? ২০

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত হওয়ার ইতিহাস ২১

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলনে বাংলাদেশি ডিপিওসমূহের ভূমিকা ২১

সিআরপিডি প্রণয়নে ডিপিওসমূহের ভূমিকা ২২

সিআরপিডি প্রণয়নে বাংলাদেশের ভূমিকা ২২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নে ডিপিওসমূহের ভূমিকা ২২

দ্বিতীয় অধ্যায় - প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আইন ও অধিকার সম্পর্কে জানি ২৫

তৃতীয় অধ্যায় - প্রতিবন্ধিতা, শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র ৩১

প্রতিবন্ধিতা কী? ৩১

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কে? ৩২

প্রতিবন্ধিতার ধরন ৩২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা ৩২

শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয় প্রদান ৩৩

রেখা-চিত্রে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের ধাপসমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩১ ও বিধিমালার বিধি-৪ অনুযায়ী) ৩৪

চতুর্থ অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ৩৬

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কী? ৩৬

এক নজরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ ধারায় বর্ণিত অধিকারসমূহ ৩৬

পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা এবং বিকশিত হওয়া [ধারা ১৬(১)(ক)] ৩৯

পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকার অধিকার ৩৯

বিকশিত হওয়ার অধিকার ৪১

উদাহরণ-০১ : লালন-পালনে অসুবিধা হওয়ায় হত্যা করা হল প্রতিবন্ধী শিশু লাবিবকে ৪২

সর্বক্ষেত্রে আইনী সমান স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা [ধারা ১৬(১)(খ)]..... ৪২

সমান আইনী স্বীকৃতি ৪৩

উদাহরণ-০২ : আদালতের নির্দেশে বন্ধ হলো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সুচিতার গর্ভপাত; সুরক্ষিত হলো আইনী স্বীকৃতির অধিকার ৪৪

বিচারগম্যতার অধিকার ৪৫

উদাহরণ-০৩ : ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিয়ে-বেআইনী সালিশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলো বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী নাজিফা (ছদ্মনাম) ৪৬

উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(গ)] ৪৭

উদাহরণ-০৪ : প্রতিবন্ধিতার কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলো শিরিন ৪৮

স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঘ)] ৪৮

উদাহরণ-০৫ : জামানকে (ছদ্মনাম) এটিএম কার্ড দিল না একটি বেসরকারি ব্যাংক ৪৯

মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন [ধারা ১৬(১)(ঙ)] ৫০

উদাহরণ-০৬ : পরিবারের সদস্যরা ভুয়া ঠিকানা দিয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের ফেলে যায় পাবনা মানসিক হাসপাতালে ৫৩

প্রবেশগম্যতা [ধারা ১৬(১)(চ)] ৫৩

উদাহরণ-০৭ : গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতা নেই বলে সেবা থেকে বঞ্চিত হন সাইফুর ৫৪

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ছ)] ৫৫

উদাহরণ-০৮ : পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বঞ্চিত চায়না (ছদ্মনাম) ৫৭

শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষার অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(জ)] ৫৮

উদাহরণ-০৯ : কর্তৃপক্ষের সাথে লড়াই করে স্কুলে ভর্তি হলো মর্জিনা (ছদ্মনাম) ৫৯

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি [ধারা ১৬(১)(ঝ) ৬১

উদাহরণ-১০ : স্বপন চৌকিদারের মামলায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ... ৬৩

উদাহরণ-১১ : ব্যাংক চাকুরী দিল না প্রতিবন্ধী নারী আয়নবকে, দিলেন জেলা প্রশাসক ৬৫

কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত থাকবার, অন্যথায় যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঞ)] ৬৫

উদাহরণ-১২ : আদালতের নির্দেশে চাকুরীতে বহাল থাকলেন কুনাল ৬৭

উদাহরণ-১৩ : দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পা হারানো বিমলকে চাকুরীতে বহাল রাখল মোবাইল অপারেটর কোম্পানি ৬৮

নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ট)] ৬৯

উদাহরণ-১৪: ধর্ষণের শিকার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীর মামলা নিতে পুলিশের অনীহা ৭০

প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঠ)] ৭১

উদাহরণ-১৫: শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিব বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে ৭২

উদাহরণ-১৬ : স্বাস্থ্য সেবায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে ইশারা ভাষার সুবিধা প্রদানের আদেশ দিল কানাডার সুপ্রিম কোর্ট ৭২

শিক্ষা কর্মসংস্থানসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ড) ৭৩

উদাহরণ-১৭ : শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াল পিএসসি .. ৭৫

উদাহরণ-১৮ : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সুইটির আবেদনে শিথিল হল নিবন্ধনের বয়সসীমা ৭৫

শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঢ) ৭৬

উদাহরণ-১৯ : প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তির সুযোগ কম ৭৭

মাতা-পিতা বা পরিবারের ওপরে নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণপোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন [ধারা ১৬(১)(ণ)] ৭৮

উদাহরণ-২০ : সানজিমার আশ্রয় হলো না কোন আশ্রয়কেন্দ্রে ৮০

সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ত) ৮১

উদাহরণ-২১ : সোয়াতের ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের অধিকার লঙ্ঘন করছে তার বিদ্যালয় ৮২

শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ [ধারা ১৬(১)(থ) ৮৩

উদাহরণ-২২ : বিদ্যালয়ের বাধার কারণে ইশারাভাষা শেখা হলো না শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিবের (ছদ্মনাম) ৮৫

ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার [ধারা ১৬(১)(দ)] ৮৬

উদাহরণ-২৩ : সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে দায়িত্বহীনতা ৮৮

স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা [ধারা ১৬(১)(ধ)] ৮৮

উদাহরণ-২৪ : ডিপিও নিবন্ধনে কর্তৃপক্ষের বাধা ৮৯

জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ন)] ৯০

উদাহরণ-২৫ : আইনজীবী সমিতিতে বাধাগ্রস্ত হলো অ্যাড. শফির (ছদ্মনাম) ভোটাধিকার ৯১

পঞ্চম অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়ন ৯৪

বৈষম্য কী? ৯৫

জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ ৯৫

রেখা-চিত্রে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী) শুনানী ৯৬

জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি ৯৭

কোন পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে? ৯৭

কে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন? ৯৭

কার বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করতে পারবেন? ৯৭

কতদিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে? ৯৭

কোথায় আবেদন দাখিল করবেন? ৯৭

আবেদন দাখিলের পদ্ধতি কী? ৯৮

আবেদন গৃহীত না হলে কী করবেন? ৯৮

আবেদন যৌক্তিক সময়ে নিষ্পত্তি না হলে কী করবেন? ৯৮

অনুসন্ধান ৯৮

শুনানী ৯৯

জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদেশ ৯৯

ক্ষতিপূরণের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য কমিটিকে অবহিতকরণ ৯৯

আবেদন নিষ্পত্তির কার্যধারায় উপ-কমিটির সহায়তা ৯৯

ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব অর্পণ ১০০

জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আপীল দাখিল ও নিষ্পত্তি ১০০

কোথায় আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে? ১০০

কে আপীল দাখিল করতে পারবেন? ১০০

কার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন? ১০০

কত দিনের মধ্যে আপীল দাখিল করতে হবে? ১০০

আপীল শুনানি ১০১

আপীল আদেশ ১০১

আদেশের মান্যতা ১০১

আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে কী করবেন? ১০১

রায় বা আদেশ কার্যকরকরণ ১০১

ষষ্ঠ অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অপরাধ ও বিচার ১০৩

অপরাধ ও দণ্ড ১০৩

আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির চেষ্টা করা ১০৩

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকরণ ১০৬

সম্পদ আত্মসাৎ ১০৭

যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে

নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার ১০৮

অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র গ্রহণ ১১০

জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি ১১০

কে মামলা করতে পারবেন? ১১১

কোন আদালতের এখতিয়ারাধীন? ১১১

আমলযোগ্যতা, আপসযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা ১১২

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগযোগ্যতা ১১২

অপরাধ সংঘটনে কোম্পানির দায় ১১২

সপ্তম অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তথ্য ও মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা ১১৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটিসমূহের বর্তমান ক্রিয়াশীলতা ১১৪

তথ্য অধিকার আইন ১১৫

কীভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করবেন? ১১৫

তথ্য না পেলে কীভাবে আপীল আবেদন করবেন? ১১৮

আপীলে তথ্য না পেলে করণীয় ১১৯

তথ্যপ্রদানের পদ্ধতি ১২১

মানবাধিকার কমিশন ১২১

অষ্টম অধ্যায় - ডিপিওর সেবা ও সহায়তা প্রদান ১২৬

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডিপিওসমূহ কী কী সেবা প্রদান করতে পারে? ১২৬

নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও নথি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন? ১২৭

ডিপিওর কমিটি কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান ১২৭

সেবা ও সহায়তা প্রদানের দিকনির্দেশনা ১২৮

এক নজরে ডিপিওর সেবা প্রদানের ধাপসমূহ ১২৮

সেবাপ্রার্থীর আবেদন গ্রহণ ও নিবন্ধন ১২৮

তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ ও আইনী তথ্য প্রদানের ফরম ১২৯

রেফারেল সেবা প্রদানের ফরম ১২৯

আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীর সম্মতি ১২৯

নথি (ফাইল) তৈরি ও সমন্বিত রেজিস্টার ১২৯

নবম অধ্যায় - সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংস্থার সাথে ডিপিওসমূহের কার্যপরিধি ১৩১

টেকসই সেবা প্রদানের জন্য ডিপিওসমূহকে কী করতে হবে? ১৩২

স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে প্রাপ্য সেবা ১৩৩

ডিপিওসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য কী করতে পারে? ১৩৫

শিক্ষা ১৩৫

ডিপিওসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য কী করতে পারে? ১৩৬

পুনর্বাসন ১৩৬

যানবাহন ১৩৭

বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা ১৩৮

দশম অধ্যায় - অ্যাডভোকেসি কৌশল অবলম্বনে সফলতার গল্প ১৪০

অ্যাডভোকেসির পূর্বপ্রস্তুতি ১৪০

কী প্রক্রিয়ায় অ্যাডভোকেসি করবেন? ১৪২

অ্যাডভোকেসি স্ট্র্যাটেজি-বিষয়ক সফলতার গল্প ১৪৩

গল্প-০১ প্রশাসনের সাথে লড়াই করে স্কুলে ভর্তি হলো শারীরিক প্রতিবন্ধী রাজিব..... ১৪৩

গল্প-০২ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফারজানার ব্যাংকে চাকুরী লাভের গল্প ১৪৪

গল্প-০৩ একুশে বইমেলায় প্রতিবন্ধী দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য বাংলা একাডেমির হুইলচেয়ার ব্যবস্থা ১৪৫

গল্প-০৪ টিসিবির লাইসেন্স পেয়ে স্বাবলম্বী হবার গল্প ১৪৬

গল্প- ০৫ এনসিডিডব্লিউর হস্তক্ষেপে উত্তরাধিকারের হিস্যা বুঝে পেলেন প্রতিবন্ধী নারী সখিনা (ছদ্মনাম) ... ১৪৬

গল্প-০৬ এনজিডিওর সক্রিয়তায় জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য থোক বরাদ্দ ১৪৬

গল্প-০৭ এনজিডিওর সক্রিয়তায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে কোটা ... ১৪৭

গল্প-০৮ কর্মক্ষেত্রে ল্যাপটপ, সহায়ক ও পরিবহন সুবিধা পাচ্ছে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রাজিব (ছদ্মনাম) ১৪৭

গল্প-০৯ আইনী পদক্ষেপ ও অ্যাডভোকেসির ফলে কার্যকর হল ৩১ ও ৩৬ ধারা ১৪৮

গল্প-১০ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হয়রানি থেকে সুরক্ষায় আইনের অপেক্ষায় প্রতিবন্ধী মধুর পিতা ১৪৯

গল্প-১১ সিডও কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত হল ফিলিপাইনের প্রতিবন্ধী নারীর বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা .. ১৫০

গল্প-১২ ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ধর্ষণের শিকার বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী কিশোরী রীতি আখতারী ১৫১

গল্প-১৩ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এটিএম কার্ড ১৫২

গল্প-১৪ জর্ডানের নির্বাচনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ অভিগম্যতার জন্য অ্যাডভোকেসি ১৫৭

গল্প-১৫ গুরুতর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার ১৫৯

গল্প- ১৬ বরিশালের ডিপিও বিপিইউএসের প্রচেষ্টায় গৌরনদী পৌরসভার বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ ১৬০

গল্প-১৭ বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারীর ওপর যৌন নির্যাতনের বিচার নিশ্চিতকরণে কুষ্টিয়ার ডিপিও কম্পনের সাহসী ভূমিকা ১৬১ ১৬২

গল্প-১৮ প্রতিবন্ধিতার কারণে মামলায় ফেঁসে যাওয়া প্রতিবন্ধী শিশুর পাশে একসেস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ .. ১৬৪

উপসংহার ১৬৬

পরিশিষ্ট ১৬৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৭৫

সংযুক্তি ১ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (সিআরপিডি) ১৯৭

সংযুক্তি ২ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ..... ২১৮

সংযুক্তি ৩ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ ..... ২৩২

সংযুক্তি ৪ : জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল দায়ের করার নমুনা ফরম ২৩৪

সংযুক্তি ৫ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের সম্মতিপত্র ২৩৬

সংযুক্তি ৬ : অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগ (ডিপিও কর্তৃক) সংরক্ষণের নমুনা ফরম ২৩৮

সংযুক্তি ৭ : তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন ফরম ২৪০

সংযুক্তি ৮: তথ্যপ্রাপ্তির আপীল আবেদন ফরম ২৪২

সংযুক্তি ৯ : তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম ২৪৪

সংযুক্তি ১০: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ফরম ২৪৭

সংযুক্তি ১১ : অধিকার হতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন (পূরণকৃত) ফরম ২৪৭

শব্দ-সংক্ষেপ

বর্ণনাক্রম	সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণাঙ্গ রূপ
আ	আইসিসিপিআর	ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬)
	আইসিইএসসিআর	ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬)
	আসক	আইন ও সালিশ কেন্দ্র
	আইডিএ	ইন্টারন্যাশনাল ডিজঅ্যাবিলিটি এলায়েন্স
	আরটিআই	রাইট টু ইনফরমেশন (তথ্য অধিকার)
	আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
ই	ইউডিএইচআর	ইউনিভার্সাল ডিকলারেশন অব হিউমেন রাইটস (মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮)
	ইউসিডি	আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট
এ	এনএফওডব্লিউডি	ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশন্স ওয়ার্কিং উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস (জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম)
	এনএসআই	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা)
	এসএসএফ	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী)
	এসবি	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (পুলিশের বিশেষ শাখা)
	এটিএম	অটোমেটেড ট্রেলার মেশিন
	এনসিডিডব্লিউ	ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ডিজঅ্যাবল্ড ওমেন (প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ)
	এডিডি	অ্যাকশন ফর ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
	এনজিডিও	ন্যাশনাল গ্রাসরুটস ডিজঅ্যাবল্ড অর্গানাইজেশন্স (জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা)
	এইচপিওডি	হার্ভার্ড ল' স্কুল অন ডিজঅ্যাবিলিটি
	এনজিও	নন গভার্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি সংস্থা)

বর্ণনাক্রম	সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণাঙ্গ রূপ
জ	জেএসসি	জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট
ড	ডিপিও	ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন)
	ডিপিআই	ডিজঅ্যাবল পিপলস ইন্টারন্যাশনাল
	ডিজিএফআই	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স
ন	ন্যাডপো	ন্যাশনাল এলায়েন্স অব ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন
প	পিএসসি	পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সরকারি কর্মকমিশন)
	পিএনএসপি	প্রতিবন্ধী নাগরিকের সংগঠনসমূহের পরিষদ
	পিজিএ	প্রফেসনাল গলফ অ্যাসোসিয়েশন
ব	বিআরটিসি	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন
	বিপিকেএস	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি
	বিসিএস	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস
	ব্র্যাক	বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি
	ব্লাস্ট	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
	বিএনডব্লিওএলএ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওমেন্স ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন
র	র‍্যাব	র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
স	সিআরপিডি	কনভেনশন অন রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজঅ্যাবিলিটস (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, ২০০৬)
	সিআরসি	কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড (শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯)
	সিডও	কনভেনশন অন দ্য এলিমেনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট ওমেন (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-১৯৭৯)
	সিআরপি	সেন্টার ফর রিহ্যাবিলেটেশন অব প্যারালাইজড
	সিআইডি	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (অপরাধ তদন্ত বিভাগ)

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহ (ডিপিও)। শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে ডিপিওসমূহ। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনসমূহ ডিপিওর এই ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন: ডিপিওর অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য ২০০৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) গ্রহণ করে।

এই সনদ উল্লেখযোগ্য হয়েছে নানা কারণে। সিআরপিডির খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে অন্য কোনো আন্তর্জাতিক মানবাধিকারবিষয়ক সনদ তৈরির প্রক্রিয়ায় উক্ত সনদের উপকারভোগীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু সিআরপিডির খসড়া তৈরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনসমূহ সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেশের নীতিনির্ধারকদের বুঝাতে পেরেছে, 'আমাদের ছাড়া আমাদের জন্য কিছুই নয়।' এই সনদের মুখ্য ও প্রধান বিষয় হচ্ছে, সকল প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার রক্ষা করা। তবে শুধু আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে দেশীয় বিধি-বিধান তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সিআরপিডির ৪নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরিক রাষ্ট্রগুলো এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইনী, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উক্ত বাধ্যবাধকতার কারণে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (পরবর্তীতে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন' হিসেবে উল্লিখিত) জাতীয় সংসদে পাস করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের প্রস্তাবনায় সিআরপিডির বাধ্যবাধকতার কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এ আইনে সিআরপিডিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যে অধিকারগুলো স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলোকেই অধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে বিভিন্ন প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি সকল স্তরের মানুষের নিকট পৌঁছায়নি। যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে এই আইনের বিষয়ে কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ডিপিওসমূহের প্রয়োজনকে সামনে রেখে এই হ্যান্ডবুক প্রণয়নের কাজ হাতে দেয়া হয়েছে।

এই হ্যান্ডবুকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আলোকে প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা, প্রতিবন্ধিতার ধরন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসহ এই আইন প্রয়োগের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন, দেশি ও বিদেশি আদালতের সিদ্ধান্ত ও কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে বর্ণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসমূহকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে বা বৈষম্যের শিকার হলে কিভাবে ক্ষতিপূরণের জন্য জেলা কমিটিতে আবেদন করতে হবে, তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আলোকে কতিপয় অপরাধ ও বিচার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডিপিওসমূহ কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করতে পারবে, এরূপ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের আবেদন বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে কীভাবে কাজ করতে হবে, তা এই হ্যান্ডবুকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেশি ও বিদেশি ডিপিওসমূহের কিছু সফল অ্যাডভোকেসির গল্পও সংযোজিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মধ্যে প্রক্রিয়াগত যেসব ত্রুটি, অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি কী হতে পারে সেগুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষাবিষয়ক কমিটি গঠনের বিধান। কমিটিসমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ডিপিওসমূহের করণীয় সম্পর্কে এই হ্যান্ডবুকে আলোচনা করা হয়েছে।

এই হ্যান্ডবুক প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো, ডিপিও নেতৃবৃন্দকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পর্কে সহজ ভাষায় সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই হ্যান্ডবুকটি পাঠ করলে ডিপিও নেতৃবৃন্দ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে যথাযথ সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবেন। তারা মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের সাথে আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি করতে পারবেন। ডিপিওসমূহের জন্য প্রণীত এই হ্যান্ডবুকটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও সুরক্ষায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

পাঠকবৃন্দের জন্য নির্দেশিকা

এ হ্যান্ডবুকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্মানীত পাঠকবৃন্দকে মনে রাখতে হবে :

- ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন’ শব্দগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ‘বিধিমালা’ শব্দটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ‘ডিপিও’ বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের অভিভাবকদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সংগঠনসমূহকে বুঝানো হয়েছে।
- ‘সুরক্ষা কমিটি’ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন স্তরের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা-সংক্রান্ত কমিটিসমূহের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।
- এই হ্যান্ডবুকের ব্যবহৃত ছবিগুলো হয় ছবিতে দৃশ্যমান ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মতামতের ভিত্তিতে, না হয় কপিরাইট ও ছবি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচলিত আইন মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।
- এই হ্যান্ডবুকে উদাহরণ ও গল্পে ব্যবহৃত নামগুলোর ক্ষেত্রে প্রচলিত নাম ও পরিচয় প্রকাশ-সংক্রান্ত আইন অনুসরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলনে ডিপিওর ভূমিকা

ইউএসএইড-এর এক্সপান্ডিং পার্টিসিপেশন অব পিপল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি প্রোগ্রাম (২০১৭-২০২০)-এর আওতায় ৯-১১ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধিবিষয়ক প্রশিক্ষণে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছেন জনাব জালাল

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলনে ডিপিওর ভূমিকা

ডিপিও[১] কী?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(১২) নং ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন' অর্থ হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বয়ং বা যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করতে পারেন না, তাদের পক্ষে তাদের মাতা-পিতা বা বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক তাদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষার জন্য গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান।

এই আইনের ২(২৯) নং ধারায় বলা হয়েছে, 'স্ব-সহায়ক সংগঠন' অর্থ হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের কল্যাণ

১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনকে ইংরেজিতে 'ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন বলা হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয় ডিপিও। ডিপিও ইংরেজি শব্দ হলেও তৃণমূলে এই শব্দটি খুবই জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বুঝানোর ক্ষেত্রে ডিপিও শব্দটিই ব্যবহার করা হয়।

ও স্বার্থ সুরক্ষার জন্য গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান।

তবে এই সংগঠনসমূহের পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হবেন কিনা বা মোট সদস্য সংখ্যার কত শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হবে এমন কোনো বিধি-বিধান না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের সংজ্ঞা খানিকটা অস্পষ্ট।

সাধারণ অর্থে ডিপিও হল এক ধরনের বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত হয়। ডিপিওসমূহ সাধারণত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিলেও সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করতে পারে। ডিপিওসমূহ নিবন্ধিত হতে পারে, আবার নাও পারে। বাংলাদেশে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ডিপিওর সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও অনেকেই দাবি করে থাকেন এই সংখ্যা সহস্রাধিক।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত হওয়ার ইতিহাস[২]

বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্য দিয়েই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রথম সংগঠিত হবার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাত ধরেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৯৩ সালে কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ভারত উপমহাদেশের প্রথম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন হিসেবে ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় বধির সংস্থা গঠন করা হয়। একইভাবে ১৮৯৪ সালে কলকাতায় অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় অন্ধ সংস্থা গঠিত হয়। ভারত বিভাজনের পর ১৯৬৩ সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মূক ও বধির সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সংস্থা গঠিত হয়। লক্ষণীয় হলো, সত্তর দশক পর্যন্ত একই ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্থা গঠন করতেন। ধীরে ধীরে এই সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়েও গঠিত হয়। ১৯৮১ সালে ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস ইন্টারন্যাশনালের (ডিপিআই) আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সাংগঠনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ডিপিআইসহ মোট সাতটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের সমন্বয়ে ১৯৯৯ সালে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যালায়েন্স (আইডিএ)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলনে বাংলাদেশি ডিপিওসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাসমূহ নব্বই দশকের শেষভাগ পর্যন্ত মূলত বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণেই নিবিষ্ট থাকে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে বৈদেশিক সহায়তাপ্রাপ্ত কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিপিকেএস, এডিডি, সিআরপি তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকসংখ্যক ডিপিও ও স্ব-সহায়ক সংস্থা গঠন করে। গঠন প্রক্রিয়া ও কাজের ধরনের ওপর এই সকল সংস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকারের প্রশ্নে সকলেই একই মতাদর্শী। তৃণমূল পর্যায়ের সংস্থাসমূহকে নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি ডিপিও মোর্চা গঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও), প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিও), ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ন্যাডপো) ও প্রতিবন্ধী নাগরিকের সংগঠনসমূহের পরিষদ (পিএনএসপি) উল্লেখযোগ্য। তবে ডিপিওসমূহের এই মোর্চাগুলো গঠিত হবার বেশ পূর্ব থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্ম পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (এনএফওডব্লিউডি) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও অধিকারের জন্য কাজ করে আসছিল।

২ রফিক জামান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-সংগঠনের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট, [ঢাকা, অপরাজেয়, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৬]

এই সংস্থাগুলো প্রতিবন্ধী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এই সময় থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সাংগঠনিকভাবে নিজেদের অধিকার দাবি করতে থাকে। এই দাবির মুখে সময়ে সময়ে সরকার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। যেমন : ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা, যানবাহনে আসন সংরক্ষণ, রেলপথে হ্রাসকৃত মূল্যে ভ্রমণের সুবিধা, পরীক্ষায় শ্রুতিলেখক সুবিধা ও পরীক্ষায় অতিরিক্ত সময় ইত্যাদি। এরই এক পর্যায়ে ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়ন করে, যদিও তা অধিকারভিত্তিক আইন ছিল না।

সিআরপিডি প্রণয়নে ডিপিওসমূহের ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দী তথা নয়া সহস্রাব্দের শুরুতেই দৃশ্যপট পাল্টে যেতে থাকে। এই সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মরত সংস্থাগুলোর স্থলে মুখ্য ভূমিকায় চলে আসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো। এ সময় জাতিসংঘের মূলধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক একটি পৃথক সনদের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। এই সনদের জন্য জাতিসংঘ একটি আহ্বায়ক (অ্যাডহক) কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রথম সভায় সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পৃথক সনদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই এই সভা শেষ হয়। ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত আহ্বায়ক কমিটির দ্বিতীয় সভায় মেক্সিকো প্রস্তাবিত সনদের একটি খসড়া উপস্থাপন করে। সনদ প্রণয়নকে কেন্দ্র করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের উদ্যোগে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ডিজঅ্যাবিলিটি ককাস মেক্সিকোর প্রস্তাবিত বিস্তৃত সনদের দাবিকে সমর্থন জানায়। এই সভায় সনদ প্রণয়নের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে দেয়া হয়। ২০০৪ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিআরপিডির খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রথম খসড়াটি আহ্বায়ক কমিটির নিকট উপস্থাপন করার পর সেটি পর পর তিনবার সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। অবশেষে ২৫ আগস্ট ২০০৬ তারিখে আহ্বায়ক কমিটি সিআরপিডির বর্তমান খসড়াটি পাস করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে সিআরপিডি অনুমোদন করে।[৩]

সিআরপিডি প্রণয়নে বাংলাদেশের ভূমিকা

আহ্বায়ক কমিটির মোট আটটি অধিবেশন হয়। প্রথম পাঁচটি অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা হলেও বাংলাদেশের কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেনি। ষষ্ঠ অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে খন্দকার জহুরুল আলম (শারীরিক প্রতিবন্ধী) অংশগ্রহণ করেন। সপ্তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এএইচএম নোমান খান। এই অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য দিক হল যুক্তরাজ্য, চীন ও বাংলাদেশ থেকে মোট ছয়জন প্রতিবন্ধী শিশু অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করেন রুবেল আহমেদ (শারীরিক প্রতিবন্ধী) এবং নাজমা বেগম (শারীরিক প্রতিবন্ধী)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নে ডিপিওসমূহের ভূমিকা

২০০৭ সালে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সিআরপিডির পক্ষরাষ্ট্র হয়। সিআরপিডি প্রণয়নের পর থেকেই বাংলাদেশে সিআরপিডির অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারভিত্তিক আইন প্রণয়নের দাবি ওঠে। বাংলাদেশ পক্ষরাষ্ট্র হবার পর থেকেই এ দাবি জোরাল হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রের ওপর একটি নতুন আইন তৈরির বাধ্যবাধকতাও

৩ ভ্যালেনটিনা ডেলা ফিনা, রিচেল সিরান্ড, জিউসেফ পালমিসানো "*দি ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেশন অন রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস : এ কমেন্টারি*" [স্প্রিংগার ইন্টারন্যাশনাল, চ্যাপ্টার ২. ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল (সিএনআর)].

তৈরি হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সিআরপিডি প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন তারা ও তাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ডিপিও এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারভিত্তিক পৃথক আইন প্রণয়নের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে। এ সকল সংগঠন নিজেরাই সিআরপিডির আদলে আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে এই খসড়াতে ২০০১ সালের কল্যাণ আইনের ছায়া থেকেই যায়। ফলে এই খসড়াটি ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে বিভিন্ন সময় পরিমার্জিত হয়। এই খসড়াগুলোর গুণগতমান ও বিষয়বস্তু মোটামুটি একই থাকলেও উপস্থাপনার ধরন ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তৈরিকৃত খসড়ার সাথে সরকারও সম্পৃক্ত হয়। ডিপিওসমূহের সাথে মূলধারার এনজিও ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোও সহযোগিতামূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রণয়নে ব্যাপক সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ওয়েবসাইটে দীর্ঘদিন খসড়াটি প্রদর্শন করে এবং সকলের মতামত আহ্বান করে। ধারাবাহিক সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করে। এমনকি খসড়াটি জাতীয় সংসদে পাস করার পূর্বে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ মতবিনিময় করেন। বাংলাদেশে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্য কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের এত বিপুল সংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণের নজির নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিআরপিডি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল এবং জাতিসংঘের অন্য কোনো সনদ তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের নজির নেই।

অবশেষে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের নিরলস প্রচেষ্টায় ও তদানীন্তন সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় ২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর তারিখে জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পাস করা হয়।

এক নজরে কালক্রমিক তথ্য-কণিকা	
O জাতিসংঘে সিআরপিডি অনুমোদন	১৩ ডিসেম্বর ২০০৬
O সিআরপিডি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত	৩০ মার্চ ২০০৭
O বাংলাদেশ সিআরপিডি স্বাক্ষর করে	৮ এপ্রিল ২০০৭
O বাংলাদেশ সিআরপিডি অনুস্বাক্ষর করে	১৩ নভেম্বর ২০০৭
O বিশ্বে সিআরপিডি কার্যকর হয়	৩ মে ২০০৮
O প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সংসদে পাস হয়	৩ অক্টোবর ২০১৩
O প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর প্রদান করেন	৯ অক্টোবর ২০১৩
O ৩১ ও ৩৬ ধারা বাদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কার্যকর হয়	৯ অক্টোবর ২০১৩
O প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩১ ও ৩৬ ধারা কার্যকর হয়	১৪ জানুয়ারি ২০১৬
O প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধিমালা প্রকাশ	২৪ নভেম্বর ২০১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আইন ও অধিকার সম্পর্কে জানি

ঢাকায় এনজিডিও অফিসে আয়োজিত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, অভিভাবক এবং শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে কর্মশালায় একজন অভিভাবক তার মতামত তুলে ধরেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আইন ও অধিকার সম্পর্কে জানি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এই আইনের প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনসমূহকে কেন আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে সেটা জানা দরকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অনুপস্থিতিতে বা আইনগতভাবে অধিকার আদায়ের এই সুযোগ তৈরি হবার আগে ন্যায়বিচার লাভের প্রতিবন্ধকতার কারণে বাংলাদেশের অনেক ডিপিও আদালতের বাইরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা বা বিরোধ মীমাংসার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করতেন। যেমন : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের সহায়তায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার লাভে সহায়তা করতেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায়ের জন্য এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন আছে। এখন ডিপিওসমূহ আদালতের মাধ্যমেই অনেক অধিকার আদায় বা আদায়ে সহায়তা করতে পারবে। তারা জেলা পর্যায়ের কমিটিতে কিছু অধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবে। অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অ্যাডভোকেসি করার চেয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে আইনী অ্যাডভোকেসি অনেক নিরাপদ ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা লাভ করা উচিত।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ডিপিওসমূহের মনে অনেক সময় অনেক ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হয়। এ অধ্যায়ে তাদের মধ্যে বিদ্যমান কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উত্তরগুলো জানা থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন : আইনী প্রতিকারের চেয়ে আপোস-মীমাংসাই কি ভালো?

উ : যে সকল বিরোধ মীমাংসাযোগ্য সেগুলো আপস করা যেতে পারে। যেমন : যে কোনো দেওয়ানি বিষয়, তুচ্ছ বা ছোটখাটো অপরাধ ইত্যাদি। তবে সকল বিরোধ মীমাংসাযোগ্য নয়। কিছু বিরোধ রয়েছে যেগুলো আদালতে না গিয়ে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা যায়। আবার কিছু বিরোধ আদালতের অনুমতি নিয়ে মীমাংসা করতে হয় (যেমন : গুরুতর জখম ইত্যাদি)। আবার এমন কিছু বিরোধ আছে যেগুলো আদালত নিজেও মীমাংসা করতে পারেন না, মীমাংসার অনুমতিও দিতে পারেন না। খুন, ধর্ষণ বা গুরুতর জখমের মামলা সালিশে মীমাংসা করা আইনত নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই গুরুতর বিষয়গুলো আইনী পদ্ধতি অনুযায়ী উপযুক্ত আদালত বা আইন সহায়তা প্রদান করে থাকে–এমন সংস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করাই ভালো। কোনো বিষয় আপস করার পূর্বে প্রয়োজনে আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন : আইন তো প্রভাবশালীদের পক্ষে থাকে তাহলে আদালতে বা বিচারিক সংস্থায় গিয়ে লাভ কী?

উ : আইন নিজস্ব গতিতে চলে; তবে সব দেশেই কখনো কখনো বিচারিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা করা হয়ে থাকে। সালিশেও প্রভাবশালীদের প্রভাব থাকে। ফলে সালিশ মীমাংসায় অনেক সময় ন্যায্যবিচার পাওয়া যায় না। যেমন : তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা থেকে জানা গিয়েছে, সালিশে সালিশকারগণ তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিকট সে সিদ্ধান্তটি পছন্দ না হলেও প্রভাবশালীদের চাপে তা মেনে নিতে বাধ্য হন। দেনমোহরের বিষয়ে সালিশ করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত দেনমোহরের চেয়ে কম দেনমোহর পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অথচ আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে ধার্য দেনমোহরের সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা সম্ভব। এ কারণে ন্যায়বিচার লাভ করতে হলে আইন ও আদালতের দ্বারস্থ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ : সালিশে খরচ নেই। কোর্টে অনেক খরচ। তাই সালিশই কি ভালো নয়?

উ : সবসময় সালিশ ভালো নাও হতে পারে। আপনি প্রয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা থেকে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা নিতে পারেন। প্রত্যেক জেলায় আইনী সহায়তা প্রদানকারী সরকারি সংস্থার (ডিল্যাক) কার্যালয় রয়েছে। এই অফিসে আবেদন করে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিনামূল্যে আইনজীবীসহ বিভিন্ন আইনী সহায়তা পেতে পারেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আইনী সহায়তার আবেদন ইউনিয়ন ও উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি থেকে সংগ্রহ করে এই কমিটিগুলোর কার্যালয়েও দাখিল করতে পারেন। ডিল্যাকে সালিশের ব্যবস্থাও রয়েছে। একজন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তা এই কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকেন। ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে ডিল্যাকের সহায়তা গ্রহণ করা নিরাপদ। শুধু সরকারি সংস্থা নয়, অনেক বেসরকারি সংস্থাও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বিএনডব্লিউএলএ, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এবং ব্র্যাক অন্যতম। এ সকল সংস্থা থেকেও প্রয়োজনে আইনী সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন: কোর্ট-কাচারিতে মামলা বা অভিযোগ করে প্রতিকার পেতে অনেক সময় লাগে। ভোগান্তিও অনেক। তাই প্রতিকারের জন্য কিছুই না করে চুপচাপ থাকাই কি ভালো নয়?

উ : অন্যায় সহ্য করে চুপচাপ থাকা মোটেও ভালো না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি দেশে খুনের বিচার হয় না। খুন হলে ন্যায়বিচারের জন্য কেউ আদালতে যায় না। তাহলে ঐ দেশে কি খুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না? যদি ঘর থেকে বের হলেই খুনের ভয় থাকে তাহলে কি স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যাবে? ঠিক তেমনি, আপনি অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার না চাইলে বারবার অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হবেন। আপনি অন্যায় বা বৈষম্য সহ্য করে গেলে একই ধরনের ঘটনা আরেকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে ঘটবে। ফলে এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনাচার, অত্যাচার বা বৈষম্যের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এই পরিস্থিতিতে সম্মানের সাথে স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার খর্ব হবে। সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। তাই কেবল নিজের জন্য নয়, বরং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থে আইনী প্রক্রিয়ায় প্রাপ্য প্রতিকার আদায় করা উচিত। মনে রাখবেন, লোহা ফেলে রাখলে যেমন মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অধিকার আদায়ের আইনী প্রক্রিয়া ব্যবহার না করলে সেটিও অকার্যকর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : এত ভোগান্তির পর মামলায় যে জিতব তার গ্যারান্টি কী? বৈষম্য সহ্য করে যাওয়াই কি ভালো নয়?

উ : মামলায় হারলেও অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার চাওয়া উচিত। কারণ যত বেশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী প্রতিকার চাইবে, ততবেশি ঘটনাটি আলোচিত হবে। অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও কর্তৃপক্ষের নজরে আসবে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার পরিস্থিতি বেশি বেশি আলোচিত হবে এবং কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হবে। সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারি চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য করা হচ্ছে। এখন এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কেউ জেলা সুরক্ষা কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের আবেদন করছে না। তাহলে কি এই বৈষম্যের কথা কেউ জানতে পারবে? আর যদি এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১০০টি অভিযোগ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা কমিটিতে জমা পড়ে, তাহলে সবাই জানবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১০০টি অন্যায় ঘটনা দেশে ঘটেছে। ১০০টি অভিযোগের কোনোটিতে যদি প্রতিকার না পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত বলা যাবে যে, কমিটিগুলো সঠিক প্রতিকার দিতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে কেন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না, সেটি নিয়েও কথা বলার সুযোগ তৈরি হবে। কমিটি বা আইনের দুর্বলতা থাকলেও তখন আলোচনার সুযোগ তৈরি হবে। এমনকি উচ্চ আদালতেও প্রতিকার চাওয়া যাবে। কিন্তু হেরে যাবার আশঙ্কায় কোথাও কোনো অভিযোগ দাখিল না করা হলে এই বিষয়গুলোতো আড়ালেই থেকে যাবে। সমস্যার সমাধানতো হবেই না, বরং সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন : পুলিশ অনেক সময় ধর্ষণের শিকার বুদ্ধি এবং বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারীর মামলা নিতে চায় না। এটি কি পুলিশ করতে পারে? এ ক্ষেত্রে ডিপিওসমূহের কী করণীয়?

উ : পুলিশ ধর্ষণের মামলা নিতে বাধ্য। মামলা বিচার করার দায়িত্ব আদালতের। পুলিশের দায়িত্ব মামলা রুজু করে ঘটনাটি বিচারের জন্য আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করা। অপরাজিতা একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারী। ধর্ষণের ফলে তার একটি সন্তান জন্ম লাভ করে। পুলিশ এই ঘটনায় মামলা নিতে চায় না। পুলিশের যুক্তি হল, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় অপরাজিতার মামলা তদন্ত করা বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তাই মামলা করার দরকার নেই। অথচ সমাজের অন্য দশ জন নারীর মতো অপরাজিতার ন্যায়বিচার লাভের অধিকার রয়েছে। পুলিশ অপরাজিতাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করলে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় জেলা সুরক্ষা কমিটির নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে। একই আইনের ৩৭(১) ধারায় পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী অধিকার লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী মামলাও করা যাবে। ধর্ষণের

মামলা গ্রহণে টালবাহানা না করার প্রতি উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট আদেশ রয়েছে। এই আদেশ অমান্য করার দায়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলাও করা যাবে। তাই অপরাজিতার ন্যায়বিচার লাভের জন্য স্থানীয় ডিপিওসমূহ সংশ্লিষ্ট থানাকে আইনী বাধ্যবাধকতার কথা অবহিত করে মামলা রুজু করার অনুরোধ জানাতে পারে। এতে কাজ না হলে ডিপিওসমূহ পুলিশের বিরুদ্ধে উপরে উল্লিখিত যে কোনো আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আইনী পন্থাগুলো গ্রহণ করা না হলে পুলিশ একইভাবে অন্যান্য বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীদের ধর্ষণের মামলা গ্রহণেও বাধা সৃষ্টি করবে। ফলে ধর্ষণের বিচার না হওয়ায় সমাজে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীদের ওপর যৌন সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন : একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধিতার কারণে আপনাকে চাকুরী দিল না। জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদন না করে সাধারণভাবে একটি আবেদন করলেন। জেলা প্রশাসক বিষয়টি গুরুত্বের সাথেও নিলেন। আপনাকে তিনি নিজের অফিসে একটি চাকুরী দিলেন। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। বিষয়টি কেমন হলো?

উ : আপনি ৩৬ ধারায় আবেদন না করায় নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় জেলা কমিটি আপনার আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়নি। জেলা প্রশাসক নিজ ক্ষমতায় আপনাকে একটি চাকুরী দিয়ে আপনার উপকার করলেও এতে মূলত আপনার ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষতি হল। তিনি আপনাকে ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল করার পরামর্শ দিয়ে জেলা কমিটির মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করতে পারতেন। তিনি যদি নিজের অফিসে চাকুরী না দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন, ঐ প্রতিষ্ঠানকে বৈষম্য নিরসনের আদেশ দিতেন বা ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতেন, তাহলে আপনিও সমাধান পেতেন এবং একই সাথে অন্য কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে বৈষম্য না করার বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান সচেতন হতো। ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করা হলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও সতর্ক হতো। ফলে সকল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকের আদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। কিন্তু তিনি বিষয়টি ৩৬ ধারার আওতায় সঠিকভাবে সমাধান দেননি বিধায় আপনার সাময়িক উপকার হলেও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষতিই হল। আর এই জেলা প্রশাসক আপনার প্রতি মহানুভবতা দেখালেও তিনি ট্রান্সফার হয়ে গেলে অন্যজন আপনার প্রতি সদয় নাও হতে পারেন। তিনি আপনার চাকুরী কেড়েও নিতে পারেন। ফলে দয়ার চাকুরী না নিয়ে যদি আপনি আইনানুযায়ী অধিকার ও প্রতিকার আদায় করতেন, তাহলে সেটি কেউ কেড়ে নিতে পারত না।

প্রশ্ন : জেলা কমিটি জেলার বড় বড় কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। এই কমিটির কাছে ৩৬ ধারায় অভিযোগ দিলে তারা কি আর গরিব প্রতিবন্ধীদের আবেদনে গুরুত্ব দেবে?

উ : জেলা কমিটি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য। যদি কমিটি আইনানুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয় কিংবা পক্ষপাতমূলক আচরণ করে তাহলে তাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আপীল করা যাবে। এই কমিটিতেও যদি ন্যায়বিচার না পাওয়া যায় তাহলে উভয় কমিটির বিরুদ্ধে সঠিক কাজ না করার দায়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা করা যাবে। রিট মামলায় আদালত এই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে পারবে, এমনকি সঠিক কাজটি করার আদেশ প্রদানও করতে পারবে। অনেক মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট প্রশাসনকে এরূপ আদেশ দিয়েছেন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অধিকার আদায় করেছেন। মাসুদ ঢালী নামের এক যুবক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় একটি চাকুরীতে প্রতিবন্ধী কোটায় আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোটায় তাকে নিয়োগ না দেয়ায় তিনি কোটা পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও নিজের চাকুরীর দাবিতে মহামান্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। চার বছর মামলা চালানোর পর মহামান্য হাইকোর্ট মাসুদ ঢালীকে চাকুরীতে নিয়োগ দেয়ার আদেশ প্রদান করে। তাই হতাশ না হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য আইনী লড়াই

করে যাওয়া উচিত। মনে রাখবেন, সরকারি ও বেসরকারি অনেক সংস্থা উচ্চ আদালতেও বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করে থাকে।

প্রশ্ন : আমার এলাকায় ২০০ দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন। কেউ প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন করলে সমাজসেবা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জানানো হচ্ছে, সরকার এই এলাকার জন্য মাত্র ২০ জনের ভাতা বরাদ্দ করেছে, তাই এর বেশি ব্যক্তিকে ভাতা দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি কেউ ভাতার জন্য আবেদন করবে না?

উ : অবশ্যই আবেদন করবে। ভাতা বরাদ্দ হোক না হোক সকল দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে দিয়েই আবেদন করাতে হবে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা সম্পর্কে অবগত হবে। এই চাহিদা অনুযায়ী তারা পরবর্তী জাতীয় বাজেটের সময় মন্ত্রণালয়ে বাড়তি বরাদ্দ চেয়ে চাহিদাপত্র প্রেরণ করবে। ফলে ধীরে ধীরে এলাকার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে। যদি আবেদনের সংখ্যা অনুযায়ী বরাদ্দ বৃদ্ধি না পায়, তাহলে মাঠ প্রশাসন ও জাতীয় পর্যায়ের প্রশাসনের দায়িত্বের খেলাপের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে। আর যদি বরাদ্দ নেই বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আবেদন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে কেউ ভাতা চেয়ে আবেদন করেনি বলে পার পেয়ে যাবে। শুধু ভাতা নয়, সকল অধিকারের প্রশ্নেই মাঠ প্রশাসনের নিকট অধিকার বাস্তবায়নের আবেদন করতে হবে। আবেদনের সংখ্যার ভিত্তিতেই প্রশাসন নিজেদের দায়িত্ব ও চাহিদার বিষয়ে অবগত হবে এবং উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যদি আবেদন পেয়েও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে কেন করেনি সে বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ তৈরি হবে।

প্রশ্ন : বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কী প্রতিকার পেতে পারি?

উ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৩ ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। প্রতিবন্ধিতার কারণে কাউকে ভর্তি করা না হলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। কমিটি অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষের শুনানি গ্রহণ করে উপযুক্ত মনে করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভর্তি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। এমনকি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারবে।

প্রশ্ন : দেশে বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ এ সকল বিদ্যালয়েই সন্তানদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু এটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল। সাধারণ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করা হলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপকার হতো। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী?

উ : আপনি একীভূত শিক্ষার প্রতি জোর দেয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ, যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা একই সাথে অধ্যয়ন করে সে সকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন মনে করছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(জ)তে এই একীভূত ও সমন্বিত উভয় প্রকার শিক্ষাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যদি একীভূত শিক্ষার অভাবে কেউ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা বৈষম্যের শিকার হয় তাহলে সে অবশ্যই ৩৬ ধারায় প্রতিকার চাইতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা, শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার ও জনজীবনে অংশগ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

তৃতীয় অধ্যায়
প্রতিবন্ধিতা, শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২(৯), ৩-১৫ ও ৩১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বিধিমালার বিধি ৪ এবং তফসিলের দফা ১][৪]

প্রতিবন্ধিতা কী?

সিআরপিডি অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(৯) ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধিতা অর্থ যে কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।'

৪ ধারাগুলোর বিস্তারিত পড়তে পরিশিষ্ট দেখুন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই প্রতিবন্ধিতার তিনটি উপাদান রয়েছে, যথা :

- ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা
- দৃষ্টিভঙ্গিগত বা পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা
- সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধা

সিআরপিডির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেও এই তিনটি আবশ্যিক উপাদান পাওয়া যায়। শেষ দুটো উপাদান উভয়ের মধ্যে একই। পার্থক্য হল, সিআরপিডি প্রতিবন্ধিতাকে মানবাধিকারের দিক থেকে বিবেচনা করে বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের দেহ ও মনের প্রতিবন্ধকতাকে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেনি। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যক্তির নিজের প্রতিবন্ধকতাকে শুধু গুরুত্বই দেয়নি বরং প্রতিবন্ধকতার ধরন ও স্থায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংজ্ঞাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধিকারভিত্তিক অংশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবন্ধিতা হল মানব বৈচিত্র্যের একটি অংশ। যার সঙ্গে নেতিবাচক, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়ে ব্যক্তির জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কে?

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(১০) ধারা অনুযায়ী তিনিই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার ধারা-৩-এ বর্ণিত যে কোনো প্রতিবন্ধিতা রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতার ধরন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতাসহ মোট ১১ (এগারো) ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। এই আইনের ৪ থেকে ১৪নং ধারা পর্যন্ত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ মোট ১১ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৫নং ধারা অনুযায়ী জাতীয় সমন্বয় কমিটি আইনে বর্ণিত ১১ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে নতুন ও ভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন ঘোষণা করতে পারবেন। উল্লেখ্য, সিআরপিডির মতে, প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান বিষয়। এ কারণে বাংলাদেশেও সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতাকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। যেমন : অটিজম বাংলাদেশে অতিসম্প্রতি প্রতিবন্ধিতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যে সকল অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেগুলো উপভোগের জন্য একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩১(৬) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত

'কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই আইন বা অন্য কোনো আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।' সুতরাং সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উচিত স্বপ্রণোদিতভাবে নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর কমিটির নিকট থেকে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কার্যক্রমের আওতায় নিবন্ধিত হয়ে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত না হলে বা পরিচয়পত্র সংগ্রহ না করলে কোটাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যাবে না।

শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান

একজন প্রতিবন্ধী নাগরিকের তিনটি পরিচয়পত্র থাকবে :

১. জন্মনিবন্ধন (শিশু বয়স থেকেই)

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন (শিশু বয়স থেকেই)

৩. ভোটার হিসেবে নিবন্ধন (১৮ বছর পূর্ণ হলে)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩১ নং ধারা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বিধিমালার ৪নং বিধি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে। নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, সেই উপজেলায় উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, সেই শহর এলাকায় শহর কমিটির সভাপতির নিকট আবেদন দাখিল করতে হবে।
- নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তার মা, বাবা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন এই আবেদন করতে পারবে।
- আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হবে।
- আইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য কয়েকটি সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেমন :
  - আবেদন লাভের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিটিকে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।
  - কমিটির নিকট থেকে নির্দেশনা প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে কমিটির সদস্য সচিব বা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নিবন্ধন সম্পন্ন ও পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।
  - নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে প্রত্যাখ্যানের কারণ জানার ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটিতে আপীল করতে হবে।
  - জেলা কমিটি কর্তৃক ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করতে হবে।
- নিবন্ধন ফরম পূরণের সময় সতর্কতার সাথে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭(৫) মোতাবেক অসত্য ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র লাভ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

- আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার বা পরিচয়পত্র লাভের উপায় নেই। জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(৬)ধারা অনুয়ায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে।

- পরিচয়পত্র যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। হারিয়ে গেলে থানায় জিডি করতে হবে। হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব অনুলিপি ও ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্রের জন্য উপজেলা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট আবেদন করতে হবে। সদস্য সচিব ১৫ দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।

নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সেবা না পেলে কিংবা কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে নিবন্ধন হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হলে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা এর সদস্যদের সাথে অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কমিটির নিকট আবেদন করে প্রতিকার চাইতে হবে। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে নিবন্ধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে প্রতিকারের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা যেতে পারে।

রেখা-চিত্রে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের ধাপসমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩১ ও বিধিমালার বিধি-৪ অনুযায়ী)

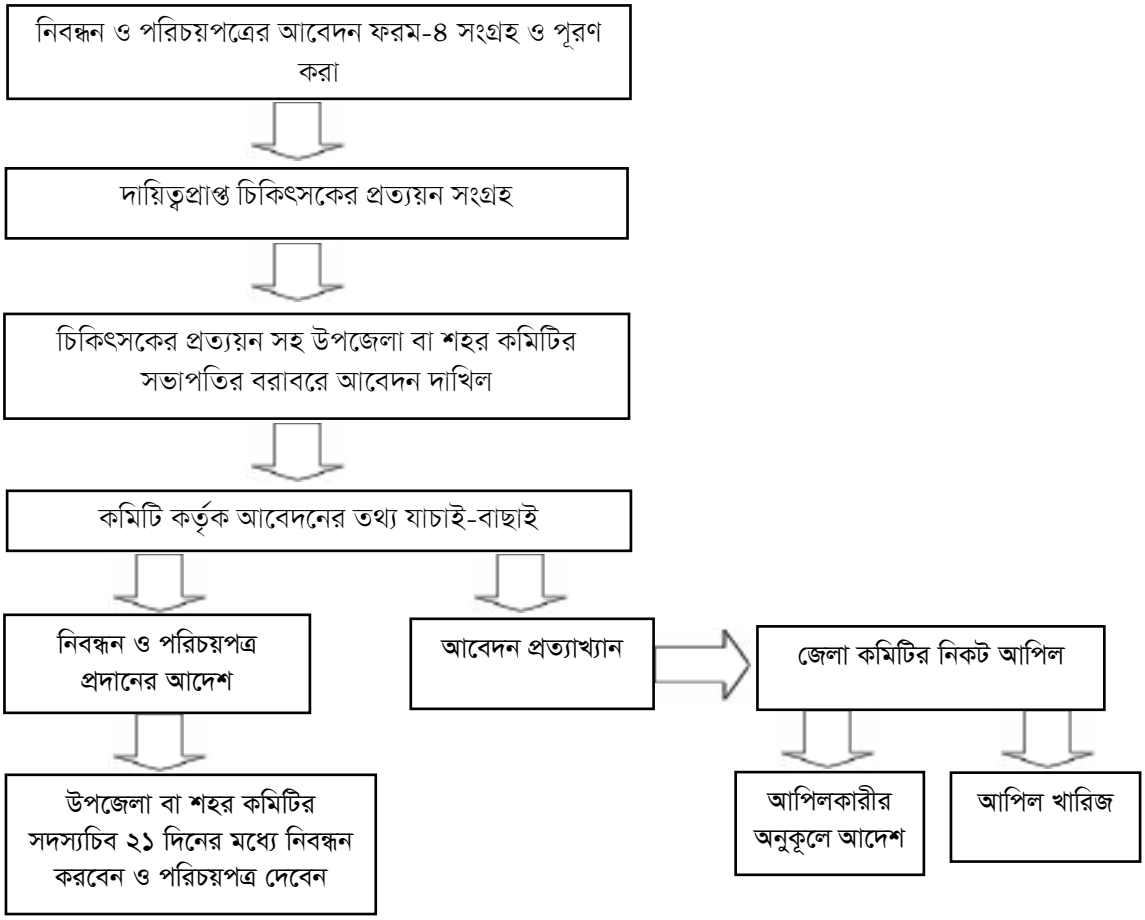

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কী?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)নং ধারায় (ক) থেকে (ন) পর্যন্ত মোট ২০ (বিশ)টি উপধারাতে প্রায় ২৮টি অধিকারের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকারের এই তালিকাটি চূড়ান্ত নয়। সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য অধিকারকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে [১৬(১)(প)]। এখন প্রশ্ন হল, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বলতে কি শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬নং ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলোকেই বোঝায়? উত্তর হল, 'না', কারণ এ আইনের ২(১১)নং ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হল ধারা-১৬তে উল্লিখিত অধিকারসমূহের যে কোনো এক বা একাধিক অধিকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার-সংক্রান্ত আপাতত বলবত অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোনো অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান, প্রজ্ঞাপন বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয়, সিআরপিডিসহ বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লিখিত সকল অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন মোতাবেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল বৈষম্য। এ আইন অনুযায়ী বৈষম্য নিষিদ্ধ এবং বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ৩৬ ধারার আওতায় ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যত বেশি ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হবে, বৈষম্য তত কমবে। কারণ ক্ষতিপূরণের দায় থেকে বাঁচার জন্য সকলেই তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

৩৬ ধারায় আবেদনের দায়িত্ব বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত। তাদের সহায়তার দায়িত্ব ডিপিওসমূহের। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সঠিকভাবে ৩৬ ধারায় আবেদন করা সম্ভব নয়। এ কারণে ডিপিও এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১৬ ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা জরুরি। তাই প্রয়োজনীয় উদাহরণ, কেস স্টাডি ও প্রচলিত প্রাসঙ্গিক আইনের রেফারেন্স দিয়ে এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

একনজরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ ধারায় বর্ণিত অধিকারসমূহ

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১) (ক)	পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়া থাকা ও বিকশিত হওয়া	প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন ধারণের সমঅধিকার রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে নানান গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। সকলের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের সকল সৃজনশীলতা, গুণাবলি ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের অধিকার রয়েছে। সমাজের নানান ভুল ধারণা ও ঘৃণাবোধজনিত অপরাধ বা হেইট ক্রাইমের শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। অনেক সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হয়রানির কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। আটক অবস্থায় অব্যবস্থাপনা ও অপ্রবেশগম্যতার কারণেও তাদের মৃত্যু হয়। এ রকম নানান নির্মম ঘটনায় তাদের জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১) (খ)	সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা	উপার্জন করা, স্বাস্থ্যসেবা নেয়া বা না নেয়া, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণের আইনী কর্তৃত্ব সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে। তাদের ন্যায়বিচার লাভের অধিকারও রয়েছে।
১৬(১) (গ)	উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভের অধিকার রয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশোনা করার অধিকারও তাদের রয়েছে। এই সম্পদ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে ভোগ করার ক্ষেত্রে অন্যদের সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্যায় প্রভাব ও বেআইনী হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(ঘ)	স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্য প্রাপ্তি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। তারা যেভাবে তথ্য পেতে চায়, সেইভাবেই তথ্য দিতে হবে। তথ্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও সহায়তা লাভের অধিকারও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রয়েছে।
১৬(১)(ঙ)	মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে সকলের সাথে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো আশ্রয়কেন্দ্র বা হাসপাতালে রাখা যাবে না। বিয়ে করা ও সংসার করার অধিকার রয়েছে। কখন ও কয়টি সন্তান নেবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারও রয়েছে।
১৬(১)(চ)	প্রবেশগম্যতা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চারপাশের সব কিছুতে অবাধ প্রবেশগম্যতার অধিকার রয়েছে। এই প্রবেশগম্যতা হবে অবকাঠামোগত, তথ্যগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও মনোভাবগত প্রতিবন্ধকতামুক্ত। যানবাহন ও সেবা প্রদানের সকল ব্যবস্থায় এই প্রতিবন্ধকতামুক্ত প্রবেশগম্যতা থাকতে হবে। সকল গণস্থাপনা (পাবলিক প্লেস) ও সকলের যাতায়াত আছে এমন ব্যক্তিগত স্থাপনাগুলো এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে প্রবেশ করতে পারেন।
১৬(১)(ছ)	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জীবনের সর্বস্তরে পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং তাদের বঞ্চিত হবার ঘটনাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সমাজের সকলের ওপর ন্যস্ত।
১৬(১)(জ)	শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ	একীভূত বা সমন্বিত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পৃথক ও কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন যাই হোক না কেন, শিক্ষা পদ্ধতি একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
১৬(১)(ঝ)	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি	সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈষম্যহীনভাবে কাজে নিয়োগ লাভের অধিকার রয়েছে। নিয়োগের শর্ত, নিয়োগ প্রক্রিয়া, কর্মে বহাল থাকা, পদোন্নতি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশসহ সব কিছুই বৈষম্যহীন হতে হবে। সমসুযোগ ও সমবেতন এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ছাড়াও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ ন্যায্য ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১)(ঞ)	কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায়, যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি	চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে চাকুরীচ্যুত করা যাবে না। বরং একই চাকুরীতে ও একই পদে অবিলম্বে ফিরে আসার বা চাকুরী শুরু করার অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে যুক্তসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন বা রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করে চাকুরীতে বহাল রাখতে হবে। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পুনর্বাসনের অধিকারও রয়েছে।
১৬(১)(ট)	নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি;	নিপীড়ন ও খারাপ আচরণ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে উপযুক্ত/সুলভ/সহজপ্রাপ্য সেবা, সহায়ক উপকরণ ও অন্যান্য চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
১৬(১)(ঠ)	প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তি;	বৈষম্যহীনভাবে সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে। বিনামূল্যে বা ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্বাস্থ্য বীমাসহ স্বাস্থ্যসেবার সকল কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিগম্যতার অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে চিকিৎসকগণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন।
১৬(১)(ড)	শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা' প্রাপ্তি (reasonable accommodation)	শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যুক্তি সাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন বা রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন লাভের অধিকারী। এর অর্থ হল, বিদ্যালয় বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এমনভাবে পদ্ধতিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করবেন, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সকলের সাথে সমানভাবে সকল সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করতে পারেন।
১৬(১)(ঢ)	শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়কসেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সহায়কসেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা লাভের অধিকারী। তারা বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চলাচল সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়ক উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা লাভের অধিকারী যাতে করে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সমাজে ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ে একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক পুনর্বাসন কর্মসূচির সুবিধা লাভের অধিকারী। পুনর্বাসন সুবিধা হবে স্বেচ্ছামূলক অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটি করা যাবে না। সমাজ ও নিজ সম্প্রদায়ের খুব কাছাকাছি এটা করতে হবে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এ সুবিধা থাকতে হবে।
১৬(১)(ণ)	মাতা-পিতা বা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণপোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথ াসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন	পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর্থিক সহায়তা লাভের অধিকারী। যাদের পরিবার ভরণপোষণ বা আবাসন সংস্থান করতে সক্ষম নয় তারাও এই সহায়তা লাভের অধিকারী। দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণও আর্থিক সহায়তা লাভের অধিকারী। এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সুবিধা লাভের অধিকারী।

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১)(ত)	সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক জীবন, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের আওতায় তারা কপিরাইট সংরক্ষিত কর্ম (ছবি, গেমস, সফটওয়্যার ইত্যাদি) ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতিতে লাভের অধিকারী। মূলধারার ক্রীড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(থ)	শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ	শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। একই সাথে বাংলা ইশারাভাষা বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোনো পদ্ধতিতে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(দ)	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য একান্তভাবে সংরক্ষণ করার বা গোপন রাখার অধিকার রয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। তাদের সুনাম ও সম্মানের ওপর অনাকাংখিত আক্রমণ প্রতিরোধে যথাযথ সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(ধ)	স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-সহায়ক ও সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা গঠন ও পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সংস্থার নিবন্ধন ও পরিচালনা পদ্ধতি তাদের জন্য সহজসাধ্য ও অভিগম্য হতে হবে।
১৬(১)(ন)	জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান ও নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। নিবন্ধন ও শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি, তথ্য দেয়া বা নেয়াসহ সার্বিক পরিবেশ তাদের উপযোগী হতে হবে।
১৬(১)(প)	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো অধিকার।	উপরোক্ত অধিকারগুলো ছাড়াও যদি অন্য কোনো অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সরকার আদেশ (প্রজ্ঞাপন) জারির মাধ্যমে এই তালিকায় আরো অধিকার যুক্ত করতে পারবে।

পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা এবং বিকশিত হওয়া [ধারা ১৬(১)(ক)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ক) এবং সংবিধানের অনু. ৩২]

পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকার অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ক)নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার অধিকার থাকবে। একইভাবে, সিআরপিডির ১০নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মানুষের জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার থাকার বিষয়টি পূর্ণব্যক্ত করে বলা হয়েছে, 'অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যাতে কার্যকরভাবে জীবনের অধিকার ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে পক্ষরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ

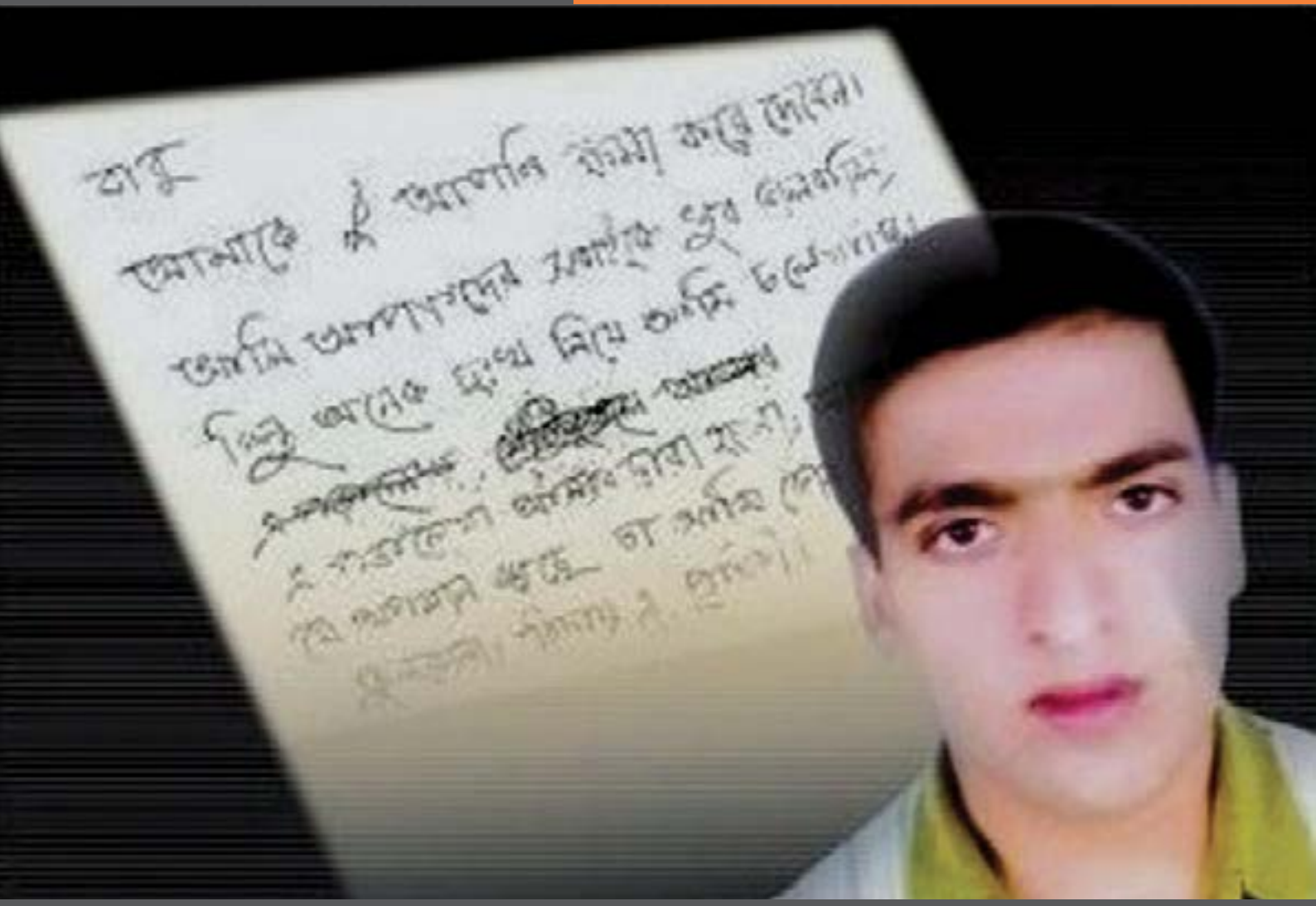

মধুসূদন ও মৃত্যুর পূর্বে লিখে যাওয়া চিরকূট [দৈনিক প্রথম আলো থেকে সংগৃহীত (২০১২)]

করবে।' অর্থাৎ, কেবল আইনে জীবনের অধিকার থাকার কথা উল্লেখ করলেই হবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যাতে এ অধিকার বাধাহীনভাবে ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করাও পক্ষরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব। একইভাবে প্রতিবন্ধী নাগরিকের জীবনের অধিকার লঙ্ঘনকারী কার্যক্রমগুলো প্রতিরোধের জন্যও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশের। শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন নয় বরং বাংলাদেশে বসবাসকারী দেশি-বিদেশি সকল মানুষের জীবনের অধিকার রক্ষা করা বাংলাদেশ সরকারের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদ জীবনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

জীবনের অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সচরাচর যেসব প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকির সম্মুখীন হন সেসব ব্যাপারে সরকারসহ সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। বিশ্বজুড়েই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিশেষত বুদ্ধি ও মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ মারাত্মক 'হেইট ক্রাইমস[৫]' বা ভ্রম-তাড়িত অপরাধের শিকার হচ্ছেন। জীবন সংকটে থাকা

৫ হেইট ক্রাইম হল এমন কিছু অপরাধ যেগুলো বর্ণবাদী আচরণের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্ত্যক্ত করা হয় তাদের প্রতিবন্ধিতার কারণে। সম্প্রতি যেমন বাঙালি হবার কারণে ব্রিটেনে বাংলাদেশের নাগরিকরা এসিড নিক্ষেপসহ বিভিন্ন মারাত্মক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা চলবে কি চলবে না সেটিও নির্ধারণ করেন অন্যরা। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। আরো কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। যথা :

১. হাসপাতালে, কারাগারে বা অন্য কোনোভাবে হেফাজতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের অধিকার প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়ে থাকেন। অমানবিক ব্যবস্থাপনা, অপর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসাসেবা কিংবা প্রবেশযোগ্য অবকাঠামোর অভাবে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ মৃত্যুবরণ করেন। যদিও প্রতিবন্ধী কারাবন্দির সংখ্যা কম তথাপিও তাদের জন্য কারাগার ও কারাবাসবিষয়ক সুবিধাদি খুবই অনুপযুক্ত।

২. মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো সেবার জন্য রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রায়শ মৃত্যুবরণ করেন। ঠিকভাবে খাবার ও ওষুধ দেয়া হয় না। যত্ন করা হয় না। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সেবাগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক বলে প্রায়ই বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করা হয়।

৩. প্রতিবন্ধিতার কারণে হত্যাকাণ্ড বা আত্মহত্যার প্ররোচনার ঘটনা ঘটে। এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ক)-এর লঙ্ঘন। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারণে নানা প্রকারের হয়রানি এবং জবরদস্তির শিকার হয়ে থাকে। ২০১০ সালে বগুড়া মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মধুসূদন চক্রবর্তী তার কথা বলার সীমাবদ্ধতার কারণে অন্যদের বিরক্তিকর আচরণ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

৪. আশ্রয়ের অভাবে জীবনের ঝুঁকি তৈরি হয়। এতেও জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মহামান্য হাইকোর্ট বিভিন্ন সময় বস্তি উচ্ছেদ মামলায় নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, জীবনের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবিকা এবং আশ্রয়ের অধিকার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের ওপর বাধ্যকরী। রাষ্ট্র বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে কোনো ব্যক্তিকে জোর করে স্থানান্তর করতে পারবে না। একইভাবে রাষ্ট্র যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও থেরাপির সেবা থেকে বঞ্চিত করে, তবে তা জীবনের অধিকারের লঙ্ঘনের শামিল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ক) নং ধারায় বর্ণিত বেঁচে থাকার অধিকারটি একই আইনের ১৬(১)(ট)তে উল্লিখিত নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকারের সাথে অনেকটা সম্পর্কিত। তাই এই দুটো অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারও প্রায় একই রকম হবে। এই দুটো অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেই একদিকে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারার আওতায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাবে।

বিকশিত হওয়ার অধিকার

বিকশিত হওয়া বলতে শারীরিক, মানসিক ও চিন্তার বিকাশকেই বোঝায়। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য মৌলিক চাহিদাসমূহ বিনোদন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং তথ্য প্রাপ্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিন্তা ও বিবেক তথা মানসিক বিকাশের কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী উপযোগী পদ্ধতিতে শিক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, সংস্কৃতি-চর্চা, খেলাধুলাসহ উল্লিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে বাধ্য। এ অধিকারসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে বৈষম্যহীনভাবে বা কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই ভোগ করতে পারে সেই নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে প্রদান

করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কোনো এজেন্সি যদি এ আধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তার অভিভাবক সংশ্লিষ্ট বৈষম্যকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী।

উদাহরণ-০১ : লালন-পালনে অসুবিধা হওয়ায় হত্যা করা হল প্রতিবন্ধী শিশু লাবিবকে

লাবিব হাসান রিয়েন ৫ (পাঁচ) বছর বয়সী বহুমুখী প্রতিবন্ধী শিশু। বুদ্ধি ও বাকপ্রতিবন্ধিতা ছিল এই শিশুটির। খিঁচুনিও ছিল। তাদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম দেয়ার কারণে লাবিবের মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে তার বাবা হাবিবুর রহমান। বাবা ও সৎ মায়ের সাথে লাবিব কুমিল্লাতে তার বাবার কর্মস্থলে বসবাস করত। লাবিবের প্রতিবন্ধিতার কারণে তাকে লালন-পালনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তার পরিবার। এ কারণে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ঘাতক পিতা। সে ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ইং তারিখ ঠাণ্ডা মাথায় চাকু দিয়ে লাবিবকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন করে। ঘাতক নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে আহত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার পর ময়মনসিংহ কারাগারে আটক রাখা হয়। ঘটনার পরদিন শিশুটির মা ফুলবাড়িয়া থানায় এজাহার দায়ের করেন। দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা হয়। হত্যাকারী দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে। পুলিশ সুরতহাল করেছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। ঘটনার চার মাস অতিবাহিত হলেও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন :

১. *উপজেলা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষাবিষয়ক কমিটি লাবিব হত্যা মামলাটি নিষ্পত্তির পূর্ব পর্যন্ত ফলোআপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কমিটি আর কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে?*

২. *ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন জমা না দিলে তাদের বিরুদ্ধে কি ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে?*

৩. *এ ঘটনায় পুলিশ, আইনজীবী ও বিচার প্রশাসন তথা আদালতের কী ভূমিকা রয়েছে?*

৪. *এ ঘটনায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ডিপিওসমূহের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কী কী হওয়া উচিত?*

সর্বক্ষেত্রে আইনী সমান স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা [ধারা ১৬(১)(খ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২ ও ১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(খ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১]

সিআরপিডির প্রকৃত খসড়াতে সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি ও বিচারগম্যতাকে একই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে জাতিসংঘে অনুমোদনের সময় এই দুটো অধিকারকে পৃথকভাবে ১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অবশ্য সিআরপিডির প্রকৃত খসড়ার আদলে দুটোকেই একই ধারা ১৬(১)(খ)তে উল্লেখ করে বলেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতার অধিকার থাকবে। পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে অধিকার দুটো পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

সমান আইনী স্বীকৃতি

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সর্বত্রই সমান আইনী স্বীকৃতি লাভের অধিকারী। তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের ন্যায় সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগের অধিকারী। বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭ অনুচ্ছেদে আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমতার কথা বলা থাকলেও সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতির কথা সরাসরি বলা হয়নি।

সমান আইনী স্বীকৃতি থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান আইনী সক্ষমতাও থাকবে। 'আইনী সক্ষমতা' বিষয়টি স্বাভাবিক ও আইনসৃষ্ট বা কৃত্রিম ব্যক্তি[৬] উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অধিকার উপভোগের জন্যে ব্যক্তির আইনী কর্তৃত্ব ও আইনী বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে অনেক ক্ষেত্রে আইনী সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানেও ভোটাধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারসহ অনেক বিষয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী স্বীকৃতি দেয়া হয়নি [অনু. ১২২]। চুক্তি আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কোনো প্রকার চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ একটি চুক্তি বিধায় এই ধর্মের অনুসারী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের আইনগত বৈধতা নেই। এ ধরনের আইন সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (খ) এর পরিপন্থী। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকারসহ যে সকল বিষয়ে সংবিধান নিজেই সমান আইনী স্বীকৃতির অধিকার রোধ করে রেখেছে, সেগুলো বাতিল বা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের সহযোগিতা ছাড়া নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, সে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কাউকে সাহায্যকারী নিয়োগের পরিবর্তে আদালত বা পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এমনভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন, যেন তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২ (৪)-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী কর্তৃত্বের রক্ষাকবচ প্রণয়নের কথা বলেছে। এ রক্ষাকবচ প্রণয়নের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে :

১। একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিরোধিতা করতে পারে এমন কোনো উপায়ে তার সম্পদ তার আইনানুগ অভিভাবক ব্যবহার করতে পারবে না;

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থের সাথে কোনো আইনানুগ অভিভাবক বা পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীর স্বার্থের সংঘাত হতে পারবে না। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থের কথা বিবেচনা করেও আইনানুগ অভিভাবক বা পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূলে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত থাকবেন।

৩। আইনগত অভিভাবক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখেন না। যেমন : একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি মনে করেন এমন কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, যে তার সম্পদ দেখাশোনা করতে পারবে, তাহলে উপজেলা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা-সংক্রান্ত কমিটি উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে বা অন্য কাউকে দিতে পারবে না।

---

৬ আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি দু'ধরনের হয়ে থাকে। আইনের ভাষায় মানুষ হল স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ন্যাচারাল পারসন। আরেক ধরনের ব্যক্তি রয়েছে যাদেরকে আইনের ভাষায় কৃত্রিম ব্যক্তি বলা হয়। আইনের দ্বারা কৃত্রিম ব্যক্তি সৃষ্টি করা যায়। যেমন : কোম্পানি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হল কৃত্রিম ব্যক্তি। এদের বিরুদ্ধেও মামলা করা যায় এবং এরাও অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

৪। কোনো মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গুরুতর ক্ষতির ঝুঁকি এড়ানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর বেশি 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব' প্রয়োগ করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠিক ঐ সময় পর্যন্ত আটকে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন।

৫। পাঁচ বছর আগে একজন আইনানুগ অভিভাবক নিযুক্ত হয়। এই পাঁচ বছরে তার দায়িত্ব কখনই আদালত দ্বারা পর্যালোচিত হয়নি। এমতাবস্থায় আদালতের তত্ত্বাবধান ব্যতীত একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন না।

অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রায়শ বলপূর্বক গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ, ওষুধ সেবনে বাধা, যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘস্থায়ী আটকাবস্থা, দীর্ঘমেয়াদি অনিচ্ছাকৃত হাসপাতালে ভর্তি রাখা, দত্তক গ্রহণ বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত করাসহ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

উদাহরণ-০২। আদালতের নির্দেশে বন্ধ হল বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সুচিতার গর্ভপাত; সুরক্ষিত হল আইনী স্বীকৃতির অধিকার।

ভারতের চণ্ডীগড় রাজ্যের সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি আশ্রয় কেন্দ্রের আশ্রিতা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সুচিতা শ্রীবাস্তব। সাত বছর বয়সে তার পরিবার তাকে রাস্তায় ফেলে যাওয়ার পর থেকে সে ঐ প্রতিষ্ঠানে আছে। একটু বড় হওয়ার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মচারী দ্বারাই সে বেশ কয়েকবার ধর্ষণের শিকার হয়। ক্রমাগত যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার ফলে ১৮ বছর বয়সে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যেহেতু মেয়েটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এবং তার অভিভাবক ছিল সরকার। তাই সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল তার মানসিক বয়স ৯ বছর বিধায় তার ভালোর জন্যই গর্ভপাত করানো জরুরি। গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার কর্মীদের বিরোধিতার জন্য তারা গর্ভপাত করতে পারেনি। এমতাবস্থায় সরকার পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে সুচিতার গর্ভপাত করানোর অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে রিপোর্ট প্রদান করার আদেশ দেয়। উক্ত কমিটির অনুসন্ধানে সুচিতা সন্তান নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানা গেলেও আদালত সরকারকে গর্ভপাত করানোর অনুমোদন দেয়। আদালত তার রায়ে জানায়, সরকার মেয়েটির অভিভাবক হিসেবে তার গর্ভপাত করতে পারে।

উক্ত রায়ে ভারতে ব্যাপক তোলপাড় হয় এবং ভারতের কিছু সমাজকর্মী উক্ত বিষয়ে কোর্টের মতামত চেয়ে আপীল করে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায়কে বাতিল ঘোষণা করে। আদালত উল্লেখ করে যে, 'মৃদু থেকে মধ্যম সত্তার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে, যদিও কখনো কখনো তাদের অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। পরিশেষে আদালত এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, তার আইনগত অভিভাবক হলেও রাষ্ট্র সুচিতার একান্ত নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না বরং তার সন্তান লালন-পালন করতে সহায়তা করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

প্রশ্ন :

১. *সুচিতা বাংলাদেশের নারী হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে সে কী কী প্রতিকার পেত? সরকারের বিরুদ্ধে কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধীনে ৩৬ ধারায় আবেদন করা বা মামলা করা যাবে?*

২. *বাংলাদেশের আইনে একমাত্র সন্তানসম্ভবা মায়ের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভপাত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি সংশ্লিষ্ট সরকারি লোকেরা শুধুমাত্র সরকারি টাকা বাঁচানোর জন্য সুচিতার গর্ভপাত ঘটাত তাহলে আপনি কি কোনো আইনগত পদক্ষেপ নিতেন?*

৩. *পুলিশ সরকারি লোকদের বিরুদ্ধে গর্ভপাতের চেষ্টা করার মামলা না দিতে চাইলে আপনি কী করবেন? অভিভাবকের মৃত্যুর পর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমসুযোগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন। সুচিতার নিজস্ব মতামত নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার বাবা-মা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন?*

বিচারগম্যতার অধিকার :

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৩ জানুয়ারি পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিচারপ্রাপ্তির জন্য অন্যান্যদের ন্যায় সমতার ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সিআরপিডি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য রাষ্ট্র 'পদ্ধতিগত এবং বয়স উপযোগী' সুবিধা প্রদান করবেন। এই সুবিধাসমূহ থানা, আদালত, আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। এই সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্র যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তদন্তসহ সকল বিচারিক কার্যধারায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন থানা এবং আদালত ভবনে প্রবেশ করতে পারে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আনীত ফৌজদারী মামলার এজাহার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে পুলিশ গ্রহণ করবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আনীত ফৌজদারী অভিযোগের বিষয়ে সাড়া দিয়ে পুলিশকে অনুসন্ধানের প্রতি যত্নবান হয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে হবে।
- মামলা শুনানির স্থান যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য না হয় তবে এমন স্থানে শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রবশে করতে পরবে।
- শুনানিসহ বিচারিক কার্যধারার সকল স্তরে যা ঘটবে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বোধগম্য হতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিকট বিচারিক তথ্য সরবরাহর জন্য ব্রেইল, ইশারাভাষা অনুবাদকের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ব্রেইল এবং ইশারাভাষা অনুবাদকের সহযোগিতা গ্রহণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের ১২ নং দফায় এ বিষয়ে রাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই তফসিল অনুযায়ী–

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- ঘরে-বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসহ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- নিরাপত্তা হেফাজতী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপযোগী 'সেইফ হোম'-এ রাখবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

- নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এই ক্ষেত্রে ভাষাগত যোগাযোগের প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

উদাহরণ-০৩ : ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিয়ে– বে-আইনী সালিশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হল বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী নাজিফা (ছদ্মনাম)।

রংপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে নাজিফা আক্তার (২৮)। সে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। পিতা-মাতা তাকে আত্মীয়ের বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে পাঠায়। একদিন বাড়িতে কেউ না থাকায় কৌশলে ষাট বছর বয়সী গৃহকর্তা মনছুর আলী তাকে ধর্ষণ করে এবং সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এই ঘটনা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবন্ধী নারীদের একটি ডিপিওর নেত্রী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। চেয়ারম্যান এই বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি সালিশ ডাকেন। সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনছুর আলী নাজিফাকে বিয়ে করে বৈধ স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কিছুদিন পরে সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। প্রতিবন্ধী নারীনেত্রীরা বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে আবার জানান। সমাধানের জন্য তাকে চাপ প্রয়োগ করেন। এর পর প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পর্যায়ের একটি সংস্থার নেতৃবৃন্দ নাজিফার বাড়িতে যান এবং ঘটনার বিস্তারিত শোনেন। তারা স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সালিশের মাধ্যমে এর সমাধান দিতে বলেন। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা নাজিফার ন্যায়বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে জানান। চেয়ারম্যান মনসুর আলীকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন পরবর্তীতে মনসুর আলী মুসলিম শরিয়ত অনুযায়ী নাজিফাকে ১ লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। নাজিফাকে ৫ শতক জায়গা লিখে দেয়। বর্তমানে নাজিফা এবং তার সন্তান মনছুর আলীর বাড়িতে থাকেন। প্রতিবন্ধী নেত্রীবৃন্দ মনে করছেন নাজিফা ন্যায়বিচার পেয়েছে।

<u>প্রশ্ন :</u>

১। *নাজিফা কি সত্যিই ন্যায়বিচার পেয়েছে?*

২। *ধর্ষণের বিষয়ে সালিশ যে আইন সম্মত নয় সেটি চেয়ারম্যানসহ ডিপিও নেতৃবৃন্দ যদি জানতেন তাহলে কি তারা সালিশ করতেন?*

৩। *ধর্ষণকারীর সাথে ধর্ষণে স্বীকার নারীর বিয়ে কি আইনসম্মত?*

৪। *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী অধিকার লাভে বাধা দেয়ার অভিযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭/(১) ধারায় কি সংশ্লিষ্ট ডিপিওকে দায়ী করা যাবে।*

৫। *ধর্ষণের ঘটনা সালিশে মীমাংসা করা হলে সমাজে এর কি খারাপ প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন?*

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার [(ধারা ১৬(১)(গ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ [১২(৫), প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(গ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(গ)তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার থাকবে। একইভাবে সিঅরপিডির অনুচ্ছেদ ১২(৫) এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদের মালিকানা অর্জন ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২-এ বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং অন্যভাবে সম্পত্তি বিলি-বণ্টনের অধিকার থাকবে।

উত্তরাধিকার একটি জন্মগত অধিকার। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে বুদ্ধি অথবা মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন মেটানোর প্রথম আর্থিক অবলম্বন হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। উত্তরাধিকার প্রাপ্তি এবং সম্পত্তির মালিকানার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের আর্থিক বিষয়গুলোতে নিয়ন্ত্রণের অধিকার, ব্যাংক লোন পাওয়ার ব্যাপারে অন্য সবার সাথে সমান সুযোগ থাকা এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সিআরপিডি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানের সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উত্তরাধিকার ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে না। কিন্তু হিন্দু আইন মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা ছিল। যার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা-মাতা বা অনান্য মৃত স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। পরবর্তীতে এ বাধা অপসারণ করা হয়। তথাপি উত্তরাধিকার সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ও আইন সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রায়শই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হলেও বাস্তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী নারীরা উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বেলায় বেশি মাত্রায় বৈষম্যের ঝুঁকিতে থাকে। বিবাহজনিত কারণে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশের চেয়েও কম সম্পদ দেওয়া হয়। উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি বণ্টনের বেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২(৫) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(গ) -এর পরিপন্থী।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অর্থনৈতিক শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে অনেকে অভিভাবকত্বের অজুহাতে কিংবা অন্য কোনো বৈধ বা অবৈধ পথে অনেক সময় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদ আত্মসাতের চেষ্টা করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭ (২) ধারা অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্র প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের দায়ে দোষী ব্যক্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডিত হতে পারেন। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদনও করা যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা প্রতিরোধ করতে হলে এই সকল আইনে বেশি বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উদাহরণ-০৪ : প্রতিবন্ধিতার কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল শিরিন (ছদ্মনাম)

শিরিন একজন গুরুতর অটিজম প্রতিবন্ধিতার শিকার নারী। বর্তমানে তার বয়স ২৫ বছর। পরিবারের সাথে থাকেন গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায়। তার বাবা একজন নামকরা ডাক্তার এবং সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তি। ডা. আহমেদ নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। ডাক্তার সাহেবের সম্পদের ভাগ কীভাবে শিরিন পাবে ও ভোগ করবে সে বিষয়ে তিনি সবসময় চিন্তিত থাকেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণীত হবার পর তিনি জানতে পারেন, এই আইনের ১৬ ও ২৫নং ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি জানতে পারেন কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা অন্যান্য সূত্র সম্পত্তির মালিক হলে সেই সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব সরাসরি উপজেলা কমিটির নিকট চলে যাবে। তার আশঙ্কা তৈরি হয় যে, তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পদ পাবে, সেটা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট চলে গেলে কমিটির সদস্যরা সেই সম্পদের অপব্যবহার করবেন। তিনি এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য একজন আইনজীবীর শরণাপন্ন হন। আইনজীবী তাকে বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবার তথা অভিভাবকগণ না চাইলে বা কমিটির নিকট আবেদন না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব উপজেলা কমিটির নিকট যাবে না। এমনকি কমিটির নিকট সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হলেও তারা যথেচ্ছভাবে সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু শিরিনের বাবা আইনজীবীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না। আইনজীবী বিকল্প পরামর্শ হিসেবে বলেন, চাইলে মেয়ে যতটুকু অংশ পাবে, সেটুকু মেয়ের নামে ট্রাস্ট করতে পারেন। এই পরামর্শেও শিরিনের পিতা সন্তুষ্ট হলেন না। প্রতিবন্ধী মেয়ে শিরিনকে সম্পদ না দিয়ে তিনি অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন :

১। *প্রতিবন্ধী হলেই কি তার সম্পদ উপজেলা বা শহর সুরক্ষা কমিটির নিকট চলে যাবে?*

২। *উপজেলা কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব কীভাবে পেতে পারে?*

৩। *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব লাভের পর কমিটি সম্পদের অপব্যবহার করছে কিনা তা নির্দিষ্ট করতে আইনে কী বিধান রাখা হয়েছে?*

৪। *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার নিয়ে যে ভুল ধারণাগুলো রয়েছে সেগুলো কী কী?*

৫। *শিরিনের পিতার জন্য আপনার পরামর্শ কী?*

স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঘ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্য প্রক্রিয়ার অধিকার তথা মৌলিক অধিকার ভোগ করতে যেসব নির্দিষ্ট বাধার সম্মুখীন হন, সেসব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতা প্রভৃতি বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে ধারা ১৬(১)(ঘ)তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন, তথ্য গ্রহণ এবং তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য সবার সাথে সমান অধিকার থাকবে। ওয়েবসাইট ব্যবহার, ট্রেন ও বাস ছেড়ে যাওয়া এবং ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্য প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে।
- তথ্য গ্রহণ, প্রাপ্তি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পছন্দ অনুসারে যোগাযোগের অধিকার থাকবে।
- ইলেকট্রনিক এবং জরুরি সেবাপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে।

সিআরপিডিতে কিছু যোগাযোগের সুরক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন : কথ্য ও ইশারাভাষা, দৃশ্যমান লেখা, ব্রেইল, টেকটাইল কমিউনিকেশন, বড় আকারের প্রিন্ট, ব্যবহারযোগ্য মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পছন্দ করে না এমন পদ্ধতিতে যদি যোগাযোগ করতে বাধ্য করা হয় তবে তা সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের লঙ্ঘন হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনসম্মুখে বক্তব্য দানের সুযোগ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানানো অথবা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা আইনের লঙ্ঘন। সরকারিভাবে পর্যাপ্ত তথ্য উক্ত ফরমেটে প্রদানের ব্যর্থতা সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হবে। শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি যোগাযোগের জন্য ইশারাভাষা ব্যবহার করেন, তাহলে তাকে যোগাযোগের জন্য লিখিত নোট ব্যবহার করতে বাধ্য করা যাবে না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(থ)তে শুধুমাত্র শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আর সে কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ)-এর বিষয়বস্তু থেকে ধারা ১৬(১)(থ)-এর বিষয়বস্তু আলাদা। এই অংশ প্রাথমিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই ইশারাভাষা অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত না।

সুতরাং অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর ধারা ১৬ (১) (ঘ)-এর ব্যাখ্যা এমনভাবে করতে হবে, যাতে করে একজন প্রতিবন্ধী অন্য সবার মতো সমতার ভিত্তিতে এবং খরচ নির্বিশেষে তথ্যে প্রবেশাধিকার পায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিন্তা এবং মানসিক বিকাশের জন্য স্বাধীন অভিব্যক্তি, মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও অবাদে অন্যের বিনা হস্তক্ষেপে এই অধিকারসমূহ উপভোগের অধিকারী।

উদাহরণ-০৫ : জামানকে (ছদ্মনাম) এটিএম কার্ড দিল না একটি বেসরকারি ব্যাংক

জামান একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। একটি বেসরকারি ব্যাংকে তিনি একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন। তার বিভিন্ন আয় থেকে সঞ্চিত অর্থ তিনি এই অ্যাকাউন্টে জমা করেন। জরুরি প্রয়োজনে টাকা উঠাতে হলেও তাকে ব্যাংক খোলার দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, কারণ তার এটিএম কার্ড ছিল না। তার বন্ধু ঐ একই ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন এবং তিনি উক্ত ব্যাংক থেকে একটি এটিএম কার্ড সংগ্রহ করেছেন। জামান নিজেও এটিএম কার্ডের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে এটিএম কার্ড দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে জানায়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার কারণে তার এটিএম কার্ড ব্যবহার নিরাপদ নয়। তিনি এটিএম কার্ড নিলে

সহজেই জালিয়াতির শিকার হতে পারেন এবং এর দায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাতে পারে। ব্যাংক আরো জানায়, তাদের এটিএম বুথগুলোতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অপারেটিং সিস্টেমে শব্দ ব্যবস্থা নেই ফলে জামান এটিএম কার্ড পেলেও তাদের বুথ ব্যবহার করতে পারবে না।

প্রশ্ন :

১। *ব্যাংকটি কি জামানকে এটিএম কার্ড প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারে? ব্যাংকের এটিএম বুথগুলো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে কি?*

২। *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী জামান কী কী প্রতিকার পেতে পারেন? তিনি কি আইনী প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটিকে এটিএম কার্ড ইস্যু করতে বাধ্য করতে পারেন?*

৩। *৩৬ ধারায় আবেদন না করেও তিনি কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটি বা এর সদস্যদের এটিএম কার্ড লাভের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন?*

মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন [ধারা ১৬(১)(ঙ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯ এবং ২৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১)(ঙ)]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির 'মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এই অধিকারগুলোর কোনো সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ নেই। সুতরাং সিআরপিডির আলোকে এই অধিকারগুলো বোঝা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঙ) ধারায় দৃশ্যত সিআরপিডির ১৯ এবং ২৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারগুলোকে সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৯ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা এবং সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার'-এর স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অনুচ্ছেদ ২৩ গৃহ ও পরিবার গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। যেহেতু এই দুটি অনুচ্ছেদ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু ধারাবাহিকভাবে নিচে এই দুটি অনুচ্ছেদের পর আলোচনা করা হলো।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ)-এর প্রথম অংশের প্রদত্ত বক্তব্য 'সমাজে বসবাস' সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯-এর প্রদত্ত বক্তব্য সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকারকে প্রতিধ্বনিত করে। অনুচ্ছেদ ১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী বসবাসের জন্য আবাসস্থল বেছে নেওয়ার অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করে। এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসে বাধ্য করা যাবে না। যেমন কোনো মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার চিকিৎসার জন্য পাবনা মানসিক হাসপাতালের মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বসবাসের জন্য বাধ্য করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই অধিকারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় পছন্দ নির্ধারণ, জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং জীবনের বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এই অধিকার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা লাভের অধিকার তাদের রয়েছে। শুধুমাত্র তারা কোথায় বসবাস করবে, সেটিই নির্ধারণ করা তাদের অধিকার নয়[৭]। প্রকৃতপক্ষে অনুচ্ছেদ ১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচি নির্ধারণ এবং তা অনুসরণের পাশাপাশি তাদের জীবনধারাবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা প্রাত্যহিক এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরিবার, পরিচর্যাকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহ কখনো কখনো ব্যক্তির অধিকারকে সীমিত এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অধিকন্তু অনুচ্ছেদ ১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির

৭ অনুচ্ছেদ ১৯ এর উপর সিআরপিডি কমিটির সাধারণ মন্তব্য ইউ এন ডক সিআরপিডি/সি/ডি/সিএ/৫/ অনুচ্ছেদ ১৬(১) (২০১৭)।

জন্য পছন্দ করার মতো সুযোগ থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও অনুচ্ছেদ ১৯ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করে। সমাজে অন্তর্ভুক্তকরণ অর্থ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে গৃহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকারকেও বুঝায় না।

সিআরপিডি কমিটির অনুচ্ছেদ ১৯-এর ওপর সাধারণ মন্তব্যের বর্ণনায় দেখা যায়, অনুচ্ছেদ ১৯-এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অপূর্ণতা রয়েছে। এ অপূর্ণতাগুলো তৈরি হয়েছে অনুচ্ছেদটি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা থেকে। প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো :

- ‘সমাজের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা এবং বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অভাব।
- অপর্যাপ্ত আইনী কাঠামো এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষের জন্য ব্যক্তিগত সাহায্যের লক্ষ্যে বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকা।
- নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, অপবাদ, বদ্ধমূল সামাজিক ধারণা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রচলিত সেবাসমূহ গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এবং
- প্রাপ্য সেবা এবং সুবিধাসমূহ অপর্যাপ্ত, অগ্রহণযোগ্য, ব্যয়বহুল, ব্যবহার অযোগ্য এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। যেমন : পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণস্থাপনা, ভবন, নাটক, চলচ্চিত্র, পণ্যসামগ্রী, সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য না হওয়া।

সুতরাং বিদ্যমান এ সকল বাধাসমূহ সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯ কে যেমন লঙ্ঘন করছে, তেমনি অনুরূপভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এরং সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ)কেও লঙ্ঘন করে।

সিআরপিডিতে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্মগত মর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ) খানিকটা ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। এ ধারা পাঠ করে এমন ধারণা জন্মে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিশু এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যের ওপর নির্ভরশীল মনে করা সিআরপিডির মুক্তকামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংঘাতপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সিআরপিডির পক্ষরাষ্ট্রগুলোতে একটি সাধারণ ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এই বদ্ধমূল সামাজিক ভুল ধারণাটি হচ্ছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজ এবং রাষ্ট্রের কার্যকর পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হতে পারে না বরং তারা জন্মগতভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত আইনজীবীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঙ) ধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। কেননা এই ধারায় ব্যবহৃত ভাষা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধমূল সামাজিক ভুল ধারণাকে শক্তিশালী করতে পারে। একই সাথে এটি সিআরপিডিতে স্বীকৃত স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে দুর্বল করে দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ধারা ১৬(১)(ঙ)-এর প্রথম অংশকে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯-এর সাথে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ) এর দ্বিতীয় অংশ সিআরপিডি'র ২৩ অনুচ্ছেদকে অনুসরণ করে, যেখানে প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক, পরিবার গঠন এবং পিতৃত্বসহ সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ)-এর দ্বিতীয় অংশকে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন আইনী অধিকারগুলো রক্ষা করা যায় :

ক) বিবাহযোগ্য সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পছন্দসই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তান জন্মদানের অধিকার রয়েছে।

খ) প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই সন্তান জন্মদান এবং তাদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এবং

গ) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই অন্যদের ন্যায় সমতার ভিত্তিতে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উর্বরতা রক্ষার অধিকারী, যদিও প্রায়ই দেখা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা বা তাদের আইনানুগ অভিভাবকেরা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উর্বরতা অপসারণের জন্য চেষ্টা করে, বিশেষ করে নারী ও উঠতি বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি পরিলক্ষিত হয়। এই ভয় থেকে এটা করা হয় যে, তারা সন্তানের পরিচর্যা করতে সক্ষম হবে না।

বদ্ধমূল কিছু সামাজিক ধারণা এবং সংকীর্ণতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুযোগগুলোকে হরণ করে। তার জন্য ক্ষতি সাধন করে। এমনকি মহামান্য হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে দেখা যায়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং বিচারকরাও সহজেই এই সংকীর্ণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সামাজিক কুৎসা যুক্ত হয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপাদানগুলো প্রকাশের সুযোগ বিনষ্ট হয়েছে। একটি মামলার সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায়, জনৈক মিস শ্রীবাস্তব সন্তান প্রসবের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে তার মতামত ব্যক্ত করেছিল। এ কারণে আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে বলেন, 'অন্যান্য বিষয় যেমন : যৌনক্রিয়া সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান, পূর্ণমেয়াদ পর্যন্ত গর্ভধারণ এবং মাতৃত্বকালীন দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকা সত্ত্বেও তার প্রজনন-সংক্রান্ত পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।' (পৃষ্ঠা ৪৪-এর উদাহরণ ২ দেখুন)।

একটি মামলায় আদালত সিআরপিডির আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা অথবা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, পরিবার গঠন, পিতৃত্ব এবং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তার পছন্দকে উপেক্ষা করা নিষিদ্ধ।

পরিশেষে বলা যায়, সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৩ পিতা-মাতা এবং প্রতিবন্ধী শিশু উভয়ের অধিকারই রক্ষা করে। অতএব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ)কে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে করে এ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের সন্তানদের সাথে পরিবারে বসবাসের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে তাদের সন্তানদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করা যাবে না। অধিকন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার। অনুরূপভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার অধিকার রয়েছে। এর পরিবর্তে পক্ষরাষ্ট্রগুলোকে বৃহত্তর পরিবারের আওতায় বিকল্প যত্ন প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এটি ব্যর্থ হলে সমাজের মধ্যেই পরিবারভিত্তিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণ-০৬ : পরিবারের সদস্যরা ভুয়া ঠিকানা দিয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের ফেলে যায় পাবনা মানসিক হাসপাতালে।

৩৩ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর তারিখে পরিবারের সদস্যরা পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে মাহবুব আনোয়ারকে। হাসপাতালের সেবায় দ্রুতই সুস্থ হয়ে ওঠে মাহবুব। কিন্তু তাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হলে জানা যায়, যে ঠিকানা লিখে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল, সেটা ভুয়া। ঠিকানাহীন মাহবুবকে আর পরিবারে ফেরত পাঠাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। সুস্থ হয়েও মাহবুব ২১ বছরে হাসপাতালে কাটিয়ে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে হাসপাতালেই ইন্তেকাল করে। এমনকি তাকে দাফনও করা হয় এই হাসপাতালে। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ১০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, পাবনা মানসিক হাসপাতালে ২১ জনের বেশি রোগী রয়েছে, যারা পরিবারে ফিরে যাবার মতো সুস্থতা অর্জন করলেও পরিবারের সদস্যদের অনীহার কারণে তাদের হাসপাতালেই থাকতে হচ্ছে। এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে একটি আইন সহায়তা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসাবিষয়ক প্রচলিত আইনসমূহ নিয়ে একটি গবেষণা করা হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান আইনের দুর্বলতা খুঁজে বের করা। যে কারণে চিকিৎসা কেন্দ্রটি আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তাও অনুসন্ধান করা হয়। একজন আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী হাসপাতালে সরেজমিনে অনুসন্ধান করেও পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা দেখতে পান।

প্রশ্ন :

১। *মাহবুবকে তার পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ভুল ঠিকানা দিয়ে ফেলে যাওয়ায় তার কী কী অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে?*

২। *উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে যদি মাহবুবের মতো কাউকে মানসিক হাসপতালে ফেলে রাখা হয় তাহলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কী কী প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে?*

৩। *রোগী ভর্তির পূর্বে কী কী পদক্ষেপ দেয়া হলে ভুল ঠিকানা দিয়ে কাউকে হাসপাতালে ফেলে যাওয়া যাবে না?*

৪। *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী পাবনা হাসপাতালে আটকেপড়া বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কোনো দায়িত্ব রাষ্ট্র, স্থানীয় সুরক্ষা কমিটি বা হাসপতাল কর্তৃপক্ষের রয়েছে কি?*

প্রবেশগম্যতা [ধারা ১৬ (১) (চ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৯ ও ২০; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২ (১৩), ১৬ (১) (চ), ৩২ ও ৩৪: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের দফা ৫, ৬ ও ৭ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ ও ৩৬]

প্রবেশগম্যতার অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবেশগম্যতা না থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রায় সকল অধিকার বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান সরাসরি প্রবেশগম্যতায় বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে সাংবিধানিকভাবে সমতার অধিকার (অনুঃ ২৭) বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সকলের সাথে সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করার বাধ্যকরী দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সংবিধানের ৩৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবাধে চলাচলের অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার। মুক্ত চলাচল ও সমানাধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা যদি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামনে চলে আসে, তাহলে তা অপসারণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। প্রবেশগম্যতার অভাবে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সেটা বৈষম্য হিসেবে গণ্য হবে।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৯ এবং ২০-এ প্রবেশগম্যতা প্রত্যয়টির উল্লেখ রয়েছে। এই সনদের আলোকে প্রণীত উল্লিখিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২ (১৩)তে প্রবেশগম্যতা বলতে কী বুঝায় তা আলোচনা করা হয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী প্রবেশগম্যতা বলতে ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্ত সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মতো প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকারকে বুঝায়।

প্রবেশগম্যতা বলতে অনেকে শুধু রাস্তাঘাট বা দালানের প্রবেশগমত্যাকে বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাপ্তি ও অর্থ অনেক বড়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য তার বইগুলো অডিও ভার্সনে প্রদান করলে তার শেখার বিষয়টি সহজ হয়। ব্রেইল বই সরবরাহ করাও প্রবেশগম্যতার বিষয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস, লঞ্চ, ট্রেন, বিমানসহ সকল ধরনের গণপরিবহনের[৮] মালিক বা কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ পরিবহনের মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখবেন। এই ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত যে কোনো একটি কাজের জন্য কমিটি উক্ত পরিবহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারবে;

- যানবাহন ৫% আসন সংরক্ষণ না করলে,
- পরিবহনের চালক, সুপারভাইজার বা কন্ডাক্টর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংরক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করতে সহায়তা না করলে,
- আসন গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করলে।

৩৪ ধারায় গণস্থাপনায়[৯] প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করর জন্য ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ ও এর বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এ ধারায় আরো বলা হয়েছে, আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সর্বসাধারণ গমন করে এমন সকল গণস্থাপনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়োজন, চলাচল ও ব্যবসার উপযোগী করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশগম্যতার বিষয়ে প্রচলিত আইনী বিধানগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না বিধায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নির্মাণ আইনসমূহের বাস্তবায়ন দেখভাল করার কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেই। ২০১০ সালে একটি যুগান্তকারী রায়ে হাইকোর্ট ইমারত নির্মাণ আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশ প্রদান করলেও অদ্যাবধি তা গঠন করা হয়নি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের ৫, ৬ ও ৭নং দফায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং চলাচলের বিষয়ে রাষ্ট্রের করণীয় ও গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার অধিকার অনেকটাই নিশ্চিত হতে পারে।

উদাহরণ-০৭ গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতা নেই বলে সেবা থেকে বঞ্চিত হন সাইদুর

এসএম সাইদুর রহমান (ছদ্মনাম)। একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। সাইদুর তার প্রতিবন্ধতাকে

---

৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গণপরিবহন বলতে ভাড়ার বিনিময়ে যে সকল যানবাহন স্থল, জল বা আকাশপথে চলাচল করে সে সকল সাধারণ পরিবহনকে বুঝায়।

৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গণস্থাপনা বলতে সর্বসাধারণ গমন বা চলাচল করে এমন সকল সরকারি ও বেসরকারি ইমারত বা ভবন, পার্ক, স্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল ও সড়ককে বুঝায়।

জয় করে ইংরেজি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি তার এলাকার স্থানীয় একটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাবনা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার কার্যালয় বহুতল ভবনে স্থাপিত হয়েছে। প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো যেমন– র‍্যাম্প বা লিফট না থাকায় এ সকল ভবনে গিয়ে মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণসহ দাপ্তরিক কাজে অংশগ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। প্রবেশগম্যতার অভাবে তিনি নিজে উপস্থিত হতে পারেন না বলে অন্য কাউকে দিয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করাতে হয়। এ কারণে তিনি অসহায়ত্ববোধ করেন।

সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী নাগরিকের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মাণকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, সরকারি-বেসরকারি ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলাচলের জন্য তেমন কোনো উপযোগী ব্যবস্থা নেই। অথচ নাগরিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এগুলোতে প্রবেশের প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন, 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারকে গুরুত্বারোপ করা জরুরি; এবং ভৌত অবকাঠামোগুলোতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে প্রতিবন্ধীবান্ধব চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।'

প্রশ্ন :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কোনো অপ্রবেশগম্য স্থাপনা থাকবার কোনো সুযোগ রয়েছে?*

২. *গণস্থাপনায় প্রবেশের অক্ষমতা কীভাবে সাইদুরের গণজীবনে কার্যকর অংশগ্রহণের সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে?*

৩. *গণস্থাপনাগুলো প্রবেশগম্য করতে অনেক টাকার দরকার– এই যুক্তিতে কি স্থাপনাগুলোকে সংস্কার না করে ফেলে রাখা যাবে? যতদিন পর্যন্ত স্থাপনাগুলো প্রবেশগম্য না হবে, ততদিন কি সাইদুরের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভাগুলো প্রবেশগম্য স্থানে আয়োজনে বাধ্য করা যাবে?– আপনার পরামর্শ কী?*

৪. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিকে কীভাবে সাইদুরের জন্য নিজ এলাকার সরকারি অফিস ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে?*

৫. *বেসরকারি আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা ও ডিপিওসমূহ কীভাবে সাইদুরকে নিজের কমিউনিটিতে প্রবেশগম্য স্থাপনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে?*

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ছ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ছ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৯, ২৮]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯-এ স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১১তে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং ১৯ অনুচ্ছেদে সুযোগের সমতা এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। এ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী,

অ্যাবিলিস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এনজিডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আইজিএ সহায়তায় সফলভাবে কবুতর পালন করছেন মোছা. সেলিনা খাতুন

বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

সিআরপিডির আলোকে প্রণীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ছ)তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রতিবন্ধিতার কারণে উপরোল্লিখিত অধিকারসমূহ উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা প্রদান, বৈষম্য প্রদর্শন কিংবা এই সকল অধিকার উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হলে এই আইনের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।

বাংলাদেশে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। যেমন : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২- এ একটি ধারা যুক্ত করে রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর সংখ্যা কমপক্ষে ২৫% রাখার বিধান চালু করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারগুলোকে বিভিন্ন পদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য আনুপাতিক হারে পদ বরাদ্দ করার কথা বলা হয়নি বিধায় প্রতিবন্ধী নারীগণের প্রতিনিধিত্বও যেমন নেই তেমনি কার্যকর অংশগ্রহণও নেই।

উদাহরণ-৮ : পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বঞ্চিত চায়না (ছদ্মনাম)

প্রতিবন্ধিতার বেড়াজালে আবদ্ধ জামালপুরের শারীরিক প্রতিবন্ধী চায়নার জীবন। প্রতিবন্ধী হবার কারণে ছোটবেলা থেকেই চায়নাকে বেশিরভাগ সময় বাড়িতে রাখা হতো যার ফলে তার কোনো বন্ধু তৈরি হয়নি। বাইরে বের হলে সবাই তাকে তার নাম না ডেকে 'ল্যাংড়া' বলে সম্বোধন করে। কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিবারের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হলেও তাকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। এতে সে খুব কষ্ট পায় এবং বিড়ম্বনা এড়াতে সে ঘরেই অন্তরীণ থাকে। এক কথায় পারিপার্শ্বিকতা তাকে গৃহবন্দি থাকতে বাধ্য করছে।

প্রতিবন্ধী হবার কারণে চায়না সমাজের সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। চায়নার বিয়ে হয়েছে কিন্তু সে স্বামীর বাড়িতে যেতে পারেনি। ভ্যানচালক স্বামীর সাথে সে তার মায়ের বাড়িতেই থাকে। অথচ চায়নার অন্য বোনেরা সবাই স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। সেও তার স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি অথবা স্বাধীনভাবে আলাদা থাকতে পছন্দ করে; কিন্তু তার সে সুযোগ নেই।

চায়না তার স্বামী ও মায়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সে তার নিজের ব্যাপারে স্বামীর সাথে জোর গলায় কিছু বলতে পারে না, তার সে সাহসই নেই। সে ভয় পায়, যদি তার স্বামী রাগ করে তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন কে তার দায়িত্ব নেবে? তার বাবা নেই আর মা একা সবকিছু কীভাবে সামলাবে– চায়নার মধ্যে সবসময় এ দুশ্চিন্তা কাজ করে।

সাক্ষাৎকারে চায়না জানায়, 'প্রতিবন্ধী মানুষের নিজের অধিকার ভোগ করার সুযোগ নেই। কেউ প্রতিবন্ধী মানুষের অনুভূতি ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় না। আমাদের কিছু বলার আছে– এরা কেউ শুনতে চায় না'।

তাই সে সেলফ অ্যাডভোকেসি দলে যোগ দিতে পেরে খুব খুশি। এজন্য যারা সেলফ অ্যাডভোকেসি দল তৈরি করতে সাহায্য করেছে, তাদের কাছে সে ঋণী। তারাই তার স্বামী ও মাকে বুঝিয়েছে এবং সে দলে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে।

চায়না ভাবে, তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকলেও সে তো একজন মানুষ। অথচ তার সাথে সবাই কেন এ ধরনের আচরণ করে? কেন এত অপমান, অবহেলা? মানুষ হিসেবে তার কি কোনো অধিকার নেই? কেন সে তার নিজের জীবন নিজে পরিচালনা করতে পারে না?

প্রশ্ন :

১. *বিয়ের দাওয়াতে চায়নাকে আমন্ত্রণ না করা কি তার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার ক্ষুণ্ন করে? এ ক্ষেত্রে সে ৩৬ ধারায় আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?*

২. *৩৬ ধারায় আবেদন ছাড়া আপনি আর কী কী বিকল্প প্রতিকার ভাবছেন? সালিশ কি একটি প্রতিকারের মাধ্যম হতে পারে? ৩৬ ধারায় আবেদন না করেও কীভাবে কমিটিকে আপনি সম্পৃক্ত করতে পারেন?*

৩. *চায়নার পরিবারকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিতে উপদেশ দেবেন? এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কি একটি অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে?*

৪. *চায়না কীভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?*

৫. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামত প্রদানের সুযোগের অভাব বা মতামত প্রত্যাখ্যাত হলে তাদের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?*

শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষার অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(জ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৪, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(জ), ১৬(২)(১), ৩৩, ৩৬ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক), ১৭, ১৯, ২৭, ২৮(১), ২৮(৩), ২৮(৪)]

অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুযায়ী রাষ্ট্র নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। অনুচ্ছেদ ১৭ মোতাবেক রাষ্ট্র নিরক্ষরতা দূর করতে একই পদ্ধতির গণমুখী, সার্বজনীন এবং সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার নিশ্চয়তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ২৮ অনুচ্ছেদে একদিকে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে বিশেষ সুবিধা যেমন : কোটা ইত্যাদি প্রদানের সুযোগ দিয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(জ) অনুযায়ী সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষার অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। ১৬(২) ধারা অনুযায়ী কোনো, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে শিক্ষার অধিকার বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। একই আইনের ধারা ৩৩ সুস্পষ্টভাবে শিক্ষ াপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৪-এ বলা হয়েছে, শিক্ষার সকল স্তরে রাষ্ট্র একীভূত, সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। সিআরপিডি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অনুচ্ছেদ ২৪-এর ওপর সাধারণ মন্তব্য থেকে বুঝা যায় এ অনুচ্ছেদের ব্যাপ্তি ও পরিধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) (জ)নং ধারার তুলনায় অনেক বড়। সিআরপিডি কমিটির সাধারণ মন্তব্যে বলা হয়েছে :

১. দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে ব্রেইল, বিকল্প স্ক্রিপ্ট, সংযোজনী, বিকল্প ব্যবস্থা, যোগাযোগের উপায় এবং বিন্যাস, পাশাপাশি অভিযোজন এবং গতিশীলতার দক্ষতা শেখার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২. বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ইশারাভাষা শেখার সুযোগ দিতে হবে।

৩. দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ এবং ডেফ-ব্লাইন্ড প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম ও পদ্ধতি শেখার সুযোগ দিতে হবে।

৪. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ-সরল ভাষায় এবং দৃষ্টিসহায়ক শেখার উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, যা জীবিকা এবং বৃত্তিমূলক প্রসঙ্গগুলির জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করবে।

শিক্ষার সুযোগ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার সকল স্তরেই থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে' শিক্ষার অধিকারের কথা বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকারকে খানিকটা সংকুচিত বা শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু সিআরপিডি কমিটির অনুচ্ছেদ ২৪-এর ওপর সাধারণ মন্তব্য অনুযায়ী :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ। কোনো কোনো বিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রার ভিত্তিতে ভর্তির বিষয়টি বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সীমিত করে থাকে। যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি 'ব্যক্তিগত সম্ভাব্যতার' ওপর নির্ভর করে বা যখন প্রতিবন্ধী ছাত্রদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির অনুপযুক্ত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তখন সিআরপিডির বিধানের ব্যত্যয় ঘটে।
- সম্পদ ও আর্থিক সংকটের অজুহাতে একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ব্যর্থতা অনুচ্ছেদ ২৪-এর লঙ্ঘন ঘটায়।

একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে সিআরপিডি কমিটির সাধারণ মন্তব্যে বলা হয়েছে :

- যখন কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ক্ষেত্রে/প্রতিষ্ঠানে/ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাধা প্রদান করা হয় বা ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয় তখনই প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটে;

- যখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের থেকে ভিন্ন পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা হয় তখন পৃথকীকরণ ঘটে;

- মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একই প্রতিষ্ঠানে রেখে পৃথকভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকেই ইন্টিগ্রেশন বলা হয়;

- অন্তর্ভুক্তি মানে হল শিক্ষাগত বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি, কাঠামো এবং কৌশল সম্পর্কে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে পদ্ধতিগত সংস্কার করা, যাতে উপযুক্ত এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের সাথে প্রাসঙ্গিক বয়স বিবেচনায় সকল ছাত্রকে একইভাবে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়। সংগঠনিক ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ ও শেখার কৌশলসমূহের পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন করা না হলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সাথে রেখে শিক্ষার সুযোগ দিলেই সেটা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হয় না। উপরন্তু, ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা থেকে একীভূত ব্যবস্থায় স্থানান্তরের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

বাংলাদেশে এখনো মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার খুবই কম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়া এবং প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক দক্ষ শিক্ষকের অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সাথে প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে ভর্তি না করার মতো অভিযোগও শোনা যায়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে অনেক জটিল অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

ভারতের একটি মামলার ঘটনা থেকে জানা যায়, মামলার বাদী পোলিও আক্রান্ত হওয়ায় ৫০% চলনজনিত প্রতিবন্ধিতা ছিল। মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে পঞ্চম স্থান অর্জন করে। কিন্তু মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ৩% আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করাতে অস্বীকৃতি জানায়। উক্ত পরীক্ষায় মোট আসন ১২৫৫-এর বিপরীতে ৩% হারে ৩৯টি আসন সংরক্ষণ থাকার পরেও তাকে ভর্তি না করার সিদ্ধান্তের বিপরীতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ শুনানীতে অংশগ্রহণ করে বলেন, তামিলনাড়ু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস সিডিউল কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবাল অ্যাক্ট ১৯৯৩ প্রতিবন্ধীদের ভর্তির জন্য কোনো আসন সংরক্ষণের কথা বলেনি। হাইকোর্ট তাদের যুক্তিকে গ্রহণ না করে বলেন, প্রতিবন্ধী আইনের ধারা ৩৯ অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ৩% আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর সেই আইনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আসন সংক্ষরণ করতে হবে। আদালত বাদীকে ভর্তি করানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেন।

উদাহরণ-০৯ কর্তৃপক্ষের সাথে লড়াই করে স্কুলে ভর্তি হল মর্জিনা (ছদ্মনাম)

বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেখে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়ে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করে। মেয়েটির প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ছিল খুব সামান্য। তার ডান হাত অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকার কারণে সে বেশিরভাগ কাজ বাঁ হাতে করতো। বাঁ হাত দিয়েই সে লিখতো। যথাসময়ে মেয়েটি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায়

অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলে কর্মরত শিক্ষক প্রতিবন্ধিতার কারণে তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং নানা ধরনের বাজে মন্তব্য করে। একজন শিক্ষক এ মন্তব্য করে যে, প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি আগে জানলে সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেত না। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেও সে অন্যদের সাথে মিশতে পারবে না। অথচ মেয়েটির আগের স্কুলে সে শুধু ভালো ছাত্রীই ছিল না বরং সে ছিল সকলের প্রিয় বন্ধু। এমতাবস্থায় মেয়েটির অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন এবং তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রতিবন্ধিতার অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। অথচ উক্ত বিদ্যালয় 'সকলের সমান অধিকার', 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ' প্রভৃতি লিখে রেখেছিল বিভিন্ন প্রচারপত্রে। কোথাও উল্লেখ ছিল না যে, প্রতিবন্ধী শিশুরা উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে বাংলাদেশের সকল সরকারি এবং আধা-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সার্কুলার পাঠায় যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।'

এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী মেয়েটির অভিভাবক ন্যায়বিচার পাবার আশায় 'ব্লাস্ট' নামে একটি মানবাধিকার এবং আইনী সহায়তা-প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে। ব্লাস্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠিতে অনুরোধ জানায়, মেয়েটিকে যেন বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগসহ বাজে মন্তব্য প্রদানকারী শিক্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি তারা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আরো অনুরোধ জানায়, তারা যেন বৈষম্য পরিহার করে তাদের বিদ্যালয়ে সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তির সুযোগ দেয়। এ বিষয়ে অনেক দেন-দরবার এবং আলোচনার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েটিকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। মেয়েটি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়।

প্রশ্ন :

১. *এ ঘটনাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পূর্বে ঘটেছিল। বর্তমান প্রেক্ষপটে এমন ঘটনা ঘটলে আপনি কিভাবে মেয়েটির ভর্তি নিশ্চিত করতেন? কীভাবে বৈষম্যের প্রতিকার পেতেন?*

২. *ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে কি তার ভর্তির কোনো উপায় রয়েছে? যদি সে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তাহলে তার ভর্তির জন্য কী ব্যবস্থা নেবেন?*

৩. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের পাশাপাশি আর কী কী অ্যাডভোকেসি কৌশল তার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? আপনার মতামত কী?*

৪. *অনেক শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চান না, এর পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন? কারণগুলো কি যুক্তিসঙ্গত?*

৫. *একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া ছাড়া আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? একজন প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কী করা উচিত?*

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি [ধারা ১৬(১)(ঝ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৭; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ঝ), ৩৫, ৩৬ এবং সংবিধান প্রস্তাবনার ৩য় অংশ, অনুচ্ছেদ ১৫(খ), ১৯, ২০(১), ২৭, ২৮(১)(৪), ২৯ ও ৪০]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৭ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিআরপিডির এ অনুচ্ছেদটির ব্যাপ্তি বেশ বড়। নিয়োগের প্রজ্ঞাপন থেকে চাকুরী লাভের পর কর্মস্থলে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের অধিকার, পেশাগত উৎকর্ষের জন্য প্রশিক্ষণ, চাকুরীকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতাবরণ করলে কর্মে বহাল থাকা এমনকি বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে মুক্তি পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু। আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসা ও সমবায় গঠনও এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে সিআরপিডির ২৭ অনুচ্ছেদকেই মূলত বিভক্ত করে নিম্নলিখিত তিনটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে :

- ধারা ১৬(১)(ঝ) সরকারি-বেসরকারি কর্মে নিযুক্তি
- ধারা ১৬(১)(ঞ) কর্মজীবনের প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকবার, অন্যথায় পুনর্বাসন ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি এবং
- ধারা ১৬(১)(ড) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা (রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন) প্রাপ্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিল ১০-এ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৭-এর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যেমন :

- যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে শনাক্তকরণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় উদ্যোগ বা নিজস্ব ব্যবসা চালুর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণপ্রাপ্তিতে বৈষম্যহীন আচরণসহ বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা
- সমবায় সমিতি গঠনে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান
- চাকুরীর বয়সসীমা শিথিলকরণ ও কোটা সংরক্ষণ ইত্যাদি।

সিআরপিডির ২৭ অনুচ্ছেদ পুরোপুরিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিফলিত হয়নি। তবে বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন যেমন : শ্রম আইন, ২০০৬; মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারাগুলোকে প্রয়োগের সময় সিআরপিডির আলোকে যথযথভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের বর্তমান আইনী কাঠামোতেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সিআরপিডির ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্ম ও কর্মসংস্থানের সকল অধিকার আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(জ)তে বর্ণিত কর্মে নিযুক্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হলে

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত হতে হবে :

১. নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বৈষম্যমুক্ত হতে হবে। এ লক্ষ্যে যা করতে হবে তা হল :

- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যমূলক কোনো শর্ত থাকতে পারবে না। যে কাজের জন্য বা যে পদের জন্য নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, সেটিতে আবেদন করার জন্য অত্যাবশ্যক নয় এমন কোনো বাড়তি যোগ্যতার বিষয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। উক্ত পদে যদি যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন বা রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন : টেলিফোন অপারেটর পদে নিয়োগের জন্য বাইসাইকেল চালানোর যোগ্যতার কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। কারণ এই পদে সাইকেল চালানোর দরকার নেই।

- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মানব বৈচিত্র্যকে সম্মান প্রদর্শনমূলক বিবৃতি সংযোজিত থাকলে বৈষম্যের ঝুঁকি অনেকটা কমে আসে। যেমন : ফেসবুকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে, 'চাকুরীতে সমসুযোগ ও ইতিবাচক সুবিধা প্রদানকারী নিয়োগকারী হতে পেরে ফেসবুক গর্বিত। আমরা গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, লিঙ্গ (প্রসূতি, বাচ্চা জন্ম দেয়া বা এ ধরনের স্বাস্থ্যগত অবস্থাসহ), যৌনাচার, লিঙ্গ পরিচয়, বয়স, প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা আইন দ্বারা সুরক্ষিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বৈষম্য করি না। আপনার যদি কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হয় অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে রিজনেবল একোমোডেশন প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।'

- বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে কি-না এমন বিষয় ইতিবাচক উদ্দেশ্য ব্যতীত উল্লেখ করা যাবে না। যেমন : প্রতিবন্ধী প্রার্থী কোনো ধরনের রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন লাভ করতে চান, সেটা আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু আবেদনকারীর প্রতিবন্ধিতা রয়েছে কি-না বা থাকলে কী ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কিছু জিজ্ঞেস করা বা জানতে চাওয়া যাবে না।

- আবেদন করা থেকে নিয়োগ পর্যন্ত সকল স্তরে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন : অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকলে সেটা অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য ও ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

- নিয়োগ পরীক্ষার সময় প্রতিবন্ধী আবেদনকারী ব্রেইল, শ্রুতিলেখক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা চাইলে সেটা প্রদান করতে হবে। অপ্রবেশগম্য পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না।

২. কর্মস্থল প্রবেশগম্য হতে হবে।

৩. প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি কর্মে বিদ্যমান পদগুলোকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রণয়ন করা যাবে। কিন্তু তালিকার বাহিরে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি আবদেন করতে চান, তাহলে তাকে সুযোগ বঞ্চিত করা যাবে না।

৪. কর্মস্থলে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না। সমসুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. চাকুরীতে পদোন্নতি ও চাকুরী অব্যাহত থাকার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৮. শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৫ ধারায় কর্মে নিয়োগে বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, যোগ্যতা থাকলে কোনো উপযোগী কর্মে নিযুক্ত হতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা বৈষম্য করা বা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। কোনো পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী কি-না সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি নির্দেশনা প্রদান করবে। আইন অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫(খ) অনুযায়ী রাষ্ট্র অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। অনুচ্ছেদ ১৯ অনুযায়ী রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী, সার্বজনীন এবং সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার নিশ্চয়তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনুচ্ছেদ ২০(১) সবার সমান সুযোগ থাকবে এবং সেই সাথে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনুচ্ছেদ ২৭ মোতাবেক আইনের চোখে সবাই সমান এবং সমান আইনী আশ্রয় লাভ করবেন।। অনুচ্ছেদ ২৮(১)(৪)তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, নারী এবং জন্মস্থানের ভিত্তি করে কোনো নাগরিকের সাথে বৈষম্য করবে না। রাষ্ট্র অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। অনুচ্ছেদ ৪০ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভে সবার সমান অধিকার থাকবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কেউ কর্মে নিয়োগ লাভে অযোগ্য হবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার সাথে বৈষম্য করবে না। অনগ্রসর অংশের প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করবেন।

কর্মের অধিকার হল প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। কর্মের অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের অংশ। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হল রাষ্ট্রযন্ত্রের সব স্তরে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যমান কর্ম ব্যবস্থায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারি-বেসরকারি কর্ম লাভের সুযোগ কম। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এই সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনী ভিত্তি তৈরি করেছে। সরকারি-বেসরকারি চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হলে ৩৬ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আইনী বাধ্যবাধকতার বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং এ অধিকার বাস্তবায়িত হবে।

উদাহরণ-১০ স্বপন চৌকিদারের মামলায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা

স্বপন চৌকিদার একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইনজীবী। তিনি ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় স্টার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হন এবং ২০০১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। স্বপন চৌকিদার ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই যথাক্রমে ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে এলএলবি (অনার্স) এবং এলএলএম ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৯ সালে স্বপন চৌকিদার লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। স্বপন ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া করতেন। শিক্ষাজীবনের সকল স্তরে এবং সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তিনি শ্রুতিলেখক ব্যবহার করতেন।

স্বপন সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতই বিসিএস অফিসার হবার স্বপ্ন দেখতেন। ৩২তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের

পর তিনি যথাযথ নিয়মে সকল শর্ত মেনেই আবেদন করেন। কিন্তু পিএসসি তাকে আইনী বাধার অজুহাতে প্রবেশপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় । এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং অ্যাকশন অন ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি) যৌথভাবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বয়স, যোগ্যতা এবং সরাসরি নিয়োগের পরীক্ষা) বিধি-১৯৮২-এর সিডিউল-৩ কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করে। কারণ এই নিয়োগ বিধিটির অজুহাতেই পিএসসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করে আসছিল। এ বৈষম্যকেই রিট আবেদনে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫, ১৯(২) ২৭ এবং ২৯-এর লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আরো উল্লেখ করা হয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় তদানীন্তন প্রচলিত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদেরও লঙ্ঘন হয়েছে।

রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ৮ জুন ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বিধি ১৯৮২-এর সিডিউল-৩ সংবিধানের সাথে যতখানি সাংঘর্ষিক ততখানি অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না কেন– এই মর্মে কারণ দর্শানোর আদেশ জারি করেন। আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী পিএসসির ক্যাডার সার্ভিসের পদ চিহ্নিত করার জন্য আদেশ জারি করেন। এর আগে আদালত ২৫.০৪.২০১০ তারিখে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটির সভাপতি এবং সেক্রেটারিকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১-এর ধারা ৬(২) এবং সিডিউল-৩-এ উল্লিখিত বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের আদেশ দেন।

মামলাটি বর্তমানে শুনানীর জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। ইতিমধ্যে পিএসসি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে শ্রুতিলেখক ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিসিএস ক্যাডারসহ ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে ১% কোটা সংরক্ষণের বিধান চালু করেছে।

প্রশ্ন :

১. *স্বপনের ঘটনাটি যখন ঘটে তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ছিল না। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন আছে। এখন ঘটনাটি ঘটলে আপনি স্বপনকে কি কি প্রতিকার পরামর্শ দেবেন? প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনকে কিভাবে স্বপনের পক্ষে অ্যাডভোকেসি টুল হিসেবে ব্যবহার করবেন?*

২. *একটা আদালত যা করতে পারে না, সেটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটি কীভাবে করতে পারবে?*

৩. *এ রকম ঘটনায় ৩৬ ধারায় আবেদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অ্যাডভোকেসি টুল যেমন : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-কে কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন?*

৪. *স্বপন উচ্চ আদালতে রিট মামলাটি দায়ের না করলে কী হতো?*

৫. *এ মামলার জন্য ব্লাস্ট ও ডিপিওসমূহের করণীয় কি?*

উদাহরণ-১১ ব্যাংক চাকুরী দিল না প্রতিবন্ধী নারী আয়নবকে, দিলেন জেলা প্রশাসক

আয়নব। শারীরিক প্রতিবন্ধী এক নারী। তার বাবা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত)। মাতা একজন গৃহিণী। তারা তিন বোন, দুই ভাই। মাত্র ৫ বছর বয়সে জ্বরের তাপে পুরো শরীর বিশেষ করে দুই পা অবশ হয়ে যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ভর্তি হয় প্রাইমারি স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই খুব বেশি আদর করতো। প্রাইমারিতে ভর্তি হওয়ার পর পা দুইবার অপারেশন করা হয়েছে। প্রাইমারি শেষ করার পর হাই স্কুলে পড়ার সময় তিনবার মাথায় টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। হাই স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হবার পর আরও একবার টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়েনি তার। অনার্স ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার সময় গুরুতর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে সে। মাস্টার্স পরীক্ষার সময় এপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন করতে হয়। এত বিপর্যয়েও সে ভেঙে পড়েনি।

২০১৪ সালে একটি ব্যাংকের কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য কাগজপত্র জমা দিতে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার প্রতিবন্ধিতার কারণে তার কাগজপত্র জমা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। ক্যাশিয়ার সাহেব জানান, প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বেশি থাকায় সে নাকি কাজ করতে পারবে না। ক্যাশিয়ার বলেন, 'আমি তো এখন আপনাকে নিতে পারব না। ঢাকা থেকে অফিসাররা আসলে আপনাকে দেখলে আমাকে বকা দেবে। বলবে এ রকম হাঁটতে পারে না এমন মেয়েকে কেন নিয়োগ দিয়েছেন।' উত্তরে আয়নব বলে, 'আমার তো হাঁটার কোনো কাজ নেই। আমার তো হাত ঠিক আছে, হাত দিয়েই তো কাজ করব। এর পরও আমার আবেদনপত্র জমা নেয়া হয়নি। এর পর আমি বাসায় চলে আসলাম, এসে খুব কান্না করলাম আমি। চিন্তা করলাম এত কষ্ট করে পড়ালেখা করে এই সার্টিফিকেট দিয়ে কী হবে। আমার রাগ হলো, এগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলব।' কয়েকদিন পর সমাজসেবার উপ-পরিচালককে এ ঘটনা খুলে বলে। উপ-পরিচালকের পরামর্শে সে জেলা প্রশাসককে সব খুলে বলে। জেলা প্রশাসক সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকটির ম্যানেজারকে ফোন দিয়ে জানান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগ্যতা থাকলে তাদেরকে অবহেলা করা যাবে না। এর পরও ব্যাংক তাকে চাকুরী দেয়নি। অবশেষে জেলা প্রশাসক নিজের কার্যালয়ে রেকর্ড রুমে ডাটা এন্ট্রির কাজ প্রদান করেন আয়নবকে। অস্থায়ীভাবে ওখানে কাজ করছে। এখনো স্থায়ী হয়নি। সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্দেশে আয়নব বলেন, 'আমার মতো যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন, তারা সবাই আমাকে দেখে উৎসাহী হয়ে ওঠো। লেখাপড়া করে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

প্রশ্ন :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আয়নব কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত? সেটি না করায় তার ও প্রতিবন্ধী সমাজের কী কী ক্ষতি হল?*

২. *জেলা প্রশাসক আয়নবকে নিজের অফিসে চাকুরী দিলেও, জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি আয়নবকে কী পরামর্শ দিতে পারতেন? ব্যাংকটির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিতে পারতেন?*

কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত থাকবার, অন্যথায়, যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঞ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৭, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ঞ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩২, ৪০]

সিআরপিডির ২৭(১) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যে পক্ষরাষ্ট্র আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের

মাধ্যমে কর্মরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে। মূলত সিআরপিডির এই অংশকেই পৃথক করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ঞ)তে বলা হয়েছে, কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত থাকবার, অন্যথায় যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে। এই ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন :

১. কোনো ব্যক্তি কর্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতা অর্জন করলে তাকে চাকুরী থেকে অপসারণ করা যাবে না। বরং রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিকে তিনি যে পদে কর্মরত ছিলেন সেই পদে বহাল রাখতে হবে। যদি নিজ পদে বহাল হয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটি প্রতিবন্ধিতার কারণে করতে না পারেন তাহলে তিনি যে কাজ করতে পারবেন সেই কাজেই তাকে নিযুক্ত রাখতে হবে।

২. যদি প্রতিবিন্ধতার শিকার ব্যক্তি চাকুরী করতে না চান সেক্ষেত্রে পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণসহ প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধাসহ তাকে অপসারণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কর্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিটির ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করবে তিনি চাকুরীতে ফিরে আসবেন না কি পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে নিয়োগকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।

যেমন : 'মনির' (ছদ্মনাম) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পদমর্যাদায় মাঠ পরিদর্শক হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় গাড়ি দুর্ঘটনায় তার মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আঘাতের কারণে মনিরের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সে চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হলেও স্নায়ুগত অসুবিধার কারণে সে হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে। পূর্বের সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরও মনির যদি মনে করে সে মাঠ পরিদর্শকের পদেই যোগদান করবে, তাহলে তাকে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থাসহ স্বপদে যোগ করতে দিতে হবে। তার পক্ষে মাঠ পরিদর্শকের কাজ সম্ভব না হলে তাকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্য কোনো পদে যেমন, 'স্টোরকিপার' হিসাবে নিয়োজিত থাকার অধিকার থাকবে। কোনোভাবেই তাকে ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের সুবিধা দিয়ে চাকুরী থেকে অপসারণ করা যাবে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৫০(১) অনুযায়ী দুর্ঘটনার ফলে শরীরে জখমপ্রাপ্ত হয়ে ৩ (তিন) দিনের বেশি সময় ধরে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারালে মালিক উক্ত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। ধারা ১৫১(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক জখমের ফলে স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার জন্য পঞ্চম তফসিলের তৃতীয় কলামে উল্লিখিত ১ (লক্ষ) ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে ১০ (দশ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) (ঞ) ধারার ব্যাপ্তি শ্রম আইনের ১৫০ ধারার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ :

- শ্রম আইনের ১৫০ ধারাটি দুর্ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। কেবল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে প্রতিবন্ধিতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য এটি প্রযোজ্য। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারাটি শুধু দুর্ঘটনা নয়, অসুস্থতা বা যে কোনোভাবেই কর্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতা অর্জন করুক না কেন, এরূপ ব্যক্তি চাকুরীতে বহাল থাকার অধিকারী হবেন।

- শ্রম আইন শুধু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শ্রম আইনে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও অন্তর্ভুক্ত নন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধান সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্যই প্রযোজ্য।

- শ্রম আইনের বিধানটি কেবল কর্মকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু প্রতিবন্ধী

ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কর্মজীবনের যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তি যদি প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার সময় দায়িত্বরত অবস্থায় নাও থাকেন, তাহলেও তিনি চাকুরীতে বহাল থাকার অধিকারী হবেন।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন একটি বিশেষ আইন। বিশেষ আইন সবসময় সাধারণ আইনের কার্যকারিতাকে অগ্রাহ্য করে। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) ধারার শুরুতেই বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার-সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ১৬(১) (ক) থেকে ১৬(১) (ন) পর্যন্ত উপধারায় বর্ণিত অধিকারগুলো থাকবে। অর্থাৎ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পর থেকে শ্রম আইনের কর্মকালীন সময়ে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণসহ চাকুরী থেকে অপসারিত হবার এই বিধানটি কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি নিজেই কাজে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিদের চাকুরীতে পুনঃযোগদানের বিধানটি বিভিন্ন কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এটা সম্মানজনক। প্রতিবন্ধিতার কারণে চাকুরী চলে গেলে সেটা মর্যাদার ওপর আক্রমণ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধিতা কখনো চাকুরীতে থাকা বা না থাকার মাপকাঠি হতে পারে না। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের এই বিধানটি যুক্ত হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাজের অধিকার অন্যতম মানবাধিকার। প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি নিজের চাকুরীতে পুনর্বহাল হলে তার এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তৃতীয়ত, ক্ষতিপূরণের টাকা চিকিৎসাসহ নানা প্রয়োজনে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু চাকুরীতে বহাল থাকলে উন্নত ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা থাকবে। ফলে এই অধিকারটি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস ১৯৮২-এর প্রথম খণ্ড এবং বিধি ৩৮৯তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধিতার কারণে অবসরের জন্য আবেদন করতে প্রতিবন্ধিতা প্রমাণিত হলে অবসর মঞ্জুর করবেন। অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি পাবেন এবং পুনঃনিয়োগের বাধা নেই। বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রম আইনসহ অন্যান্য আইনগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সাজুয্য রেখে সংস্কার করার প্রয়োজন।

উদাহরণ-১২ : আদালতের নির্দেশে চাকুরীতে বহাল থাকলেন কুনাল

কুনাল সিংহ কনস্টেবল হিসাবে ভারতের স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরোতে নিয়োগ পান। দায়িত্বরত অবস্থায় তার বাম পায়ে আঘাত পান। তাকে মেডিকেল সহায়তা দেওয়া হলেও তা উপকারে আসেনি। আঘাতের জায়গায় পচনের কারণে কুনালের পা কেটে ফেলা হয়। ডাক্তারি রিপোর্টের কারণে কর্তৃপক্ষ তাকে চাকুরীতে অবৈধ ঘোষণা করেন। কর্তৃপক্ষ তাকে এক আদেশের মাধ্যমে ২০.১১.১৯৯৮ তারিখে স্থায়ীভাবে অক্ষম ঘোষণা করেন। আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুনাল সিংহ হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটে সে দাবি করে কর্তৃপক্ষের এমন আদেশ স্বেচ্ছাচারিতার শামিল। তাকে প্রতিবন্ধিতার কারণে বিকল্প অন্য কোনো চাকুরীতে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু রিট পিটিশনটি আদালত খারিজ করে দেন। হাইকোর্ট বলেন, ডাক্তারের রিপোর্টে সে স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়ার কারণে তাকে আর চাকুরীতে পুনর্বহালের সুযোগ নেই। হাইকোর্টের এমন আদেশের কারণে কুনাল আপিল করেন। আপিল আদালত বলেন, কুনাল কর্মরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন। আপীলকারী কুনাল যে পদে চাকুরী করতেন, সে পদে যদি কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করেন, তাহলে তাকে অন্য কোনো সমান পদমর্যাদার এবং সমান বেতনের পদে তাকে বদলি করতে পারতেন। যেটা

তার জন্য উপযোগী। আর যদি বাদীর জন্য কোনো উপযুক্ত পদ না পাওয়া যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে অতিরিক্ত দায়িত্বে রাখতে পারতেন। কিন্তু এমন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি। বরং কর্তৃপক্ষ বাদী কুনালকে অপসারণের চেষ্টা করেছেন। আদালত উপরোক্ত কারণে বাদী কুনালের আপিল গ্রহণ করেন এবং হাইকোর্ট কর্তৃক তাকে অপসারণের আদেশ বাতিল করার আদেশ দেন। সেই সাথে কর্তৃপক্ষকে বাদী কুনালকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন।

প্রশ্ন :

১. *কুনাল যদি বাংলাদেশের নাগরিক হতেন তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধিতার কারণে অপসারণ করতে পারত? যদি তাকে অপসারণ করা হতো তাহলে কুনাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কি কি প্রতিকার পেতেন?*

২. *তিনি কি পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে?*

৩. *৩৬ ধারার আওতায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে কি অন্যান্য আইনে ক্ষতিপূরণের মামলা করা যাবে না?*

উদাহরণ-১৩ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পা হারানো বিমলকে চাকুরীতে বহাল রাখল মোবাইল অপারেটর কোম্পানি

বিমল ওয়াসেক (ছদ্মনাম) বাংলাদেশের একটি খ্যাতনামা মোবাইল অপারেটর কোম্পানিতে ২০০৭ সালে যোগদান করেন। অসাধারণ কর্মদক্ষতার কারণে তিনি একাধিকবার পুরস্কৃত হন এবং ২০১২ সালের মধ্যে তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৩ সালের ২৫ মে তারিখে তিনি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। দেশে-বিদেশে উন্নত চিকিৎসার পরও তার বাঁ পা কেটে ফেলতে হয়। বিমলের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা বাবদ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রদান করে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মকালীন সময়ে কোনো শ্রমিক/কর্মচারী কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারালে সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করে। বিমলের ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ কোম্পানিটি বিমলের প্রাপ্য টাকার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ সহায়তা প্রদান করে। শুধু তাই নয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঞ) ধারায় বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক চাকুরী থেকে অপসারণ না করে বিমলকে পূর্বের পদেই বহাল রাখে। বিমল সুস্থ হয়ে ৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন। তার কার্যালয়ের বাথরুমসহ কর্মপরিবেশ প্রবেশগম্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না বিধায় তাকে টেলিযোগাযোগ কোম্পানিটি সপ্তাহে ৩ দিন বাড়ি থেকে অনলাইনে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে এবং সপ্তাহের বাকি দু'দিন কার্যালয়ে হাজির হয়ে অর্ধদিবস কাজ করার অনুমতি প্রদান করে।

কিন্তু চাকুরীতে পুনরায় যোগদানের এক বছর যেতে না যেতেই দৃশ্যপট পাল্টে যেতে থাকে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিমলকে কোনোরূপ কাজ দেয়া থেকে বিরত থাকে কর্তৃপক্ষ। এর ধারাবাহিক ফল হিসেবে সে অদক্ষ কর্মী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং একই বছর আগস্ট মাসে তাকে পদত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়া হয়।

প্রশ্ন :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বিমলের প্রতিকার কি?*

২. *বিমলের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট কি চাকুরীতে বহাল না রেখে পুনর্বাসনের জন্য টাকা আর ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে চাকুরী থেকে বিদায় করার সুযোগ রয়েছে?*

৩. *সে কি মোবাইল কোম্পানির বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে? বা ৩৬ ধারাটি কি অন্যান্য প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?*

৪. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় টেলিফোন কোম্পানিটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিলে কী কী ঝুঁকি বা প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে?*

৫. *সিআরপিডির ২৭ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের এই ধারাটি ব্যাখ্যা করলে কি বিমলের ছাঁটাই করার উদ্যোগকে বৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে? এই ছাঁটাই কে কি চ্যালেঞ্জ করা যাবে?*

নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ট)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১১ ও ১৬, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ট), সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১, ৩২, ৩৫ ও ৪০]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনুচ্ছেদ ১৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে করে শোষণ, নির্যাতনের এবং সহিংসতার শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শোষণ, নির্যাতন এবং সহিংসতাকারীকে চিহ্নিত করা, ঘটনার তদন্ত এবং যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ট) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ধারা ৪ ও ১০ মোতাবেক শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার ব্যক্তি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। শিশু আইন ২০১৩-এর ধারা ৭০ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ-সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ডের বিধান সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৫১-৬০ শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি। নিষ্ঠুর, লাঞ্ছনাকর ও অমানবিক ব্যবহার এবং নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা বা পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করলে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। নির্যাতনের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটালে অভিযুক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত হতে পারেন। গ্রেফতার কালে বা রিমান্ডে নির্যাতন করলে শাস্তি হবে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণও পাবেন। শিশু আইন, ২০১৩-এর ৭০ ধারা অনুযায়ী হেফাজতে থাকা শিশুর ওপর নির্যাতন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এমনকি পিতা-মাতা বা অভিভাবকও পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি হেফাজতে থাকাকালীন নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে তিনি এই দুটো আইনে বিচার তো পাবেনই, সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় জেলা কমিটি থেকে ক্ষতিপূরণের আদেশও পেতে পারেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের নিপীড়ন থেকে সুরক্ষার বিষয়ে ৩৫ (৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না। কিংবা নিষ্ঠুর, যন্ত্রণাদায়ক ও লাঞ্ছনাকর কিংবা কারো সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়াও অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী কোনো নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। ফলে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানও পরিষ্কার।

উদাহরণ-১৪ ধর্ষণের শিকার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীর মামলা নিতে পুলিশের অনীহা।

অপরাজিতা (ছদ্মনাম) একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারী। বয়স আনুমানিক কুড়ি বছর। বসবাস করেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায়। ধর্ষণের শিকার হয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন এবং একটি বাচ্চা প্রসব করেন। ফুলবাড়িয়া উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা বয়সে তরুণ হলেও বেশ উদ্দমী, প্রত্যয়ী ও কর্মঠ। তিনি ভিকটিম ও নবজাতকের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছেন। শিশুটিকে কোনো উপযুক্ত ও আগ্রহী দম্পতির হেফাজতে দেয়ার চেষ্টা করছেন। ভিকটিমকেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে সরকারি কোনো সেবাকেন্দ্রে পুনর্বাসিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় বিষয়টি অবহিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। ফুলবাড়িয়া থানাও অপরাজিতার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি গুরুত্বের সাথে নিয়ে সাধারণ ডায়েরি হিসেবে নথিভুক্ত করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পোশাক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও দেয়া হয়েছে ভিকটিমকে। ভিকটিমের পুনর্বাসনের জন্য পুলিশ সর্বাত্মক সহযোগিতা করলেও ঘটনাটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করতে রাজি নয়। যুক্তি হচ্ছে, প্রতিবন্ধিতাজনিত কারণে ভিকটিম কিছু বুঝে না, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারবে না, মামলার তদন্ত ও বিচারে সহায়তা করতে পারবে না এবং এর ফলে মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া এগোবে না ইত্যাদি। তাদের মতে এই ঘটনায় যেহেতু ভিকটিমের পক্ষে কোনো ফল আসবে না সেহেতু অহেতুক মামলা করার প্রয়োজন নেই। অথচ মামলার ফল কী হবে সেটা ভাবার দায়িত্ব, ক্ষমতা বা অধিকার কোনোটাই পুলিশের নেই। তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা রুজু করা, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা, তদন্ত করা এবং বিচার কার্যপরিচালনা থেকে রায় কার্যকর করা পর্যন্ত বিচার প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা।

ফুলবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভা থেকে ভিকটিমের পুনর্বাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন :

১. *পুলিশ মামলা না নিলে পুলিশের বিরুদ্ধে কি অধিকার ও সুরক্ষা আইনে ফৌজদারী মামলা করা যাবে?*

২. *প্রতিবন্ধিতার কারণে ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে অপরাজিতার সাথে বৈষম্য করা হলে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কি অধিকার আইনের ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে?*

৩. *অপরাজিতার বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ডিপিওসমূহের করণীয় কী? তারা কি অপরাজিতার পক্ষে আইনী পদক্ষেপ নিতে পারবে? পারলে কোন আইনে?*

৪. *অপরাজিতার ঘটনার সুবিচার না হলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ওপর এর কী কী খারাপ প্রভাব পড়বে?*

৫. *অপরাজিতা উপজেলা কমিটির মাধ্যমে এক ধরনের প্রতিকার পেয়েছে। এ ছাড়াও এ কমিটি থেকে আর কী কী প্রতিকার সে পেতে পারে?*

প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঠ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৫; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঠ), সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (১ক), ১৮(১), ৩২ ও ৩৫।]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী, কোনোরূপ বৈষম্য না করে পক্ষরাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক মানের অর্জনযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পুনর্বাসনসহ লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অন্যান্যদের মতো সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্য কর্মী তৈরি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, বিশেষ চাহিদা ও তাদের অবাধ ও সচেতন সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জীবন বীমাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করে। এটি মূলত সিআরপিডির ২৫ নং অনুচ্ছেদের একটি আংশিক প্রতিফলন। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার বলতে সবার সাথে সমতার ভিত্তিতে হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডাক্তারের সেবা প্রাপ্তিতে সহজ প্রবেশাধিকার এবং পর্যাপ্ত, গ্রহণযোগ্য সেবা পাওয়ার অধিকারকে বুঝায়। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার মানুষের মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ধারণের অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চেয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার ভোগের জন্য নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সবার সাথে সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার পাওয়ার অধিকার থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীবিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকারকে নিশ্চিত করার বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আলাদাভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকারকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী অধিকার। রাষ্ট্র শিশু, নারী, প্রবীণ ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের ৩ নং দফায় বলা হয়েছে সরকার মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে, এরূপ দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করবে। বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই সাথে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে অনুযায়ী চিকিৎসা হল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা। এটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঠ) ধারা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকারকে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করেছে। অর্থাৎ দেশের অন্যান্য নাগরিকগণ আদালতের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার বলবত করার অধিকারী না হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ এই ধারার বলে সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আইনগতভাবে আদায় করতে পারবেন।

উদাহরণ-১৫ শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিব বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে

রাজিব সিদ্দিকী (ছদ্মনাম)। ২৮ বছর বয়সী শ্রবণপ্রতিবন্ধী তরুণ। দু'বছর বয়স থেকে সে কানে শুনতে পারে না। হাইকেয়ার স্কুল নামে একটি বিশেষ স্কুলে রাজিব পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করতে পেরেছে এবং প্রায় সকল ধরনের কথা বলতে পারে। সে চোখ ও ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে অন্যদের কথা কিছুটা বুঝতেও পারে। তবে শুনতে পারে না। ওর ১৯ বছর বয়সে সে সিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত হয়। এই রোগে তার আরেকটি ভাইও আক্রান্ত হয়। ডাক্তারের পরামর্শে সেই ভাইটিকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে প্রায় পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব হলেও রাজিবকে কাউন্সেলিং করানো যায়নি। কারণ চিকিৎসক ইশারাভাষা বুঝেন না এবং রাজিবও ইশারাভাষা শেখেনি। ফলে রাজিব কাউন্সেলিংরে অভাবে সুস্থ হতে পারছে না। বিকল্প হিসাবে তাকে ডাক্তার বিভিন্ন ওষুধ প্রদান করেছেন। এই ওষুধ খেয়ে রাজিব ওষুধনির্ভর হয়ে উঠছে এবং কিছু কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভুগছে।

প্রশ্ন :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্বটি পালন না করায় রাজিবের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়নি?*

২. *রাজিবের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য ইশারাভাষা বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করা কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব?*

৩. *রাজিব কী ধরনের বৈষম্যের শিকার? বৈষম্যের প্রতিকার কী? এই প্রতিকার লাভের জন্য তাকে কী করতে হবে?*

উদাহরণ-১৬ : স্বাস্থ্যসেবায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে ইশারাভাষার সুবিধা প্রদানের আদেশ দিল কানাডার সুপ্রিম কোর্ট

কানাডায় সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করা হতো না। এ কারণে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা থেকে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বঞ্চিত হতো। ওয়েস্টার্ন ইনস্টিটিউট ফর ডেফ অ্যান্ড হার্ড অব হেয়ারিং (ডব্লিউআইডিএইচএইচ) নামের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অন্যের দানের টাকায় ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে ইশারাভাষা সেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৯০ সালে অর্থ সংকটের কারণে তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সংগঠনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ইশারাভাষা সেবা প্রদানের জন্য অর্থ সহায়তা চায়। কিন্তু ইশারাভাষার জন্য টাকা দিলে পরে আবার আদিবাসীরা তাদের ভাষান্তরের জন্য দোভাষী নিয়োগের টাকা চাইতে পারে এই আশঙ্কায় মন্ত্রণালয় ইশারাভাষা সুবিধার জন্য বরাদ্দ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবাসমূহে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারাভাষার সুবিধা না থাকা এক প্রকারের বৈষম্য। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে দু'জন জন্মগত বধির রবিন এলরিজ ও লিন্ড ওয়ারেন ব্রিটিশ কলম্বিয়া সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাদের যুক্তি হল, ইশারাভাষার সুবিধা না থাকায় তারা ভুল ও অকার্যকর চিকিৎসার ঝুঁকিতে পড়েছেন। তাদের দাবি সংশ্লিষ্ট আইনে স্বাস্থ্যসেবায় ইশারাভাষার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত না করায় সরকার কানাডিয়ান চার্টারের ১৫ ধারা অনুযায়ী সমতার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। তবে এ মামলায় শেষ পর্যন্ত এলরিজরা হেরে যান।

পরবর্তীতে তারা ডব্লিউআইডিএইচএইচসহ কয়েকটি এনজিও এবং ডিপিওর সহায়তায় কানাডার সুপ্রিম কোর্টে মামলা

দায়ের করেন। তিনটি কানাডিয়ান ডিপিও তাদের পক্ষে মামলায় অংশগ্রহণ করে। এই মামলায় লড়াই করতে একটি এনজিও-ডিপিও কোয়ালিশন গঠন করা হয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মামলায় জিতে যায় এলরিজরা। আদালত উক্ত মামলার রায়ে বলেন, কানাডার অধিকার এবং স্বাধীনতা চার্টার অনুসারে প্রাদেশিক সরকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজনকে চিহ্নিত করতে বাধ্য। সে হিসেবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ইশারাভাষার সুবিধালাভের অধিকারী। আদালত পরিষ্কারভাবে বলেন, আবেদনকারীদের সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইশারাভাষা অনুবাদকের সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে যা বৈষম্যের শামিল।

প্রশ্ন :

১. *বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কি ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করা হয়? যদি এরূপ সুবিধা প্রদান করা না হয়, তাহলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী এ সুবিধা আদায় করা যাবে?*

২. *ইশারাভাষার সুবিধা না থাকলে স্বাস্থ্যসেবা লাভের ক্ষেত্রে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির আর কী কী অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে? প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় গঠিত কোন কোন কমিটির সাথে আপনি স্বাস্থ্যসেবায় ইশারাভাষা প্রচলনের জন্য অ্যাডভোকেসি করতে পারেন?*

৩. *বাংলাদেশে বসবাসকারী বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নাগরিকের সর্বাধিকমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে আপনি কী কী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন? এ ক্ষেত্রে কি কোনো কৌশলগত আইনী পদক্ষেপ বা মামলা দায়ের করবেন?*

শিক্ষা কর্মসংস্থানসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ড)

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৪(গ) এবং ২৭(জ); প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ধারা ১৬(১)(ড); সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪), ২৯(৩)]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো একটি বিশেষ ধরনের অসামর্থ্যকে বিবেচনায় রেখে যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁদের অন্যান্য সকল সামর্থ্যকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে, যেমন চলাচলের স্থান, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

একই ব্যবস্থা সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত না। একেকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য একেক রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। বিচারক এবং আইনজীবীদের অস্পষ্ট বোঝাপড়ার কারণে প্রায়ই যুক্তিসাপেক্ষে ব্যবস্থায়ন বা রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়। যুক্তিসাপেক্ষে ব্যবস্থায়ন মানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত বা বেশি সুবিধা প্রদান নয়, বরং এটি তাদের স্বাভাবিক অধিকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই অধিকার সম্পর্কে মনে রাখতে হবে :

- এই অধিকার একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজস্ব অসুবিধার বিষয় মাথায় রেখে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করতে হয়। রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন কখনো পুরো সম্প্রদায়ের বা একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রদান করা

যায় না। এ কারণে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন ও প্রবেশগম্যতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন : ব্রেইল বই লাভের অধিকার প্রবেশগম্যতার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কারো প্রয়োজনে বসার চেয়ার ছোট বা বড় করার বিষয়টি রিজনেবল একোমোডেশন হিসেবে গণ্য।

- এটি আসলে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমাঝোতা যেখানে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন না করলেও একজন নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমতার ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণভাবে অন্যান্যদের মতোই অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়;

- রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন হল একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার বাস্তব সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত একটি বদলানো বা সংশোধিত বা পরিবর্তিত পরিবেশ লাভের অধিকার, যেটা তাকে সমতার ভিত্তিতে অধিকার ভোগের সুযোগ করে দেয়;

- একই মাধ্যমে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোনো কাজের মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে বা অপ্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে পড়াশোনা করতে বা সুবিচার লাভের সমান সুযোগ পায়। সেটিই রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের লক্ষ্য।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৪(গ) অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার নিশ্চিত করবেন। অনুচ্ছেদ ২৭(জ) অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২ (১৪) ধারায় বলা হয়েছে, রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন অর্থ হল প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন সমন্বয় যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার উপভোগ এবং অনুশীলন নিশ্চিত করে। সিআরপিডির উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলোর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ড) ধারায় উল্লিখিত শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকারকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছেন্দ্যের অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়টি আইনীভাবে স্বীকৃত হলেও অধিকার বাস্তবায়নে আইনের প্রয়োগ আমাদের দেশে কম। প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছেন্দ্যের অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার ও রাষ্ট্রের হলেও দুর্বল আইনী প্রয়োগ, বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে অবহেলা, জবাবদিহিতার অভাব, আর্থিক সমস্যার অজুহাত ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছেন্দ্যের অধিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক বিষয়গুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রবেশধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ ক্ষমতায়ন হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ড) রিজনেবল একোমোডেশনকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় এই অধিকার এখন আইনী প্রক্রিয়ায় আদায় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অধিকার লঙ্ঘন ধারা ৩৬-এর মাধ্যমে প্রতিকারযোগ্য।

উদাহরণ-১৭ : শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াল পিএসসি

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে আসছিল। এ নিয়ম মেনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ বিগত কয়েক বছর যাবত বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র শিক্ষার্থীদের কিংবা উপযুক্ত পরিচিত ব্যক্তিদের শ্রুতিলেখক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করল যে, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীগণ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রুতিলেখক হিসেবে মনোনীত করতে পারবে না। এ নিয়ম পিএসসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও উল্লেখ করেনি। তাই সকলেই অপ্রস্তুত ছিলেন। মাত্র তিন দিন সময় বেঁধে দিয়ে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলকে মনোনীত শ্রুতিলেখকের সম্মতিপত্র, ছবি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ শ্রুতিলেখকের আবেদন করতে বলে। অনেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পিএসসির নির্দেশ মোতাবেক ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে এত অল্প সময়ে খুঁজে না পাওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীগণ পিএসসিকে বারবার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানালেও পিএসসি সিদ্ধান্তে অনড় থাকছিল। কয়েকজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী আইন সহায়তা চাইলে একটি বেসরকারি আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে দেখা করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দেখা না করে জানান, যেহেতু পিএসসির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেহেতু এই সিদ্ধান্ত তাদের পরবর্তী সভা ব্যতীত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, যেহেতু যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়ে এই নোটিশ প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমঅধিকার আদায়ের স্বার্থে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিসিএস পরীক্ষা স্থগিত হতে পারে। একই দিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সংস্থার নিকট থেকে খবর পেয়ে প্রথম আলো পত্রিকার পক্ষ থেকেও একজন প্রতিবেদক বিষয়টি নিয়ে পিএসসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে অবশেষে পিএসসি নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং শ্রুতিলেখক বিষয়ক পূর্বের নিয়ম পুনর্বহাল করে।

প্রশ্ন :

১. *পিএসসি যেহেতু অ্যাকসেসিবল উপায়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষা গ্রহণ করে না, সেহেতু শ্রুতিলেখকের ব্যাপারে কি জেলা কমিটির মাধ্যমে পিএসসিকে বাধ্য করা যেত?*

২. *একজন সাংবাদিক পিএসসিকে শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত বিষয়ে সংবেদনশীল বা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কি একইভাবে জেলা কমিটি বা এর সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন?*

৩. *জাতীয় নির্বাহী কমিটি কি শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ভূমিকা নিতে পারে?*

উদাহরণ-১৮ : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সুইটির আবদনে শিথিল হল নিবন্ধনের বয়সসীমা

শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার কিশোরী (নাম সুইটি) চট্টগ্রামের হামজারবাগস্থ রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তার বয়স ১৭ বছর অতিক্রম করায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়ে দেন যে, চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ২০১৬ সালের অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এ প্রেক্ষিতে গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে তার মা ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিটে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বরাবর প্রতিবন্ধিতার শিকার শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিল করার মাধ্যমে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের আবেদন করা

হয়। পাশাপাশি ব্লাস্ট প্রধান কার্যালয় থেকেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট এ মর্মে একটি আবেদন করা হয়। আবেদনপত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর তফসিলের ৯(ক) দফার বিষয়ে উল্লেখ করে বলা হয়, আইন অনুযায়ী সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্কুলে ভর্তির বয়স শিথিল করতে বাধ্য বিধায় নিবন্ধনের বয়স শিথিলেও বাধ্য। এ প্রেক্ষিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশেষ বিবেচনায় শারীরিক প্রতিবন্ধিকতার শিকার শিক্ষার্থীকে ১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। যার ফলে অবশেষে সুইটি জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর তফসিলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসিলের ৯ (ক)নং ক্রমিকে বলা হয়েছে যে, 'স্বাভাবিক স্কুলগামী শিশু অপেক্ষা প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা শুরুর বয়স শিথিল করা' অর্থাৎ ৯ (ক) মতে, কোনো প্রতিবন্ধী শিশু বেশি বয়সে শিক্ষা শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রতিবন্ধী শিশু অপ্রতিবন্ধী শিশুদের থেকে বেশি বয়সে প্রত্যেক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

প্রশ্ন :

১. *সুইটির আইনজীবীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট চিঠিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলে বর্ণিত রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছিল? প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আর কোন কোন বিষয় সুইটির জন্য রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের জন্য ব্যবহার করতে পারতেন?*

২. *অ্যাডভোকেসির জন্য মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিকে ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?*

৩. *অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোও যাতে সুইটির মতো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সাথে এমন আচরণ না করে সে লক্ষ্যে আপনি সুইটির কেসটি কীভাবে ব্যবহার করবেন?*

শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঢ)]

[সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪),২৯(৩) ও ৪০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঢ) ও ৩৬, সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৬]

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) অনুযায়ী রাষ্ট্র অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। অনুচ্ছেদ ২৯(৩) অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রের কর্মে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। অনুচ্ছেদ ৪০ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার থাকবে।

সংবিধানের অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলাদেশের অনগ্রসর অংশের চাহিদা অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঢ) প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার প্রদান করেছে।

শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৫ সুবিধাবঞ্চিত শিশুর অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রণীত নীতিমালার আলোকে, কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করার কথা বলেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো হল : ছোটমণি নিবাস, দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ধারা ৮৯(২) অনুসারে সরকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন ও পরিচর্যা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩তে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য এক বা একাধিক পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে। ধারা ১৪ এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার করার জন্য লিখিতভাবে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনে গঠিত জেলা কমিটির নিকট সুপারিশ করবে।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৬ অনুযায়ী পক্ষরাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অন্তর্ভুক্তকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

'সহায়ক সেবা' বলতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষমতা এবং জ্ঞান লাভে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সহায়ক সেবাগুলো এমন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, যারা কখনও দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, যেমন : একটি শিশু যে তার বয়স অনুসারে প্রত্যাশিত কথা বলছে না। অপরদিকে পুনর্বাসন বলতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা, ক্ষমতা বা জ্ঞান পুনরুদ্ধারকে বোঝায়, যা প্রতিবন্ধকতার কারণে (বা ফলে) পরিবর্তিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হয়েছে। সহায়কসেবা এবং পুনর্বাসন এর লক্ষ্য হল সর্বাধিক স্বাধীনতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বৃত্তিমূলক ক্ষমতা অর্জন করা বা বজায় রাখা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে অধিকারগুলো ভোগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসন অপরিহার্য। পর্যাপ্ত সহায়কসেবা এবং পুনর্বাসন ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কাজ করতে, স্কুলে যেতে বা সাংস্কৃতি, ক্রীড়া বা বিনোদন কার্যক্রমগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারের সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন মূলধারার সেবা থেকে আলাদা এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সরকারের সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাইরে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি বেসরকারি সংগঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঢ)তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসনের অধিকার থাকার কথা বলা হয়েছে। সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসনের অধিকার ভোগে বৈষম্যের শিকার হন অথবা বৈষম্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহলে বৈষম্য দূর করার জন্য বা ক্ষতিপূরণের জন্য ৩৬ ধারা অনুসারে জেলা কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবেন।

উদাহরণ-১৯ : প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তির সুযোগ কম

বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে মোট দুটি। একটি ঢাকার টঙ্গীতে এবং অপর কেন্দ্রটি বাগেরহাটে অবস্থিত। এই দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ের

ওপরে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দুটিতে আবাসিক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সম্বলিত হলেও একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান না। এতে করে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রশ্ন :

১. *প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো কি সিআরপিডির ২৬নং অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?*

২. *প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি এই বৈষম্যের বিষয়টি কি আপনি জেলা কমিটিতে উত্থাপন করতে চান?*

৩. *যে প্রতিবন্ধী নারী সরকারকে তার অধিকার বাস্তবায়নে বাধ্য করতে চায় না কিন্তু প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে চায়, তার জন্য কী কী পরামর্শ দেবেন?*

মাতা-পিতা বা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণপোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথাসম্ভব নিরপদ আবাসন ও পুনর্বাসন [ধারা ১৬(১)ণ]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৮, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে নির্দেশ করে। এ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যথাসম্ভব নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন লাভের অধিকারী হবে :

- মাতা-পিতা অথবা পরিবারের ওপরে নির্ভরশীল কিন্তু পরিবার বা মাতা-পিতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বা
- মাতা-পিতা অথবা পরিবারের ওপরে নির্ভরশীল কিন্তু আবাসন ও ভরণপোষণের যথাযথ সংস্থান নেই এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

এই প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে অনগ্রসর অংশকে পৃথক করে। অনগ্রসর অংশকে পৃথকীকরণের এই নীতি বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও সিআরপিডির অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। এতদসত্ত্বেও, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এর লক্ষ্য হল, সরকারের সমতাভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষার অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে পরিপূর্ণ এবং কার্যকরভাবে বসবাস করার ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার কারণে যেসব বাধার সম্মুখীন হন, সেসব বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৮-এ উল্লিখিত যথাযথ বাসস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার এবং উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ১৬(১)(ণ) ধারার বিধানগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে।

যথাযথ বাসস্থানের অধিকারকে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ২৫-এ বর্ণিত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আইসিইএসসিআরের অনুচ্ছেদ ১১-তে প্রত্যেক ব্যক্তির যথাযথ বাসস্থান, পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র এবং সেই সাথে ক্রমবর্ধমান জীবনমানের উন্নয়নের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আইসিইএসসিআরের

বাস্তবায়ন কমিটি তার ৫ নং সাধারণ মন্তব্যে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজে বাস করার জন্য সহায়ক পরিবেশ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং স্বাধীনভাবে বাস করার জন্য যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করেছে।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৮ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে ভিত্তি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ বাসস্থানের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি, পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছে।

সীমিত শিক্ষার সুযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈষম্যমূলক আচরণ, প্রবেশ্যযোগ্য যানবাহন এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব কাজের জায়গার অভাব প্রভৃতি কারণে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জনে অপারগ হতে পারেন। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নির্ভরশীলতার কারণে পরিবারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদার হানি ঘটে এবং নিজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতার প্রতি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক ধারণা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা করার ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করে দেয় এবং তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার নিজের উন্নয়নের সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করে। এভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং দারিদ্র্যতার দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন : খাদ্য, পানি, বস্ত্র এবং আশ্রয়সহ একটি পরিবারের জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয়, সেসব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়।

অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ এবং সাশ্রয়ী সেবা, সহায়ক যন্ত্র এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্য সকল সহায়তায় প্রবেশাধিকারকে সুনির্দিষ্ট করেছে। সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসম্পন্ন জীবন উপভোগের জন্য সহায়ক যন্ত্র যেমন হুইলচেয়ার, থেরাপি এবং যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রসহ অন্য সব সহায়তা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এবং সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৮ কে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যায় আনলে দারিদ্র্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট সেবায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে না।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত ব্যয় একটি পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে দরিদ্রতার সম্মুখীন করতে পারে। আর সে কারণেই অনুচ্ছেদ ২৮ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের দারিদ্র্য অবস্থায় বসবাসের কারণে রাষ্ট্র থেকে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত ব্যয়ের ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সেই সাথে প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা স্বাভাবিকভাবে সহায়তার ওপরে নির্ভরশীল এবং প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ)কে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৮-এর সাথে যৌথভাব ব্যাখ্যায় আনতে হবে যাতে করে তারা স্বাবলম্বী এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়। বর্তমানে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক সেবার আওতায় মাসিক হারে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে থাকে। আবার উক্ত আর্থিক সুবিধার বাইরে ধারা ১৬(১)(ণ)-এর আওতায় নগদ অর্থ সুবিধার বাইরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রযোজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য ধারা ১৬(১)(ণ)কে অনুচ্ছেদ ২৮-এর সাথে যৌথভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত মহিলা, বালিকা এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে সমান প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের মূলধারায় আসার জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যেমন– ক্ষুদ্র ঋণ এবং উপার্জনে অংশগ্রহণ এবং সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সম্প্রতি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি গ্রহণ করেছে। এসডিজির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ভবিষ্যতের জন্য গৃহীত বিশেষ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার থাকবে। সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার করা বা প্রাধান্য না দেয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ)-এর লঙ্ঘনের শামিল।

যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সামাজিক সুরক্ষার আওতায় বাসস্থানসহ যথাযথ জীবনযাপনের সুযোগ পায়, তখন শুধু এই কারণে ধারা ১৬(১)(ণ)তে উল্লিখিত মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিকরণ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যাবে না। আর এ কারণে ধারা ১৬(১) (ণ)তে উল্লিখিত অধিকার বাসস্থানবিহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শুধু তার প্রতিবন্ধিতার কারণে পৃথক অংশ হিসাবে বিবেচনা করে না। ধারা ১৬(১) (ণ) দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য সহায়তাকরণ কর্মসূচি থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পৃথক করে না, বরং ধারা ১৬(১) (ণ) কে অনুচ্ছেদ ২৮-এর সাথে যৌথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে করে শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা না, অন্যান্য সহায়তাগুলোও লাভ করতে পারেন। সকলের জন্য যে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে, সেগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও প্রয়োজনীয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং দরিদ্রতা নিরসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এ সকল সুবিধা সকলের সাথে ভোগ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

উদাহরণ-২০ সানজিমার আশ্রয় হল না কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে

সানজিমা (ছদ্মনাম) একজন বহুমুখী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তার মনো-সামাজিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। বয়স আনুমানিক ৩০ (ত্রিশ) বছর। তার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আছে। সৎ মা ও বাবার সাথে সানজিমা যুক্তরাষ্ট্রেই বসবাস করতেন। কিছুদিন পূর্বে তার পিতা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকা আসেন। তার পাসপোর্ট আটকে রেখে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় তার পিতা। কিছুদিন বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থাকার পর তারাও তাকে আশ্রয় প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। সানজিমার দাবি তার পিতার চাপেই না-কি স্বজনরা তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সানজিমা একদিন সন্ধ্যায় একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যালয়ে সহায়তা লাভের জন্য আসেন। সংস্থাটি তাকে ঐ এক রাতের আশ্রয় ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আশ্রয় প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করলেও সানজিমার জন্য আশ্রয় ব্যবস্থা করা যায়নি। কোনো আশ্রয় কেন্দ্রে তাকে রাখা যায়নি। কারণ তাদের একটি নীতিমালা অনুযায়ী কেবল ১৮ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের আশ্রয় দেয়া হয়। একইভাবে অন্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সন্ধ্যার পর কাউকে আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করা হয় না, সহিংসতার মামলা ব্যতীত কাউকে আশ্রয় দেয়া হয় না, চাকুরীর জন্য ব্যতীত কাউকে আশ্রয় দেয়া হয় না ইত্যাদি কারণে সানজিমাকে কেউ আশ্রয় প্রদান করতে পারেনি। অবশেষে সানজিমাকে প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংস্থার কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত আবাসনে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হলে সানজিমার এক বান্ধবী তাকে নিজের বাসায় নিয়ে যান।

প্রশ্ন :

১. *আশ্রয়কেন্দ্রগুলো কি সিআরপিডির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?*

২. *সানজিমার সামাজিক সুরক্ষার অধিকার কিভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে? প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় কি সে প্রতিকার পেতে পারে?*

৩. *সানজিমা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে আবেদন করলে কী কী প্রতিকার সে পাবে বলে আপনি মনে করেন? ৩৬ ধারায় আবেদন না করেও কি কমিটিকে সানজিমার অধিকার রক্ষার কাজে লাগানো যেতে পারে?*

৪. *সানজিমার ঘটনাটি কীভাবে ব্যবহার করলে সানজিমার মতো কোনো প্রতিবন্ধী নারী এমন অবস্থার মুখোমুখি হবে না?*

সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ত)]

(সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৩০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ত) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ত) তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংস্কৃতি, বিনোদন লাভ, ভ্রমণ, অবকাশ যাপন এবং ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। সিআরপিডির ৩০নং অনুচ্ছেদেও এই অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সমাজের অন্যান্য সকল মানুষের মতই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও চিত্তবিনোদনের পূর্ণ এবং সমঅধিকার রয়েছে। সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এ অধিকার অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবতা হল মূলধারার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে সামাজিকভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। এর সমাধানকল্পে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৩০-এ উল্লিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া হল :

- পক্ষরাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। পাঠাগার, জাদুঘর, নাট্যশালা, সিনেমা হল এবং ভ্রমণসেবার মতো সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকবে। অনুচ্ছেদ ৩০ শহীদ মিনারের মতো জাতীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা স্থাপনা এর সাথে সংযুক্ত করেছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রম, মেধা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ এবং নিজের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সামাজিক উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য সাহিত্যকর্মে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের মেধাস্বত্ব অধিকারবিষয়ক আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বাধার সৃষ্টি করে। লেখকের মেধাস্বত্ব অধিকার আইনের কারণে তার সৃজিত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহার উপযোগী বিকল্প পদ্ধতিতে যেমন : অডিও ব্রেইল ইত্যাদিতে রূপান্তর করা যায় না। পক্ষরাষ্ট্র এ প্রতিবন্ধকতা অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

- সিআরপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ করে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ইশারাভাষা ব্যবহারের অধিকারকে সংরক্ষণ করে[১০]।

- সিআরপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মূলধারার ক্রীড়াকর্মের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ যেমন মাঠে বা সুইমিং পুলে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। মূলধারার ক্রীড়ার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীবান্ধব ক্রীড়ায় (যেমন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের ক্রিকেট) অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০ সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শিশুদের ক্রীড়াকর্মে অংশগ্রহণ, অনুশীলন, বিনোদন ও অবকাশ যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

- সাধারণ পর্যটকের মতো প্রসিদ্ধ স্থাপনা, মাঠ, সৈকত, জাতীয় উদ্যানসহ সকল পর্যটন এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভ্রমণ করতে পারবে এবং হোটেল, ফেরি ও যাত্রীবাহী জলযানসহ পর্যটনের সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারবে। সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৩০ অনুসারে জাতীয় সৌধ, নাট্যশালা, ক্রীড়াভূমি ইত্যাদি সকলের জন্য উপযোগী স্থান হতে হবে। অন্যথায় এসব স্থাপনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা সমসুযোগ পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক গলফ টুর্নামেন্টে শারীরিক প্রতিবন্ধী গলফার কে.সি. মার্নিনের জন্য যুক্তি সাপেক্ষে ব্যবস্থায়নের মাধ্যমে তার উপযোগী করে গলফ কোর্স গড়ে তুলতে প্রফেশনাল গলফ অ্যাসোসিয়েশনের (পিজিএ) প্রতি আদেশ জারি করেছিলেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এ জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণের কথা বলা হয়েছে। জীবনের অধিকারকে বাংলাদেশের আইনী এখতিয়ারের মাঝে জীবনযাপনের অধিকার পর্যন্ত বা ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশিদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে। জীবনযাপনের অধিকার রক্ষার অংশ হিসেবে খেলার মাঠ বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শিশুদের খেলাধুলার অধিকার রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের রায় প্রদানের নজির রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদনের অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ যথাযথ এবং প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ-২১ সোয়াতের ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের অধিকার লঙ্ঘন করছে তার বিদ্যালয়

সোয়াত দশ বছর বয়সের ডাউনসিনড্রোম প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত একটি শিশু। সোয়াত গাজীপুরে অবস্থিত চিলড্রেন ফাউন্ডেশন নামক মূলধারার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্র। প্রতিবছর সোয়াতের স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ বছর ২০১৮ সালে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সোয়াত লং জাম্প, ১০০ মিটার দৌড় ও যেমন খুশি তেমন সাজো– এই তিনটা ইভেন্ট অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে লংজাম্প ও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। অথচ 'যেমন খুশি তেমন সাজো' ইভেন্টে সব প্রতিযোগীকে হারিয়ে সোয়াত দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দেয়।

১০ বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ধারা ১৬(১)(ঠ)

প্রশ্ন :

১. *প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্যের কারণে সোয়াত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ত) অনুসারে সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে কি?*

২. *সোয়াতকে দুটো ইভেন্টে প্রতিবন্ধিতার কারণে অংশ নিতে বাধা দেয়ার দায়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সে কী কী প্রতিকার পাবে?*

৩. *৩৬ ধারায় আবেদন না করে একই ঘটনা যাতে ঐ স্কুল আর না ঘটায় সে লক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আপনি কী ধরনের অ্যাডভোকেসি কৌশল অবলম্বন করবেন?*

৪. *জেলা কমিটিকে দিয়ে অন্যান্য স্কুলে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করানো যাবে? কীভাবে তাদের রাজি করাবেন?*

শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যথাসম্ভব বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ [ধারা ১৬(ক)(থ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১, ৩০, ২৪ এবং ৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(থ), সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯।]

এই হ্যান্ডবুকের পূর্ববর্তী অংশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ঘ)-এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বোধগম্য এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারটি আলোচিত হয়েছে। এই অংশে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার এবং বাংলা ইশারাভাষা ব্যবহারের অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সিআরপিডির ৩০ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ইশারাভাষার ব্যবহার এবং এর অনুবাদ শুধুমাত্র তার কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং ইশারা ভাষা বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয় এবং যা সুনির্দিষ্ট এবং এটি তাদের ভাষাগত পরিচয়ের বিষয়। এই প্রেক্ষিত বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার ৭ ফেব্রুয়ারিকে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইশারাভাষা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল :

- ইশারাভাষা হচ্ছে এমন একটি দৃশ্যমান মাধ্যম যার দ্বারা বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের মনের ভাব এবং তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে[১১]। বাংলা ইশারা ভাষার শব্দসমূহ হাতের সাহায্যে দেখানো বিভিন্ন আকৃতি, অবস্থা, নড়াচড়া, শরীরের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি এবং অন্যান্য দৃশ্যমান বিভিন্ন ইঙ্গিতের সমন্বয়ে গঠিত। এই ভাষাসমূহ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। এগুলো ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষার অনুবাদ নয়।

- সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী ইশারাভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা পক্ষ রাষ্ট্রসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১১ ইশারাভাষা সম্পর্কে আরও জানার জন্য দেখুন ওয়ার্ল্ড ডেফ ফেডারেশন ওয়েবসাইট : https://wfdeaf.org/our-work/human-rights-of-the-deaf/

ইশারাভাষার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর একটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে

- কর্তৃপক্ষ ব্যয়ের অজুহাতে ইশারাভাষার সেবা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। ধারা ১৬(১)থ কে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত অনেকগুলো অধিকারের সঙ্গে ইশারাভাষার অনুবাদ প্রাপ্তির অধিকারটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই অধিকারটি লঙ্ঘিত হলে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির একসঙ্গে আরো অনেকগুলো অধিকার লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার যা তার জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

ইশারাভাষা বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যেভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

- ইশারাভাষার সেবায় প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক বিষয় নয় বরং কখনো কখনো এটি জীবন বাঁচানোর জন্য দরকার হতে পারে। কখনো মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। একজন বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পুলিশ তার সাথে যোগাযোগের জন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করেনি, এমনকি পুলিশ তাকে কোনো প্রকার কাগজ-কলম সরবরাহ করেনি, যাতে করে সে তার আঘাতের কথা লিখে জানাতে পারে। ফলে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী বাকপ্রতিবন্ধী শিশুরা চাইলে ইশারাভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। প্রক্রিয়া অনুযায়ী ইশারাভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করা বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একটি অধিকার। সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী পক্ষরাষ্ট্রসমূহ ইশারাভাষা শেখায় সহায়তা প্রদান করবে। এবং শিক্ষকদের জন্য ইশারাভাষার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে যেন বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের কাছ থেকে ইশারাভাষার ওপর নির্দেশনা লাভ করতে পারে। জীবনের শুরুতে বাকপ্রতিবন্ধী শিশুর ইশারাভাষায় প্রবেশে ঘাটতি তার শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। এটা তার সমস্ত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ভাষার জ্ঞান অর্জন করতে না পারা তার উন্নতিকে বিলম্বিত করে দেয়। যা শুধুমাত্র বাকপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার হার কমানোর ঝুঁকিই তৈরি করে না বরং বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার হারকেও কমিয়ে দেয়। যার পরিণামে বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বাধার সৃষ্টি হয় এবং এতে করে তাদের বিকাশ এবং সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(থ) ধারার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে বিচার ব্যবস্থায় সঠিক ইশারাভাষার অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইশারাভাষার অনুবাদকারী না থাকায় বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতার অধিকার লঙ্ঘিত হয়। (দশম অধ্যায়ে ফিলিপাইন কেস দেখুন)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ) এ ইশারাভাষার অধিকার প্রসঙ্গে 'যথাসম্ভব' শব্দটি ব্যবহার করায় এ ধারার ব্যাপ্তি সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২১ বা ৯-এর তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সিআরপিডি অনুসারে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ ব্যয়ের অজুহাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যে প্রবেশাধিকারের অধিকারটি পূরণের দায় হতে অব্যাহতি পেতে পারে না। কিন্তু 'যথাসম্ভব' শব্দটি ব্যবহার করায় ব্যয়ের অজুহাতে ইশারাভাষা বিষয়ক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার অবকাশ রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সিআরপিডির বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন তৈরি করা হয়েছে, সেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(থ) ধারাটি সিআরপিডির আলোকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ইশারাভাষার অদক্ষ অনুবাদক প্রায়শই কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হন। এর ফলে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশে ইশারাভাষার ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সনদ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। অনানুষ্ঠানিক ইশারাভাষা ব্যবহারকারীর তথ্য সঠিকভাবে অনুবাদ করা একজন দক্ষ অনুবাদকের জন্যও কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একজন অনুবাদকের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয় বরং অর্থপূর্ণ অনুবাদ করাই দরকারি বিষয়।

উদাহরণ-২২ বিদ্যালয়ের বাধার কারণে ইশারাভাষা শেখা হল না শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিবের (ছদ্মনাম)

রাজিব সিদ্দিকী। ২৮ বছর বয়সী শ্রবণপ্রতিবন্ধী তরুণ। দু'বছর বয়স থেকে সে কানে শুনতে পারে না। কানে শোনে না বলে সে কথা শিখতে পারেনি বা বলতে পারে না। তার পরিবার তাকে কথা শেখানোর জন্য হাইকেয়ার স্কুল নামের একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। চার বছর বয়স থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজিব এই স্কুলে কথা বলা ও পড়ালেখা শেখে। ওদের বিদ্যালয়ে চোখ ও ঠোঁটের ব্যবহারের মাধ্যমে কথা শেখানো হতো। রাজিবের স্কুলে ইশারা ভাষা নিষিদ্ধ ছিল। স্কুল থেকে পরিবারের সদস্যদেরকেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যেন রাজিবের সাথে কোনোভাবে কোনো রকম ইশারা ব্যবহার করা না হয়। রাজিবের পরিবার স্কুলের পরামর্শমতো রাজিবের সাথে ইশারাভাষা ব্যবহার করত না, এমনকি রাজিবের বন্ধুরাও ইশারাভাষা ব্যবহার করত না। এভাবে হাইকেয়ার স্কুল থেকে রাজিব পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে। পঞ্চম শ্রেণীর পর ওদের স্কুলে আর পড়ানো হয় না। তাই তার পরিবার তাকে অন্য একটি মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তি করে।

কিন্তু এই বিদ্যালয়ে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর মতো প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। ফলে রাজিবের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইশারাভাষা না শেখায় সে ইশারাভাষার শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আর পড়ালেখা করতে পারেনি। এখন সে ২৮ বছরের যুবক। রাজিবের ভাইবোনেরা সকলেই পড়ালেখা শিখলেও রাজিব সেটা করতে পারেনি বলে সে নিজেকে পৃথক ও বঞ্চিত মনে করে। সে হাইকেয়ার স্কুলে লিখে ও অস্পষ্ট ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করতে শিখেছিল। একদিন সে তার মাকে মনভরা কষ্ট নিয়ে বলে, 'তোমরা আমাকে আগে ইশারাভাষা শেখাওনি কেন? এই ভাষা শিখলে তো আমি পড়ালেখা করে চাকুরী করতে পারতাম!' রাজিবের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা নেই তার পরিবারের।

প্রশ্ন :

১. *ইশারাভাষা না জানার কারণে রাজিবের আর কী কী অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে?*

২. *শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকের সন্তানের শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সেটা নির্ধারণের অধিকার রয়েছে?*

৩. *রাজিব কার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় অভিযোগ করতে পারবে? পরিবার? স্কুল? সরকার? আপনি রাজিবের জন্য কোন ধরনের প্রতিকারের পরামর্শ দেবেন?*

৪. *রাজিব কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটির মাধ্যমে নিজের অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারবে? কীভাবে কমিটির সদস্যদের তার অধিকার বাস্তবায়নের পক্ষে সমবেত (Mobilize) করতে পারবে?*

৫. *অন্যান্য শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদের ইশারাভাষা না শেখার বিষয়টির মতো ঘটনা প্রতিরোধে রাজিবের ঘটনাটি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?*

ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার [ধারা ১৬(১)(দ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২২, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১)(দ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৩]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে। সিআরপিডির ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি ১৬ (১) (দ) ধারার মতো কেবল 'ব্যক্তিগত তথ্য' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনুচ্ছেদ ২২-এ গোপনীয়তার অধিকারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি এবং বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বিশদ।

কোনো কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শৌচকর্ম, গোসল, খাদ্যগ্রহণ, চলাফেরা এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ ধরনের অন্যের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী বক্তির গোপনীয়তার অধিকার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক তথ্য ও লেনদেনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়। কল্যাণমূলক সেবা, যেমন থেরাপি গ্রহণের ক্ষেত্রেও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাহায্যকারী প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাহায্যকারী তার অর্থনৈতিক তথ্য জানার কারণে অনেক সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির টাকা চুরি বা আত্মসাতের আশঙ্কা থাকে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য, যোগাযোগ ও তার চারপাশের পরিবেশ নিয়ে সবসময় ভীতিকর অবস্থায় থাকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপের বিষয়টি তার গোপনীয়তার অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে এবং সামগ্রিক বিষয়টি তার মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে।

মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী বা বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা আদর্শ ইশারাভাষা বুঝতে সক্ষম নয় তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যোগাযোগে সক্ষম নয় বলে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণে অপারগ। ফলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অসুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তারও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি কথা না বলে তার পরিচায়ক বা পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলেন। এমনকি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বা সেখানকার কর্মীরাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে না জানিয়ে পরিচালক, বা পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের সাথে ফোনে কথা বলে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে তার অনুমতি না নিয়ে বা তাকে না জানিয়েই সেবাদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সম্পন্ন করে থাকে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে না জানিয়েই তার তথ্য তৃতীয় কোনো সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা নীতি-নির্ধারণী সংস্থাকে দিয়ে দেয়।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২২-এর চারটি উপাদান রয়েছে। যথা :

১. প্রথমটি হল, তথ্যের গোপনীয়তা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(দ) এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পর্কিত তথ্য কোথায় ব্যবহার করা হবে বা হবে না এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাঁর চিন্তা-ভাবনা, মন্তব্য, ব্যক্তিগত ইতিহাস অথবা নিজস্ব তথ্য স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে তার 'ব্যক্তিগত, শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত তথ্য' ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত হল, যোগাযোগের গোপনীয়তা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ) এ ব্যবহৃত 'ব্যক্তিগত তথ্য' প্রত্যয়টি যতদূর সম্ভব এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন ব্যক্তিগত তথ্য বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের সাথে খুদেবার্তা, ই-মেইল বা টেলিফোনে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কার সাথে যোগাযোগ করবেন এ বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. তৃতীয় হল, পরিপার্শ্বের গোপনীয়তা। সিআরপিডি অনুচ্ছেদ-২২ অনুযায়ী একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার বাড়ি, তার পরিবার, নিজস্ব পরিসরে এমনকি তার বসবাসের স্থান সম্পর্কিত গোপনীয়তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি তার নিজ পরিসরে তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারে তবে তার পক্ষে তথ্য ও যোগাযোগের গোপনীয়তা উপভোগ করাও সম্ভব নয়। ব্যালট বাক্সে গোপনে ভোটদানের অধিকার, এটিএম মেশিন থেকে কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া গোপনে অর্থ লেনদেনের অধিকারও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৪. চতুর্থ উপাদান হলো সম্মান ও মর্যাদার ওপর আঘাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকার। এটিও সম্ভবত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বাইরে। যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুনামের ওপর আক্রমণ করা হয় তখন তার প্রতিকার প্রদান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ) এর আওতায় বাইরে চলে আসে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-৩৭(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ফৌজদারী মামলা করার অধিকার প্রদান করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারার আওতায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের শিকার হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

আইনী প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(দ) ধারার পুরো সুবিধা পেতে হলে এই ধারাটি গোপনীয়তা সংক্রান্ত সিআরপিডির ২২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপাদানগুলোর সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

উদাহরণ-২৩ : সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে দায়িত্বহীনতা

আজমল মিয়া (ছদ্মনাম) নামের এক তরুণ বাংলাদেশ থেকে কয়েক বছর পূর্বে কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে যাবার পর তার মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। মালয়েশিয়া থেকে তাকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বিমানে তুলে দেয়া হয়। মানসিক অসুস্থতাজনিত কারণে সে বিমানে উঠে নগ্ন হয়ে বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করায় তাকে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের পর আটক করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ বুঝতে পারে আজমল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তারা আজমলের পরিবারকে ডেকে তাদের নিকট আজমলকে হস্তান্তর করেন। পরিবার আজমলকে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। কিন্তু এই ঘটনার পর মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আজমলের নগ্ন ছবি দায়িত্বহীনভাবে প্রচার করা হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। আজমল যদি কখনো সুস্থতা লাভ করে তখন এই ছবি ও তথ্য তার জীবনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রশ্ন :

১. *উপরোক্ত ঘটনায় আজমলের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে? এই অধিকার লঙ্ঘনের জন্য আজমল কী প্রতিকার লাভ করবেন?*

২. *আজমল কি গোপনীয়তার অধিকার পরিত্যাগ করেছে?*

৩. *আপনি কি মনে করেন গণমাধ্যম ও মিডিয়া আজমলের নগ্ন ছবি প্রকাশের মাধ্যমে তার সম্মানের ওপর অন্যায় আক্রমণ করেছে? তারা অন্য কী উপায়ে এ তথ্য সংরক্ষণ করতে পারত?*

৪. *গণমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে আপনি কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় অভিযোগ আনবেন? সকল গণমাধ্যমের বিরুদ্ধেই কি এই অভিযোগ আনা যাবে?*

৫. *আজমলের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষায় ৩৬ ধারায় আবেদন না করেও কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনকে কাজে লাগানো যেতে পারে? আজমলের অধিকার রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটির সদস্যদের কীভাবে সমবেত (Mobilize) করা যাবে?*

স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা [ধারা ১৬(১)(ধ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯(খ)(২), প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২(১২), ২(২৯), ১৬(১) (ধ) এবং তফসিলের দফা-১৬ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার ও গণজীবনের অংশগ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের একাংশকে পৃথক করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন আইনের ধারা ১৬(১) (ধ)তে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলে 'সংগঠন' শিরোনামে ১৬নং দফায় রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীতব্য বেশ কিছু কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহ প্রদান করা;
- ডিপিও বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান;
- সংগঠনসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ডিপিওসমূহের সংগঠক ও নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৭(ন), ১৯(ণ), ২৩(ড), ২৩(ঞ) এবং ২৪(ছ) ধারায় যথাক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষাবিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও শহর কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করার বিধান রাখা হয়েছে। সরকার পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মনোনীত সদস্যগণ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হয়, সেটাও নিশ্চিত করেছে।

সংগঠনের আইনগত সত্তা তৈরির জন্য আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে সংস্থার ধরন ও কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন আইনে নিবন্ধিত হতে হয়। সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০; কোম্পানি আইন, ১৯৯৪; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬; নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩; বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম রেগুলেশন আইন, ২০১৬[১২]সহ বিভিন্ন আইনে নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যে কোনো একটি আইনে নিবন্ধিত হয়ে সকল ধরনের কাজ পরিচালনা করা যায় না বিধায় একটি সংগঠনকে বিভিন্ন আইনে নিবন্ধিত হতে হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অনেক শর্তপূরণ করে জটিল নিয়ম-কানুন অতিক্রম করে ডিপিওসমূহকে নিবন্ধিত হতে হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়াও অ্যাকসেসিবল নয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংস্থার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা হলেও তা নিয়মিত নিবন্ধনকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হয় এবং অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে গিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত নানান ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন। নিবন্ধনবিষয়ক আইন ও বিধিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুকূলে সংশোধন করা না হলে তাদের সংগঠনের অধিকার বাধাগ্রস্ত হবে।

উদাহরণ-২৪ : ডিপিও নিবন্ধনে কর্তৃপক্ষের বাধা

নাজমা আক্তার (৩৫) একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী। তিনি নারী উদ্যোক্তা হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য এনজিও ব্যুরোতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতিবন্ধী বলে নাজমাকে কটাক্ষ করেন। উক্ত কর্মকর্তার মতে, নাজমা প্রতিবন্ধী এবং অশিক্ষিত। সে বিদেশি সহায়তা পেলে উক্ত টাকার সঠিক ব্যবস্থা করতে পারবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কম মেধাসম্পন্ন এবং অন্যের ওপরে নির্ভরশীল। সুতরাং তাকে এনজিও ব্যুরো রেজিস্ট্রেশন দেওয়া যাবে না। এনজিও ব্যুরো থেকে নাজমাকে নারী উদ্যোক্তা হিসাবে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি। এ বৈষম্যের ঘটনা নাসিমার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ অনুসারে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ধ)-এর সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা করার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

প্রশ্ন :

১. *উপরোক্ত ঘটনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী নাজমার কী কী অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে?*

১২ এ আইনটি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিস) অ্যাক্ট, ১৯৭৮-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

২. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যবহার করে নাজমা কীভাবে নাজমার সংগঠনের নিবন্ধনের ব্যাপারে এনজিও ব্যুরোকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?*

৩. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় অভিযোগ দাখিলের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনের নিবন্ধন লাভের চেষ্টার সম্ভাব্য ফলাফল কী কী হতে পারে?*

৪. *৩৬ ধারায় অভিযোগ দাখিল না করে আর কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনকে নাজমার সংস্থা অ্যাডভোকেসির কাজে ব্যবহার করতে পারে?*

জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১(ন)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৮-এর ২৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ন) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ন) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে। এই ধারায় সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৮ এবং ২৯-এর জাতীয়তার অধিকার এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারের উপাদানগুলোকে যথাযভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত নির্বাচন ও ভোটার হিসেবে বা নাগরিক হিসেবে নিবন্ধন-সংক্রান্ত আইনগুলো সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা প্রয়োজন। বর্তমানে বেশ কিছু আইন রয়েছে যেগুলো সিআরপিডি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৩৭(৭) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভোটার বা যে ভোটারগণ অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত ভোট প্রদান করতে পারেন না, তাদেরকে ভোটকেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন। এই বিধানের কারণে প্রতিবন্ধী ভোটারের গোপনে ভোট দেয়ার অধিকার খর্ব হয়। তাই এ বিধানটি সরাসরি সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার পরিপন্থী।

শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র নয়, বরং সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধিতাসহ পরিচয়পত্র লাভ করা প্রয়োজন। সমাজের অন্য সকলের মতো সমান হারে পণ্যদ্রব্য, সেবা এবং অন্যান্য কর্মসূচিতে পূর্ণমাত্রায় প্রবেশাধিকার পেতে হলে এরূপ প্রতিবন্ধিতার ধরন উল্লেখকৃত পরিচয় পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)-এ বর্ণিত অধিকারগুলো দাবি করতে হলে একজন অভিযোগকারীকে প্রথমে প্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং সেই সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজপত্র যুক্ত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের প্রবেশগম্যতাবিষয়ক ধারাটি ১৬(১) (চ) ধারার সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায় যে, ১৬ (১) (ন) ধারা অনুসারে শনাক্তকরণ কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক স্থান এবং প্রয়োজনীয় তথ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। প্রবেশগম্যতার অভাবে শনাক্তকরণ ফরম সংগ্রহে বাধা তৈরি হলে সেটি একই সাথে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১৮ সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(চ) ও ১৬(১)(ন)-এর লঙ্ঘন। সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৮ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুর নিবন্ধনের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ নিবন্ধনহীন প্রতিবন্ধী শিশু বেশি মাত্রায় অবহেলা, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ন) ধারা বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

- ভোটার হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক জিনিস এমন বিকল্প পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে যাতে সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ভোটদানের নির্দেশিকা, ব্যালট পেপার এবং ইলেকট্রনিকস ব্যালট ব্রেইল, সহজ ভাষায় এবং সরাসরি ইশারাভাষায় থাকতে হবে।

- ভোটকেন্দ্র ও পোলিং বুথ অবকাঠামোগতভাবে প্রবেশগম্য হতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশযোগ্য ভোটকেন্দ্র বলতে ভোটকেন্দ্রের ভেতরের জায়গা, ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার এবং ভোটকেন্দ্রের চারপাশের জায়গাকে বুঝায়। শুধুমাত্র ভোটকেন্দ্রের ভেতর বা বাহির এলাকা নয় বরং ভোটকেন্দ্রের যাতায়াতের মাধ্যমে ও অন্যান্য তথ্য প্রদানকারী বস্তু তৈরি করার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশযোগ্যতার কথা মাথায় রাখতে হবে।

- ভোটদানের প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক হবে না। যদি কোনো আইন বুদ্ধি এবং মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে তা সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(চ)-এর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।

  একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপন ব্যালটে ভোটদানের অধিকার থাকবে। কিছু কিছু সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির সাহায্য অথবা সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপনে ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ভোটারের বিশ্বাস এবং পছন্দকৃত ব্যক্তিকে সহায়তা অথবা সাহায্যের জন্য নিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে।

- ভোটের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রত্যকটা ব্যালট পেপারের নকশা এমনভাবে করতে হবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেরা অন্যের সাহায্য ছাড়া ভোট প্রদান সক্ষম হন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু দেশ অডিওভিত্তিক ইলেকট্রনিক মেশিন এবং টেকটাইল ব্যালট গাইড গ্রহণ করেছেন। যা সাধারণ ব্যালট পেপারের ওপরে রাখা হয়, যার ফলে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ছাড়াই ভোট প্রদান করতে পারেন।

- সবশেষে ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী অফিসার এবং সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিগণকে সর্বদা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদাকৃত প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন, ভোটদানের জন্য দীর্ঘলাইনে যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি লাইনের শেষের দিকে থাকে, তবে তার সুবিধার জন্য আগে ভোটদানের সুযোগ দিতে হবে।

উদাহরণ-২৫ : আইনজীবী সমিতিতে বাধাগ্রস্ত হল অ্যাড. শফির (ছদ্মনাম) ভোটাধিকার

অ্যাড. শফি একজন দক্ষ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইনজীবী। তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হবার পর গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন এবং আইন পেশায় নিযুক্ত হন। সমিতির নির্বাচনে ভোটদানের জন্য তিনি তার পছন্দীয় সহযোগীর সাথে ভোটকেন্দ্র উপস্থিত হলে দায়িত্বরত প্রিসাইডিং অফিসার তার সহযোগীকে নিয়ে বুথে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেন। সহযোগীর পরিবর্তে প্রিসাইডিং অফিসার নিজের পছন্দের একজনকে দিয়ে শফির ভোট প্রদান করান। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে জনাব শফি বলেন, 'আমি আমার ভোট প্রদানের অধিকার প্রয়োগে বাধাপ্রাপ্ত হই। এতে করে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং তথ্যে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়।'

প্রশ্ন :

১. *এই তরুণ আইনজীবী বারের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি পাননি। এতে কি তার অধিকার সত্যিই লঙ্ঘিত হয়েছে?*

২. *নিজের পছন্দের ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে ভোট দেওয়ার বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ? অ্যাকসিসেবল ফরমেট ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই নিজের ভোট দেয়ার বিষয়টিই বা কেন গুরুত্বপূর্ণ?*

৩. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে শফি কি সহযোগীর বদলে ব্রেইল বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটিং পদ্ধতি চালু করার জন্য বার অ্যাসোসিয়েশনকে বাধ্য করতে পারবে?*

৪. *বার অ্যাসোসিয়েশনে অনেক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী রয়েছেন। তারা কীভাবে তরুণ আইনজীবী শফির পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন?*

৫. *বার অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় অভিযোগ দাখিল করলে শফি কী কী প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারেন? অভিযোগ দায়ের না করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে আর কীভাবে তিনি তার অধিকার আদায় করতে পারেন? তিনি কি মানবাধিকার কমিশনকে এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারবেন?*

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে এনজিডিও. এনসিডিডব্লিউ এবং এডিডি কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়ন

ডিআরএফ-এর অর্থায়নে এনজিডিও আয়োজিত 'বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ : আমাদের ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার এনজিডিও অফিসে ৯ মে ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাশেদ খান মেনন, সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য বক্তব্য রাখছেন। ছবিতে ডান থেকে প্রথম এনজিডিওর সভাপতি আক্তার হোসেন, মিসেস স্যান্নিকানড্র (৩য়), টম স্যান্নিকানড্র (৪র্থ), হেজি স্মিথ (পেছনে)।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়ন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আইনে ৫ ধরনের কমিটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

১। জাতীয় সমন্বয় কমিটি;
২। জাতীয় নির্বাহী কমিটি;
৩। জেলা কমিটি;
৪। উপজেলা কমিটি এবং
৫। শহর কমিটি

উল্লিখিত এই কমিটিগুলো ছাড়াও এ আইনের ২৮ ধারায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটির গঠনের বিধান রাখা রয়েছে। এই উপকমিটি গঠনের মাধ্যমে ৩৬ ধারায় আবেদন নিষ্পত্তির গতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

৩৬ ধারার আবেদন নিষ্পত্তির এখতিয়ার জেলা কমিটির নিকট এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির এখতিয়ার জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট ন্যস্ত। এ অধ্যায়ে ৩৬ ধারায় কীভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যায় এবং সেই আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

বৈষম্য কী?

এই আইনের ২(২০) ধারায় বৈষম্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'বৈষম্য' অর্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অন্যায্য আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড উক্ত অন্যায্য আচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যথা :-

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা;

(খ) পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী হিসাবে প্রাপ্য কোনো সুযোগ বা সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি বা কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকাণ্ড।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(১১) নং ধারা অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বলতে কেবল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলোকেই বুঝায় না, বরং দেশের প্রচলিত আইনে এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে উল্লিখিত অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারকেও বুঝায়। ফলে বৈষম্যের সংজ্ঞা বেশ ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ

বৈষম্যের কারণে ক্ষতিপূরণ লাভের বিষয়টি ডিপিও ও ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনেকটা নতুন। সংশ্লিষ্টদের এরূপ কার্যধারায় অংশগ্রহণের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আবার সমাজ থেকে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করতে হলে ৩৬ ধারায় ব্যাপক পরিমাণ পদক্ষেপ গ্রহণ বা ক্ষতিপূরণের আবেদন করা জরুরি। যত বেশি আবেদন জমা হবে এবং যতবেশি ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করা হবে, ততবেশি বৈষম্য বিলোপ হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির হবে। ৩৬ ধারার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিওসমূহকে সচেষ্ট হতে হবে। ক্ষতিপূরণের আবেদনপত্র তৈরি করা, আবেদন দাখিল করা, আবেদন নিষ্পত্তির বিভিন্ন ধাপে করণীয়, নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, আপিল আবেদন নিষ্পত্তি এবং চূড়ান্ত আদেশ কার্যকর করাসহ ৩৬ ধারা সম্পর্কে ডিপিওসমূহকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

রেখা-চিত্রে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায় সমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং বিধিমালা অনুযায়ী)

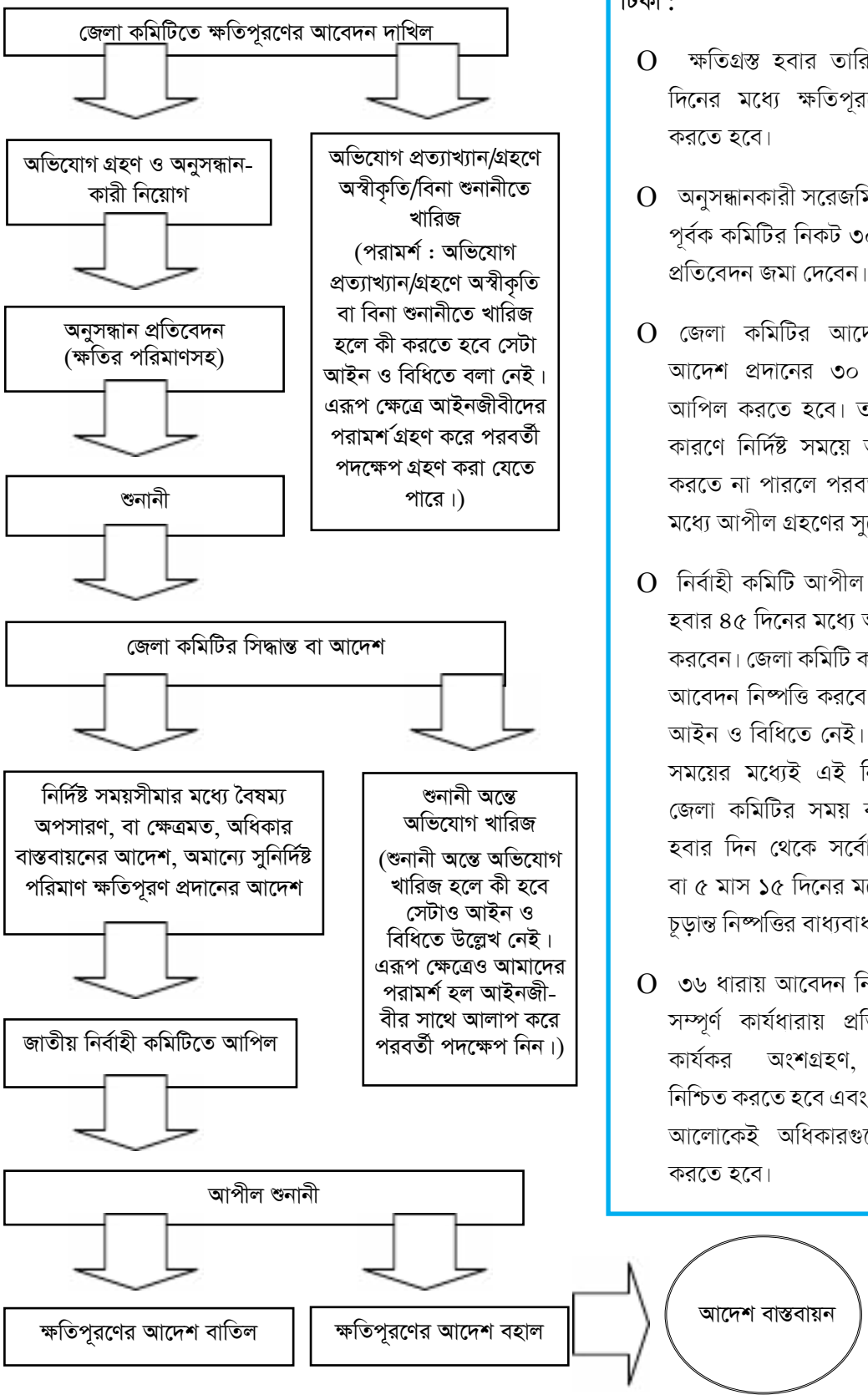

টিকা :

- ক্ষতিগ্রস্ত হবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে।
- অনুসন্ধানকারী সরেজমিনে অনুসন্ধান-পূর্বক কমিটির নিকট ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবেন।
- জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট সময়ে আপিল দায়ের করতে না পারলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- নির্বাহী কমিটি আপীল আবেদন প্রাপ্ত হবার ৪৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। জেলা কমিটি কতদিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করবে সে সময়সীমা আইন ও বিধিতে নেই। তবে যৌক্তিক সময়ের মধ্যেই এই নিষ্পত্তি কাম্য। জেলা কমিটির সময় বাদে ক্ষতিগ্রস্ত হবার দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৬৫ দিন বা ৫ মাস ১৫ দিনের মধ্যে আপীলসহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- ৩৬ ধারায় আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কার্যকর অংশগ্রহণ, অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সিআরপিডি'র আলোকেই অধিকারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি

কোন পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে?

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বা একাধিক কার্য সম্পন্ন হলেই আইনের ৩৬(২)নং ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে :

১. কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করলে; বা

২. কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করলে; অথবা

৩. কোনো কার্যের দ্বারা বা কার্য করা হতে বিরত থাকার ফলে বা আইনে বর্ণিত কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ।

কে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন?

বিধি-৫(১) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে বৈষম্য হয়েছে বা যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি নিজে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন। বুদ্ধি, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি ও মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে এরূপ আবেদন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে তাদের আইনগত অভিভাবকগণ আবেদন দাখিল করার অধিকারী হবেন।

কার বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করতে পারবেন?

বৈষম্যের জন্য দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ বা বৈষম্যের প্রতিকার দাবি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা-সংক্রান্ত জেলা কমিটিতে আবেদন করা যাবে। আইনের ৩৬ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোনো কোম্পানি হয়, তাহলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী হবে যদি না তিনি/তারা প্রমাণ করতে পারেন যে, উক্তরূপ লঙ্ঘন তার/তাদের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে, অথবা উক্তরূপ লঙ্ঘন প্রতিরোধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন (ধারা-৪০)। কোম্পানি বলতে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হবে (ব্যাখ্যা-ক, ধারা-৪০)। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিচালক বলতে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বোঝাবে (ব্যাখ্যা-খ, ধারা ৪০)। অর্থাৎ, কৃত্রিম ও ন্যাচারাল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করা যাবে। প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হতে পারে।

কতদিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে?

বিধিমালার ৫(১)নং বিধিতে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তারিখ থেকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল করা যাবে। আইন ও বিধিতে তামাদি সময়ের কথা বা তামাদি আইনের প্রযোজ্যতার কথা বলা নেই। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাবার পর আবেদন করা যাবে কি-না কিংবা বিলম্ব মার্জনা করে আবেদন গ্রহণের ক্ষমতা জেলা কমিটির রয়েছে কি-না সে বিষয়টি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। তাই সকলকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই আবেদন করা শ্রেয়।

কোথায় আবেদন দাখিল করবেন?

সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে। 'সংশ্লিষ্ট কমিটি' কোনটি সে বিষয়ে আইন ও বিধি কোনো ধারণা প্রদান করেনি। তবে 'সংশ্লিষ্ট কমিটি' বলতে যেখানে বৈষম্য বা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে সে

এলাকাটি যে জেলার অন্তর্গত সে জেলার কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কমিটি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অন্যদিকে এর বিপরীত মতামতও রয়েছে। যেমন : অনেকে মনে করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার জন্য প্রণীত একটি বিশেষ আইন, সেহেতু ভুক্তভোগীর সুবিধার জন্য তিনি যে জেলায় বসবাস করেন সে জেলা কমিটিতেও আবেদন করা যেতে পারে। আশা করা যায়, কমিটিসমূহের অনুশীলন অথবা সরকারের নির্দেশনার মাধ্যমে এ বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে পরিষ্কার হবে।

জেলা কমিটির সভাপতি তথা জেলা প্রশাসক বরাবর ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে। জেলা কমিটির নির্দিষ্ট কার্যালয় নেই বিধায় আবেদন দাখিলের স্থান কোনটি হবে, তা সুস্পষ্ট নয়। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক কমিটির সদস্য সচিব বিধায় আবেদনপত্র তার কার্যালয়ে দাখিল করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসকের দপ্তরেও ৩৬ ধারার আবেদন করা যেতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় এরূপ আবেদন করার সুনির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। কমিটি বা সরকার এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত আপাতত আবেদন দাখিলের পূর্বে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে আবেদন দাখিলের সঠিক স্থান সম্পর্কে জেনে নেয়া ভালো।

আবেদন দাখিলের পদ্ধতি কী?

আবেদন কোন পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে, সেটি আইনে বলা নেই। তবে, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কিংবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল করা যেতে পারে। আবেদন দাখিলের সময় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণের রশিদ বা প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত। প্রচলিত অনুশীলন ও অন্যান্য আইনের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে অনেকে ক্ষতিপূরণের আবেদন ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ডাকযোগেও প্রেরণ করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

আবেদন গৃহীত না হলে কী করবেন?

কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে পরবর্তী করণীয় বা আপিল বা রিভিউর সুযোগ রয়েছে কি-না সে বিষয়ে বিদ্যমান আইন ও বিধিতে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। আইনে আপিলের সুযোগ না থাকলেও আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল করা যেতে পারে। আপিলেও কোনো প্রতিকার না পেলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিট আবেদন করা যেতে পারে।

আবেদন যৌক্তিক সময়ে নিষ্পত্তি না হলে কী করবেন?

আইন বা বিধিমালায় জেলা কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। তাই জেলা কমিটি কর্তৃক আবেদনগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকতে পারে। কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরবর্তী করণীয় বা আপিল বা রিভিউর বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। এ ক্ষেত্রেও আইনজীবীগণ বলেন, যৌক্তিক সময়ের মধ্যে আবেদনে সাড়া প্রদান না করলে কিংবা জেলা কমিটির নিকট আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির তদবির করতে হবে তথা দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করতে হবে। এর পরও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল করা যেতে পারে। আপিলেও কোনো প্রতিকার না পেলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিট আবেদন করা যেতে পারে।

অনুসন্ধান

বিধিমালার বিধি ৫-এর উপবিধি ১ অনুযায়ী কোনো ক্ষতিপূরণ বা বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য জেলা কমিটির নিকট কোনো আবেদন করা হলে জেলা কমিটি, প্রয়োজনে বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য বিধি ৫-এর উপবিধি ২ অনুযায়ী কমিটির কোনো সদস্য বা সরকারি কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত

ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক জেলা কমিটির নিকট তার রিপোর্ট দাখিল করবেন। এই রিপোর্টে বিষয়টির প্রকৃত বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে ।

শুনানী

বিধি ৫-এর উপ-বিধি (৪) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, অভিযুক্ত উপ-বিধি (৩)-এর অধীন অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের শুনানী গ্রহণ করবে। এই বিধিমালায় ভুক্তভোগী বা আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণের কথা বলা হয়নি বিধায়ে আবেদনকারীকে শুনানীতে অংশগ্রহণের আবশ্যকতা বা আইনী বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, শুনানী গ্রহণ করলে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী করা আবশ্যক। আবেদনকারীর অজ্ঞাতে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তিনি এই যুক্তিতেই আপীল দাখিল করতে পারেন।

- কতটি বৈঠকে বা সর্বোচ্চ কতদিনের মধ্যে শুনানি সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে আইন ও বিধিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অতি দ্রুত বা অত্যধিক বিলম্বে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সুষ্ঠু বিচারনীতির লঙ্ঘন। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে শুনানীসহ আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়টি অভিযোগের সকল পক্ষের অধিকার।

জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদেশ

আইন ও বিধি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরাসরি ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই কমিটির। কমিটি ক্ষতিপূরণের আবেদনটি অনুসন্ধান ও শুনানির পরে যদি যথার্থ মনে করে তাহলে আগে বৈষম্য দূর করা বা ক্ষেত্রমতো, অধিকার বাস্তবায়নের আদেশ প্রদান করবে। এই আদেশ মান্য করা না হলেই কেবল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসবে। বিধি ৫-এর উপ-বিধি (৫) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি প্রাপ্ত অনুসন্ধান রিপোর্ট পর্যালোচনা সাপেক্ষে ও শুনানী গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বৈষম্য দূর করার জন্য বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করবে। একই সাথে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করবে (উপ-বিধি ৬)।

আবেদন খারিজের বিষয়ে আইন বা বিধিতে সরাসরি কিছু বলা না হলেও, এটা বুঝা যায় যে, অভিযোগের বিষয়টি যথার্থ প্রতীয়মান না হলে কমিটি আবেদনটি খারিজের আদেশ দেবে।

- আইন ও বিধি এরূপ খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রাখা হয়নি।

ক্ষতিপূরণের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য কমিটিকে অবহিতকরণ

কমিটি কর্তৃক বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করা না হলে বা ক্ষেত্রমত অধিকার বাস্তবায়ন করা না হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি লিখিতভাবে জেলা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং ক্ষতিপূরণের আদেশ কার্যকর করার জন্য তদবির করবেন তথা আবেদন করবেন।

আবেদন নিষ্পত্তির কার্যধারায় উপকমিটির সহায়তা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী যে কোনো কমিটি তার কাজে সহায়তার জন্য কমিটির এক বা একাধিক সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করতে পারে। ক্ষতিপূরণের

আবেদন নিষ্পত্তির কার্যধারায় সহায়তার জন্য জেলা কমিটি প্রয়োজনে উপকমিটি গঠন করতে পারে। আবেদনের সংখ্যা বেশি হলে কিংবা কমিটির সদস্যদের ব্যস্ততার কারণে আবেদন নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হলে জেলা কমিটি উপকমিটির সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। এরূপ উপকমিটি গঠন করা হলে জেলা কমিটি দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেবে। তবে উপকমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না। উপকমিটি অনুসন্ধান বা শুনানী গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা কমিটিকে সহায়তা করতে পারবে।

ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব অর্পণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী যে কোনো কমিটি এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য এর কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করতে পারে। জেলা কমিটি প্রয়োজনে এই ধারার ক্ষমতা ব্যবহার করে দক্ষ ব্যক্তিকে ৩৬ ধারার আবেদন নিষ্পত্তির জন্য নিয়োগ করতে পারে। বিশেষ করে আবেদনের সংখ্যা বেশি হলে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ৩০ ধারার ক্ষমতাবলে কমিটি এর সদস্যদের ৩৬ ধারায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আপীল দাখিল ও নিষ্পত্তি

কোথায় আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে?

জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো পক্ষ জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল আবেদন দাখিল করতে পারবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর ৩৬ ধারার ৫ উপ-ধারা হল জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের আইনগত ভিত্তি। বিধিমালার বিধি-৫-এর উপ-বিধি (৭) ও (৮) এ আপীল দাখিল ও নিষ্পত্তির বিষয়ে বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিধিমালায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। যেহেতু জাতীয় নির্বাহী কমিটির সচিবালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সেহেতু এই সচিবালয়েই আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে, নির্বাহী কমিটি ভিন্ন রূপ নির্দেশনা দিলে কিংবা আপীলের স্থান নির্ধারণ করে দিলে সে অনুযায়ী আপীল দাখিল করতে হবে।

- ধারা ৩৬(৭) মোতাবেক জাতীয় নির্বাহী কমিটির আদেশ এতদ বিষয়ে চূড়ান্ত ও সকল পক্ষের ওপর বাধ্যকরি। আপিলের সিদ্ধান্তে কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে ন্যায়বিচার চেয়ে রিট আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

কে আপীল দাখিল করতে পারবেন?

যার বা যাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করা হয়েছে কেবল তারাই জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন। আবেদন খারিজ করা হলে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী আপীল করতে পারবেন, যদিও আইনে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

কার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন?

ধারা ৩৬(৫) ও বিধি ৫(৭) মোতাবেক জেলা কমিটির আদেশ তথা জেলা কমিটির বিরুদ্ধে আপীল আবেদন করতে হবে।

কত দিনের মধ্যে আপীল দাখিল করতে হবে?

ধারা ৩৬(৫) অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী

কমিটির নিকট আপীল করতে হবে। তবে, একই ধারা মোতাবেক নির্বাহী কমিটি যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল করতে পারে নাই, তাহলে নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবে।

আপীল শুনানী

এই আইনের ধারা ৩৬-এর ৬ উপধারা অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-ধারা ৫-এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, বিষয়টির ওপর উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে আপীল নিষ্পত্তি করতে আইনানুযায়ী বাধ্য। জেলা কমিটির মতই আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য শুনানীবিষয়ক অনুসরণীয় বিষয়াদি আইন কিংবা বিধিমালা কোনোটাতেই বিস্তারিত আলোচনা করেনি। সুষ্ঠু বিচারের সাধারণ নীতিসমূহই এখানে আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা উচিত।

আপীল আদেশ

নির্বাহী কমিটি সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পর্যালোচনা ও উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ সাপেক্ষে হয় আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করবে অথবা তদবিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীলটি খারিজ করবে (ধারা-৩৬, উপ-ধারা-৬)। 'প্রয়োজনীয় আদেশ' বলতে কী বুঝাবে তা আইন ও বিধিমালায় ব্যাখ্যা করা না হলেও, ধারণা করা যায়, নির্বাহী কমিটি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করা বা পরিবর্তন করতে পারবে।

আদেশের মান্যতা

অধিকার আইনের ৩৬(৭) ধারা এবং বিধিমালার বিধি ৫(৯) অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যকরী। ৮ উপধারার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে কী করবেন?

আপীলের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে যে কোনো পক্ষ উচ্চ আদালতে রিট আবেদন দাখিলের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারে।

রায় বা আদেশ কার্যকরকরণ

ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশপ্রাপ্ত হলে দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আদিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আবেদনকারীকে পরিশোধ করতে বাধ্য [ধারা-৩৬(৮)]। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যর্থ হলে The Public Demands Recovery Act, 1913-এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে প্রক্রিয়ায় আদায় করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করে আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করা হবে [ধারা-৩৬(৯)]। জাতীয় নির্বাহী কমিটি ক্ষতিপূরণ আদায়ের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ব্যাংক হিসাব জব্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অনুরোধ করতে পারবে।

কমিটির সদস্যগণ ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির সময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে কাজ করবেন বলে সকলেই প্রত্যাশা করেন। প্রশিক্ষিত সদস্য ন্যায়বিচারের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই কমিটির সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ডিপিও নেতৃবৃন্দকে এ সকল বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং ৩৬ ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগের স্বার্থে স্থানীয় কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অপরাধ ও বিচার

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অপরাধ ও বিচার[১৩]

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭ থেকে ৪০][১৪]

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানসহ কিছু বিশেষ ধরনের অন্যায় কার্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে। এ কাজগুলো শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা একটি স্বাভাবিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। এ সকল কার্য 'অপরাধ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত না হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের সময় ডিপিওসমূহ কতিপয় অন্যায় ও মর্যাদাহানিকর কাজকে অপরাধ হিসেবে দণ্ডনীয় করার জোর দাবি জানিয়ে আসছিল। প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীগণ আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অসুবিধা ও ভোগান্তির কারণে অনেক সময় আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহা বা অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এ কারণে অপরাধজনক কাজগুলোকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিচার না হওয়ার ফলে অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। কোম্পানি বা সংস্থার আড়ালে থেকে অনেক সময় এ সকল কোম্পানি ও সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানান অপরাধজনক কাজ করে থাকে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে উপযুক্ত বিধান রাখার দাবিতেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ ও তাদের সংগঠনসমূহ সোচ্চার ছিলেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত ৬ (ছয়)টি বিশেষ ধরনের অন্যায় কাজকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে শাস্তিযোগ্য করা হয়। ৩৮ ধারায় এই অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অপরাধের আমল যোগ্যতা, আপসযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত এই ছয়টি অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরাধ ও দণ্ড

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭ এ বর্ণিত ৬ (ছয়)টি অপরাধ ও দণ্ড নিম্নরূপ :

অপরাধের নাম	অপরাধের দণ্ড
(১) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারার আলোকে এই অধ্যায় লিখিত হয়েছে।

১৪ ধারাসমূহের বিস্তারিত পড়তে পরিশিষ্ট দেখুন।

অপরাধের নাম	অপরাধের দণ্ড
(২) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাপ্য হিস্যা হতে বঞ্চিত করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৪) পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৫) কোনো ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করলে।	১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৬) জালিয়াতের মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করলে।	৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির চেষ্টা করা

ধারা ৩৭(১)

'কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা সৃষ্টির চেষ্টা করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৩৭(১) অনুসারে আইনী আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(১) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন :

১. কোনো কার্যের দ্বারা বা কার্য হতে বিরত থাকার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়;

২. আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতার শিকার ব্যক্তি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হন;

৩. প্রতিবন্ধিতার কারণে উক্ত রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়;

'আইনের আশ্রয় লাভ' বলতে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোনো আইনের আশ্রয় লাভকে বুঝাবে। ঘটনা সংঘটনের পর থেকে মামলা দায়ের ও বিচার প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো প্রকারের বাধা 'আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা' হিসেবে বিবেচিত হবে। 'বাদী' বা 'বিবাদী' কিংবা 'অধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি' বা 'অধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি' উভয় পরিচয়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি আসামি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিও হয়ে থাকেন তাহলেও তার আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান ৩৭(১) ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বাধা আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির চেষ্টা করা বলতে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অথবা অঙ্গ সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত এমন কোনো কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায় যা ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বাধাগ্রস্ত করেছে বা করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে সাধারণত নিম্নোক্ত উপায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে থানা-পুলিশের সহায়তা গ্রহণে বাধা প্রদান, মামলা করতে না দেয়া;
- জোরপূর্বক আপোস বা সালিশ মীমাংসায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবারকে বাধ্য করা
- পুলিশ কর্তৃক মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি
- কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইনজীবীর সেবা গ্রহণে বাধা দেয়া, বিচারগম্যতায় বাধা দেয়া
- কোনো আইনগত অভিভাবক কর্তৃক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বা মনো-সামাজিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মামলা করা থেকে বা আইনজীবীর সেবা গ্রহণ থেকে বারিত করা বা প্রতিরোধ করা;
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই বা তাকে না জানিয়ে তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনী অভিভাবক বা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা আদালতের বাহিরে মীমাংসা করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অথবা সংগঠন ৩৭(১) ধারায় অপরাধ সংঘটনের দায়ে দায়ী হতে পারেন।

উদাহারণ :

(ক) 'সালমা' (ছদ্মনাম) একজন বাকপ্রতিবন্ধী নারী। সালমা তার প্রতিবেশী 'কালাম' (ছদ্মনাম) কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের পর সালমা তার বাবা সালাম মিয়াকে (ছদ্মনাম) সাথে নিয়ে নিকটস্থ থানায় কালামের বিরুদ্ধে এজাহার দায়েরের জন্য গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালমার বাকপ্রতিবন্ধিতার কারণে এজাহার গ্রহণ না করে সালাম মিয়াকে কালামের সাথে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, ধর্ষণের শিকার নারী কিংবা শিশু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীন ন্যায়বিচার ও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। ফলে মামলা গ্রহণ না করে বরং আপোসের চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালমার আইনী আশ্রয় লাভের পথে বাধা সৃষ্টির দায়ে ধারা ৩৭(১) অনুসারে অভিযুক্ত হতে পারেন।

(খ) 'রাজা' (ছদ্মনাম) একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু। সে তার নিকটস্থ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। রাজার চলনজনিত অসুবিধার কারণে প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে দেরি হয়। প্রত্যেক দিন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ দেরি হওয়ার কারণে একদিন তার শিক্ষক 'মলয় ভৌমিক' (ছদ্মনাম) রাজাকে মারাত্মক বেত্রাঘাত করে। এতে করে রাজা আহত হয়ে ২০ (বিশ) দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকে। উক্ত ঘটনায় রাজার বাবা থানায় মামলা দায়ের করেন কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা বাদী প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে যথাসময়ে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে গড়িমসি করেন। ফলে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে দেরি হয়। এই ঘটনায় তদন্ত কর্মকর্তা আইনী আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন।

(গ) 'আশা' (ছদ্মনাম) একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়ে বয়স আনুমানিক ১৪ বছর। আশা তার বাবা-মার সাথে বগুড়ায় থাকতেন। ২০১৬ সালের সেপ্টম্বর মাসে এলাকার এক বখাটের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবার এলাকায় অনেক প্রভাবশালী। আশার বাবা স্থানীয় থানায় উক্ত ধর্ষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও থানার তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে দেরি করেছিলেন। পরবর্তীতে ডিপিও এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের চাপে উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত রিপোর্ট আদালতে

জমা দেয়। উক্ত তদন্ত রিপোর্টের পরে অভিযুক্ত বখাটেকে আদালত গ্রেফতারের আদেশ দেয়। গ্রেফতারের পর অভিযুক্ত বখাটে জামিনে মুক্তি পান। বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন আছে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকরণ

ধারা ৩৭(২)

'কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(২) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসবে বিবেচিত হবে যখন :

১. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজ ধর্মীয়/ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হিস্যা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন বা প্রাপ্য অংশের কম পরিমাণ সম্পদ লাভ করেন;

২. প্রাপ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হবার কারণ বঞ্চিত ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা।

উত্তরাধিকার বলতে, অভিভাবকের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে উত্তরজীবীদের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারকে বুঝায়। বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তি এবং বণ্টন ব্যক্তিগত আইন নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যাপারে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা আদিবাসীদের আইনের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একই ধর্মের মধ্যে একাধিক রীতিও দেখা যায়। যেমন : পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাসকারী মারমা সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ একই নিয়মে উত্তরাধিকার লাভ করেন না। ৩৭(২) ধারার ভাষ্য হল কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারী তিনি সেই ধর্ম অনুযায়ী যতটুকু সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন, ততটুকুই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনোভাবেই বা কোনো অজুহাতেই তার প্রাপ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার প্রতিবন্ধিতার কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন -এর ধারা ৩৭(২) অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এ ধারা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবকের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের বেলায় প্রযোজ্য অন্য কোনো সম্পত্তির বেলায় বণ্টনের বেলায় এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। যেমন : যদি কোনো পিতা তার জীবত অবস্থায় তার সম্পত্তি তার প্রতিবন্ধী সন্তান ছাড়া অন্য সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয় তাহলে উক্ত প্রতিবন্ধী সন্তানটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের এই ধারা অনুসারে উক্ত বণ্টনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে না। কারণ উত্তরাধিকারের অধিকার অভিভাবকের মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ :

(১) 'শীলা' (ছদ্মনাম) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মেয়ে। তারা দুই ভাই এবং তিন বোন। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে 'শীলা' অন্যান্য ভাইবোনদের সাথে আইনত উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকারী হলেও সম্পত্তি বণ্টনের সময় তার অন্যান্য ভাইবোন শীলার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার অজুহাতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের সময় সীমার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে। তাই তার সম্পত্তির প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে শীলার অন্যান্য ভাইবোনেরা এই আইনের ধারা ৩৭(২) অনুসারে অভিযুক্ত হবেন।

(২) 'মিতা' (ছদ্মনাম) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারী। বয়স বর্তমানে আনুমানিক ৩২ (বত্রিশ) বছর। তার আরো একভাই ও তিন বোন রয়েছে। সে বর্তমানে ঢাকার উত্তরখানে তার পরিবারের সাথে বাস করেন। মিতার বাবা বাংলাদেশ সরকারের একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বাবার মৃত্যের পর তার ভাই ও তিন বোন মিতার জন্য সামান্য

সম্পদ রেখে বাকি সম্পদ মুসলিম ফরায়েজ অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেয়। মিতার জন্য যে অংশ রাখা হয়েছে তা তার প্রাপ্য হিস্যা থেকে অনেক কম। তার ভাইবোনরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ভাই তার দেখাশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে। তাই তার জন্য রাখা সামান্য সম্পদটুকুও তার ভাইকে দিয়ে দেয়া হয়। মিতাকে বঞ্চিত করার দায়ে তার সকল ভাইবোন এবং বণ্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই ৩৭(২) ধারায় অপরাধের দায়ে দায়ী হতে পারেন।

সম্পদ আত্মসাৎ

ধারা ৩৭(৩)

'কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৩) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন :

১. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করার ঘটনা ঘটে;

২. আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত ছিল;

৩. সম্পটি আত্মসাৎকারী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল;

৪. অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে অথবা উক্ত সম্পত্তিটি নিজে ব্যবহার করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পদ এবং সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। তবে সম্পদ আত্মসাৎকে অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা, অসাধুভাবে সম্পদ আত্মসাৎকরণ এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ। অপরাধমূলক সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বা নিজের ব্যবহারে পরিণত করা। অপরদিকে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলতে কোনো সম্পত্তির ওপরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের নামে ব্যবহার করে অথবা উক্ত সম্পত্তি পরিচালনার জন্য আইন নির্দেশিত পথকে স্পষ্ট বা পরোক্ষভাবে লঙ্ঘন করে অসাধুভাবে উক্ত সম্পদ ব্যবহার করে বা ব্যবস্থাপনা করে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তাহলে তা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা বলা যায় যে, এই ধারায় সম্পদ বলতে স্থাবর এবং অস্থাবর বলতে উভয় প্রকার সম্পদকে এবং সম্পদ আত্মসাৎ বলতে অসাধুভাবে সম্পদকে আত্মসাৎকরণ এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকে বুঝায়। আর উভয় প্রকার আত্মসাৎকরণের যে কোনো একটি যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কিত হয় তাহলে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই ধারা অনুসারে প্রতিকারের জন্য মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং অপরাধকারী ব্যক্তি শাস্তি হিসাবে এই ধারায় যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, উক্ত শাস্তি উভয় প্রকার আত্মসাতের জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারেন।

উদাহরণ :

(১) 'রবি' (ছদ্মনাম) রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় একটি খাম কুড়িয়ে পায়। উক্ত খামের ভেতরে কিছু টাকাসহ মালিকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল এবং টাকার মালিক ছিল একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। রবি নাম-ঠিকানা জানার পরও টাকাগুলো তার মালিককে ফেরত না দিয়ে নিজে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে রবি সম্পদ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত হবেন।

(২) 'পলাশ' (ছদ্মনাম) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতার শিকার। উত্তরাধিকারসূত্রে সে তার পিতার সম্পদের

মালিক হয়। তার ইচ্ছায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষাবিষয়ক শহর কমিটি তার সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু কমিটির নিয়োগকৃত ব্যক্তি পলাশের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পলাশের সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে ৩৭(৩) ধারায় অভিযুক্ত হতে পারেন।

(৩) রবিন একজন অটিস্টিক ব্যক্তি, তবে সম্পদ দেখাশোনা করতে না পারার মতো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা তার নেই। সে অন্য কোনো ভাইবোন না থাকায় পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়। তার চাচা তাকে না জানিয়ে উপজেলা কমিটির নিকট ভাতিজার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের মতো উপযুক্ত মানসিক অবস্থা নেই এই যুক্তিতে তাকে সম্পদ দেখাশোনা করার দায়িত্ব অর্পণের আবেদন করে। কমিটির সদস্যদের ধারণা ছিল যেহেতু অটিস্টিক ব্যক্তিদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা থাকে এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিজের খেয়াল রাখতে অপারগ সেহেতু তারা রবিনের চাচাকে তার সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন। রবিন তার চাচাকে আগে থেকেই বিশ্বাস করত না, বরং সে তার এক বন্ধুকে প্রবল বিশ্বাস করে এবং তার সহায়তায় সে নিজের কাজগুলো নিজেই করতে পারে। রবিনের চাচার অভিপ্রায় খারাপ ছিল। তিনি ধীরে ধীরে রবিনের সকল সম্পদ অন্যের নিকট বিক্রি করে দেন কিন্তু বিক্রয়ের কোনো টাকা তিনি রবিনকে দেননি। রবিনের চাচা ৩৭(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে দায়ী হবেন।

(৪) রাজু মাতুব্বর (ছদ্মনাম) সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের পশ্চিম বিভাগদী গ্রামের মৃত হাকিম মাতুব্বরের ছেলে। রাজু মাতুব্বর ২০০৫ সালে দুবাইয়ের একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির নির্মাণ শ্রমিকের ভিসায় দুবাই যান। সেখানে কর্মরত অবস্থায় লিফটের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে একটি হাসপাতালে ১ বছর ৭ মাস চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে রাজু মাতুব্বরের জীবন রক্ষা পেলেও প্রতিবন্ধিতা বরণ করতে বাধ্য হন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজু মণ্ডল দুবাইয়ের শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করেন। শ্রম আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলায় রাজু মাতুব্বর একই এলাকার আব্দুল আলীমকে (ছদ্মনাম) এফিডেভিট করে মামলার নমিনি নিযুক্ত করে দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মামলায় রায়ে নিয়োগকারী সংস্থা রাজু মাতুব্বরের ক্ষতিপূরণ বাবদ নমিনিকে বাংলাদেশি ৪৩ লাখ টাকা দিতে নির্দেশ দেয়। নমিনি আব্দুল আলীম কোম্পানির দেওয়া এ টাকা রাজু মাতুব্বরকে না দিয়ে আত্মসাৎ করে। এমতাবস্থায় ২০১৪ সালে রাজু মাতুব্বর টাকা পেতে ব্লাস্টের সহযোগিতায় ফরিদপুর আদালতে আব্দুল আলীম মাতুব্বরকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। রায়ে ফরিদপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আসামির অনুপস্থিতিতে আত্মসাৎকারী নমিনিকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

(৫) "সালমা" (ছদ্মনাম) ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। সালমার বর্তমানে আনুমানিক বয়স ২৩ বছর এবং তিনি তার পরিবারের সাথে ঢাকার সাভারে থাকেন। সালমার বাবা সালমাকে কিছু সম্পত্তি (জমি) রেজিস্ট্রি করে দিলে তার চাচারা সালমার নামে রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তিটি জোর করে দখল করে নেয়। আজ অবধি উক্ত সম্পত্তি সালমাকে হস্তান্তর করা হয়নি। সালমা তার সম্পত্তি দখল পেতে ঢাকা কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তিনি চাইলে ৩৭(৩) ধারায়ও প্রথম শ্রেণির বিচারিক হাকিমের আদালতে পৃথক আরেকটি মামলা দায়ের করতে পারেন।

যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার

ধারা ৩৭(৪)

'কোনো ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৪) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন :

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা প্রদান করা হয়, অথবা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হয়;

২. উক্ত নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা বা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়;

৩. উক্ত নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উভয় বা যে কোনো এক প্রকারে করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমাজে বিভিন্ন নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। এই সকল ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। যেমন : সমাজে বা বিভিন্ন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে থাকেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কোনো কাজ করতে সক্ষম নন। এরূপ ধারণার ধরনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। এই ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী প্রদান করা হয় না। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম। এ সকল ভুল ধারণা বা নেতিবাচক ধারণা আরো রয়েছে। এগুলো সমাজ থেকে অপসারিত না হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই এ ধরনের নেতিবাচক ধারণা প্রতিরোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে ৩৭(৪) ধারা সংযোজিত হয়েছে।

৩৭(৪) ধারা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা যেমন, সংবাদপত্র, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, যে কোনো প্রকারের বিলবোর্ড, গণমাধ্যম যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, ফেসবুক, টুইটার এবং ইউটিউবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকারেই হতে পারে। তবে এ ধরনের নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে করা ব্যঙ্গ অবশ্যই প্রকাশনা বা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে। এরূপ প্রকাশনার জন্য প্রকাশক বা প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা সংস্থাও দায়ী হবে। তবে কোনো ক্রমেই উক্ত প্রকাশনার মেকানিক এবং টাইপিস্টকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

উদাহরণ :

(১) একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত একটি টকশোতে একজন অতিথি মন্তব্য করেন, 'আমি যে কথা বলতে চাই ... প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা রাখা অন্যায়। সরকার প্রতিবন্ধীদের নানাভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারে। তাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। ... সিভিল সার্ভিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রতিবন্ধীদের বসিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দুর্বল করা– এটা অনুচিত[১৫]।" এই মন্তব্যে স্পষ্টত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগ্যতা নিয়ে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ধারণা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে এরূপ মন্তব্য করা এবং তা টেলিভিশনে সম্প্রচার করার ফলে বিষয়টি ৩৭(৪) ধারার আওতায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

(২) একটি সুপরিচিত 'কফি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান' তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরি করে। এই বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় একজন মৃদু বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি কথা বলার সময় তার কথা সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে স্বাভাবিক বিরতিতে উচ্চারণ করতে পারছেন না। তার শব্দ উচ্চারণে যখন বিলম্ব ও অসুবিধা হচ্ছিল তখন টিভি স্ক্রিনে ইন্টারনেট সংযোগ ধীরগতির হওয়ার কারণে কোনো কিছু ডাউনলোড হতে বিলম্ব হওয়ার যে চিহ্ন সেটি দেখানো হচ্ছিল। ইন্টারনেটের ধীরগতি স্বাভাবিকভাবে সকলের নিকট বিরক্তিকর ও অপ্রিয়। একই বিষয়ের সাথে বাকপ্রতিবন্ধিতার তুলনা করায় বিজ্ঞাপনটি স্পষ্টত প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক ধারণার বহিঃপ্রকাশ করেছিল। এটি ৩৭(৪) ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৫ টকশোটি ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ সন্ধা ৭.০০টায় প্রচারিত হয়।

অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র গ্রহণ

ধারা ৩৭(৫)

'কোনো ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হইলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ১(এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৫) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন :

১. নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বা পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করলে;

২. অভিযুক্তি ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছেন;

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি জানতেন উক্ত তথ্যগুলো অসত্য এবং ভিত্তিহীন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল ইতিবাচক পদক্ষেপ যাতে কেউ অন্যায়ভাবে উপভোগ করতে না পারে সেই লক্ষ্যেই এই ধারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। দণ্ডবিধিতে অসত্য তথ্য প্রদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ নেই। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধাগুলো যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণই উপভোগ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই বিধানটি খুবই কার্যকরী হবে বলে ডিপিওসমূহ মনে করে থাকে।

উদাহরণ :

(১) একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১০% পদ সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত পদে আবেদন করার জন্য 'সুমন' (ছদ্মনাম) অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হয় ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। যথারীতি যে উক্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আবেদন করে। নিয়োগ পরীক্ষার সময় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে সন্দেহ করলে সে স্বীকার করে যে, সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নয়। এক্ষেত্রে কোনো ডিপিও তার বিরুদ্ধে ৩৭(৫) ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(২) 'তমাল' (ছদ্মনাম) ২০১২ সালে তার নিকটস্থ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে শ্রবণপ্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। তমাল শ্রবণপ্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার মতো প্রতিবন্ধিতার তার ছিল না। প্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন ফরমে তমাল মিথ্যা তথ্য প্রদান করে যা তমাল নিজেও বিশ্বাস করে উক্ত তথ্য অসত্য বা ভিত্তিহীন। এক্ষেত্রে তমাল অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধিত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।

জালিয়াতের মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি

ধারা ৩৭(৬)

'কোনো ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৭ বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৬) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন :

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা পরিচয়পত্র তৈরি করেন;

২. পরিচয়পত্রটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে তৈরিকৃত হয়ে থাকে;

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি জানতেন পরিচয়পত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃতি হয়নি;

এখানে জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে পরিচয়পত্র তৈরিকে বুঝাবে। জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্রটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত পরিচয়পত্রে স্বাক্ষর অথবা মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে বলে মনে হলেও অথবা দেখে মনে হলেও আসলে তা করা হয়নি। জালিয়াতির বিরুদ্ধেও দণ্ডবিধিতে বিধান যুক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে ৩৭(৬) ধারা যুক্ত করার উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত ইতিবাচক ব্যবস্থাদি যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই উপভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যাতে তাদের সুবিধাগুরো ছিনিয়ে নিতে না পারে সেটিই এই ধারার উদ্দেশ্য। পরিচয়পত্র বা পরিচয়পত্রের অংশবিশেষ কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে কি-না তা এই ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য নয়। জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরিকৃত পরিচয়পত্রটি কোনো দাবি বা অধিকার সমর্থন করার জন্য বা প্রতারণার অভিপ্রায়ে অন্য কোনো অসৎ বা প্রতারণার উদ্দেশ্য তৈরি হয়েছে কি-না তা ৩৭(৬) ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য হবে না।

উদাহরণ :

(১) 'জাফর' (ছদ্মনাম) ২১ বৎসর বয়সী অপ্রতিবন্ধী বালক। জাফর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি হওয়ার জন্য পরিচয়পত্র প্রদানকারী উপজেলা কমিটির সহি এবং সীলমোহর নকল বা জাল করে পরিচয়পত্র তৈরি করে এবং উক্ত পরিচয়পত্রের বলে জাফর প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পরে জাফর প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি হয়। এ ক্ষেত্রে জাফর জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

কে মামলা করতে পারবেন?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৮(১) ধারা মোতাবেক ফৌজদারী কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ মামলা দায়ের করতে পারবেন :

- সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজে, অথবা
- সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা-মাতা, অথবা
- বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক, অথবা
- যে কোনো ডিপিও।

কোন আদালতের এখতিয়ারাধীন?

৩৮(২) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য হবে।

আমলযোগ্যতা, আপোসযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা

৩৮(৩) ধারা মোতাবেক এই আইনের উল্লিখিত বিশেষ অপরাধগুলো–

- অ-আমলযোগ্য
- আপোসযোগ্য। অপরাধগুলোর আপসের পদ্ধতি ফৌজাদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৫ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আপোসে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্বাধীন মত থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তিনি না চাইলে আপোস করার সুযোগ নেই।
- জামিনযোগ্য।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগযোগ্যতা

এই আইনের ধারা ৩৯ অনুসারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হবে :

- তদন্ত,
- বিচার এবং
- আপীল।

অপরাধ সংঘটনে কোম্পানির দায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৪০ কোম্পানির ফৌজদারী অপরাধের দায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ধারা মতে, 'এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।'

ধারা ৪০ অনুযায়ী কোম্পানি বলতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন : তথ্য কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে, অংশীদারী কারবার, সমিতি সংঘ বা সংগঠনকেও বুঝাবে। আবার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বলতে কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড সদস্যকেও বুঝাবে।

কোম্পানির দায় হবে পরার্থ দায়। সেহেতু কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তি নিজে কোনো অপরাধ করার সামর্থ্য রাখে না, সেক্ষেত্রে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর অপরাধের দায় কোম্পানির ওপরে বর্তায়। কোম্পানির অপরাধের জন্য কোম্পানির পরিচালক বা ব্যবস্থাপক অথবা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে। কোম্পানির অভিযুক্ত কর্মচারী যদি কোম্পানির স্বীকৃত কাজের বাইরে এবং অফিস সময়ের বাইরে কোনো কাজ করে সেক্ষেত্রে ঐ কাজের দায় ব্যক্তিগত কোম্পানির কোনো দায় বহন করবে না। কোম্পানির অপরাধের বিচার ব্যক্তির অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার মতই। যদি বিচারে কোম্পানি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হন এবং সেই সাথে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হোন সেক্ষেত্রে কোম্পানির পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা কর্মকর্তা উক্ত দণ্ড ভোগ এবং অর্থদণ্ড প্রদান করবেন।

৩৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধগুলো দমন ও প্রতিরোধে অবশ্যই সকলকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ধারাটির যেন কোনো অপব্যবহার না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কোনোরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা আবেগতাড়িত হয়ে বা অসতর্কতার কারণে যাতে কেউ এটির অপব্যবহার না করেন সেদিকে খেয়াল রেখে সমাজকর্মী, বিশেষত আইনজীবীদের কাজ করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তথ্য ও মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা

ইউএসএইড/বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে এনজিডিও, ব্লাস্ট এবং এনসিডিডব্লিউ বাস্তবায়িত ইপিডি ও এক্সপান্ডিং পার্টিসিপেশন অব পিপলস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস প্রকল্পের ডিপিও মূল্যায়ন ভিজিট। ছবিটি কুষ্টিয়া জেলার 'কম্পন জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন' পরিদর্শনকালে তোলা হয়েছে। ছবিতে ইউএসএইড/বাংলাদেশের কর্মকর্তা, এনজিডির কর্মকর্তা এবং কম্পন জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশনের সদস্যদের দেখা যাচ্ছে

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে তথ্য ও মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসমূহের বর্তমান ক্রিয়াশীলতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি, একটি জাতীয় নির্বাহী কমিটি, প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা কমিটি, প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে উপজেলা কমিটি এবং প্রত্যেক পৌর/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শহর কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। আইনে এই কমিটিসমূহের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটিসমূহের সামষ্টিক দায়িত্ব হল, আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত এই কমিটিসমূহের ওপরেই ন্যস্ত।

এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ ও ব্লাস্টের বিভিন্ন কর্ম এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, আইন প্রণয়নের চার বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও প্রতিবন্ধী জনগণ কমিটিসমূহের নিকট থেকে প্রত্যাশিত সেবা পাননি। কমিটিসমূহের কার্যকারিতা না থাকার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে :

- আইনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারা ৩১ ও ৩৬ কার্যকর করা হয়েছে আইন প্রণয়নের দু'বছর পর ২০১৫ সালে। বিধিমালাও তৈরি হয়েছে দু'বছর পর। ফলে পুরো আইনের কার্যকারিতাই বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
- জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও নির্বাহী কমিটি অনেক বিলম্বে গঠিত হয়েছে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ের কমিটিসমূহের তদারকি সঠিকভাবে হয়নি;
- কয়েকটি জেলা, অধিকাংশ উপজেলা ও শহর কমিটি ২০১৬ সাল পর্যন্তও গঠিত হয়নি;
- জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কোনো কমিটির সভাই নিয়মিত আয়োজন করা হয় না। এর অন্যতম কারণ হল কমিটিসমূহের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদবিধারী ব্যক্তি বিধায় তারা প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকেন। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু পদাধিকার বলে যারা কমিটির সদস্য হয়ে থাকেন, তাদের প্রতিবন্ধিতা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিষয়ে কোনোরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় কমিটি সামষ্টিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।
- কমিটিসমূহের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকে না। ফলে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাবেও কমিটির কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

কমিটিসমূহকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে ডিপিওসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ডিপিওসমূহ তথ্য কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কাজে লাগাতে পারেন।

তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এবং অনুচ্ছেদ ৩৯-এ জনগণের চিন্তা, বিবেক এবং বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি ও নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনুসারে তথ্য বলতে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপিকে বুঝায়। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এ উল্লিখিত কিছু সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, ধারা ৪ অনুসারে যে কোনো নাগরিক তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন।

- তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই তথ্য অধিকার আইন একটি অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় কী কী কাজ হয়েছে বা এতদসম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করা হলে কর্তৃপক্ষ/কমিটিসমূহ জবাবদিহিতার বিষয়ে সচেতন হবে।
- ৩৬ ধারায় আবেদন করার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য জানা না থাকলে তা তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে জেনে নেওয়া সম্ভব।

উদাহরণ :

রাজিব একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি একটি ব্যাংকে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেন। পরীক্ষার পূর্বে তিনি যখন শ্রুতিলেখকের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন তখন কর্তৃপক্ষ তার প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে জানতে পারেন এবং তাকে শ্রুতিলেখকের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাজিব পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলেন না। প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ায় রাজিব জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কোনো জেলায় এই আবেদন করবেন এবং সেই জেলায় কমিটি গঠিত হয়েছে কি-না সেটা জানতে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরে আবেদন করেন।

উদাহরণ :

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জেনে সরকারি চাকুরীতে কোটায় নিয়োগ পেলেন সুজন ঢালী সুজন একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি পদে প্রতিবন্ধী কোটায় চাকুরীর আবেদন করেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তিনি মৌখিক পরীক্ষার পর চূড়ান্ত মনোনয়ন পাননি বিধায় তিনি তথ্য অধিকার আইনে মৌখিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর, তার নিজ জেলায় কোটায় মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা এবং উক্ত জেলার প্রাপ্য পদের সংখ্যাসহ বেশ কিছু তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ তাকে চাহিত তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তথ্য কমিশনে আপীল অভিযোগ দাখিল করেন। কমিশন তাকে তথ্য প্রদানের আদেশ প্রদান করেন। তিনি তথ্য পেয়ে জানতে পারেন তার নিজ জেলায় কোটা খালি রয়েছে এবং তিনি মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছেন। এ তথ্য জানার পর তিনি উচ্চ আদালতে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত কোটা বাস্তবায়নের নির্দেশনা ও তাকে নিয়োগ প্রদানের আদেশ চেয়ে রিট মামলা দায়ের করেন। উচ্চ আদালত মামলার চূড়ান্ত রায়ে সুজনকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন।

কীভাবে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করবেন?

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮ অনুসারে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজে অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংঘটন 'ক ফরমে' সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য অধিকার কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন। 'ক' ফরমে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করা সম্ভব না হলে সাদা কাগজে আবেদন করা যাবে। আবেদন ফরমে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য বর্ণনাকৃত প্রশ্ন স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তথ্য চেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারেন। যে মাধ্যমেই আবেদন করা হোক না কেন, প্রত্যেক আবেদনের একটা কপি সংরক্ষিত রাখা উচিত। আর যদি লিখিতভাবে আবেদন করা হয়, তবে আবেদনটি রেজিস্ট্রার করে ডাকে পাঠানো ভালো। রেজিস্ট্রার ডাকের রশিদ এবং আবেদনের একটা কপি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ রাখতে হবে। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তথ্যের জন্য মূল্য পরিশেধের জন্য তথ্য কর্মকর্তার উল্লিখিত সরকারি ব্যাংকে পে-অর্ডার অথবা তথ্য কর্মকর্তার চাহিদামতো পন্থায় জমা দিতে হয়।

ফরম 'ক'

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

.....

(নাম, পদবি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা),

..... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম.....

পিতার নাম.....

মাতার নাম .....

বর্তমান ঠিকানা .....

স্থায়ী ঠিকানা .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে).....

২। কী ধরনের তথ্য.....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী.....

(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা.....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ.....

* তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যেও মূল্য পরিশোধযোগ্য ।

তথ্য না পেলে কীভাবে আপীল আবেদন করবেন?

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেলে; অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে আবেদনকারী আপীল আবেদন করতে পারেন। সাধারণত আপীল আবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস বা দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট করতে হয়।

আবেদনের মাধ্যমে তথ্য না পেলে বা তথ্য প্রদানে অপরাগতার সিদ্ধান্তের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল আবেদন করতে হয়। আপীলকারী কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে ৩০ (ত্রিশ) দিন পরেও আপীল আবেদন করা যাবে। আপীল আবেদন পাওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব প্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেবেন। আপীল আবেদন আপীল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীল আবেদন খারিজ করে দেবেন। আদেশপ্রাপ্ত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদেনকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করবেন।

তথ্য অধিকার আইনের ২৪ ধারা এবং তথ্য অধিকার আইন বিধিমালার বিধি ৬ অনুসারে 'গ' নং ফরমে আপীল করতে পারেন। আপীল আবেদন 'গ' ফরমে করা সম্ভব না হলে সাদা কাগজে আপীল আবেদন করা যাবে। আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারেন। যদি লিখিতভাবে আপীল করা হয় তবে আপীল আবেদনটি রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো ভালো। রেজিস্ট্রি ডাকের রশিদ এবং আপীলের একটা কপি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ রাখতে হবে।

উদাহরণ :

মোস্তাফিজ একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। সকল যোগ্যতা পূরণ করেই তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে চাকুরীর আবেদন করেন। তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত কোটায় আবেদন করেন। নিয়োগ পরীক্ষার সকল ধাপে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় তিনি মনোনীত হননি। মোস্তাফিজের সন্দেহ হয় যে, ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কোটার নিয়ম প্রয়োগ করা হয়নি। তিনি তথ্য অধিকার আইনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট কোটা-সংক্রান্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয়েছে কি-না, পরীক্ষাগুলোতে তার প্রাপ্ত নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য চেয়ে অথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য প্রদান না করে জানায় যে পরীক্ষার তথ্য তাদের সংরক্ষণে থাকে না, বরং এটি বুয়েটের নিয়ন্ত্রণে থাকে। মোস্তাফিজ এতে সংক্ষুব্ধ হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট আপীল দাখিল করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের আদেশ দেন এবং মোস্তাফিজ তথ্য লাভ করেন। প্রাপ্ত তথ্যে তিনি জানতে পারেন, তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তার উপজেলায় কোটা খালি না থাকায় তিনি নিয়োগের জন্য মনোনীত হননি।

ফরম 'গ'

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

আপীল আবেদন

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবি)

ও আপীল কর্তৃপক্ষ,

..... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের জন্য সহজ মাধ্যমসহ) .....

২। আপীলের তারিখ.....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার কপি (যদি থাকে) .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)

.....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ.....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি বা ভিত্তি.....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন.....

৯। অন্য কোনো তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারীর ইচ্ছা পোষণ করেন.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ.....

আপীলে তথ্য না পেলে করণীয়

আপীলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে সংশ্লিষ্ট তথ্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১২ অনুসারে মোট তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ২ (দুইজন) কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশনে গঠিত হয় । প্রধান তথ্য কমিশনার কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরর ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান -৩(১)দ্রষ্টব্য]

বরাবর

প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং.....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ :.....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাহার নাম ও ঠিকানা :

.....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশিত যাইবে)

.....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

.....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা

.....

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তেব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

.....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছে যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য প্রদানের পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৯ এবং উক্ত আইনের বিধিমালা এর বিধি ৪ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করবেন। তবে তথ্য প্রদানের সাথে যদি এক বা একাধিক ইউনিট বা কর্তৃ পক্ষ জড়িত থাকে তাহলে অনুরোধকৃত তথ্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে সরবরাহ করবেন। কিন্তু যদি তথ্য কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অপারগ হন তাহলে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তার অপারগতা সম্পর্কে জানাবেন। আর যদি তথ্য কর্মকর্তা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করেন, তাহলে ধরে নিতে হবে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য মজুদ থাকলে তার যুক্তিসঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করে ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে উক্ত তথ্যের জন্য মূল্য পরিশোধের জন্য অবহিত করবেন। ধারা ৭-এর বাধার কারণে সম্পূর্ণ আবেদন বাতিল করা যাবে না। যতটুকু তথ্য প্রদান করা যায় ততটুকু তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করবেন। কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো অডিও রেকর্ড পদ্ধতিতে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে অডিও রেকর্ড তথ্য প্রদানে সহয়তা করবেন।

মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন, এবং নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে । প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে অথবা লঙ্ঘনের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রতিকারের জন্য মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কমিশন অনুসন্ধান ও শুনানী শেষে অধিকার বাস্তবায়নের আদেশ দিতে পারেন। কমিশনের ক্ষমতা হাইকোর্টের বিচারপতির ক্ষমতার সমকক্ষ। বেসরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষমতা সীমিত। যেমন : কোনো বেসরকারি সংস্থা কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কারাবন্দিদের অবস্থা দেখতে পারে না। কিন্তু মানবাধিকার কমিশন চাইলে কারা কর্তৃপক্ষ প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য।

একজন চেয়ারম্যান এবং ৬ (ছয়) জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য হবেন সার্বক্ষণিক এবং অন্যান্য সদস্যরা হবেন অবৈতনিক। কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে একজন মহিলা এবং একজন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্য হবেন।

মনে রাখতে হবে,

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রতিকার প্রদান না করলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও প্রতিকার চাওয়া যাবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কোয়াজি-জুডিশিয়াল ক্ষমতা রয়েছে। তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। এ কমিশন কারাগারসহ বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করার উচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- মানবাধিকার কমিশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটি কর্তৃক কোনো অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সেটিও তদন্ত করতে পারবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায় বা আধা-বিচারিক ক্ষমতার অধিকারী। অনুসন্ধান বা তদন্তকালে দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করবেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট নিম্নলিখিত কারণে অভিযোগ দায়ের করা যায়। মানবাধিকার কমিশনের আবেদন করার ফরমটি হল নিম্নরূপ :

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন : চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৫৫০১৩৭১৫, সচিব- ৫৫০১৩৭১৭

ই-মেইল : info@nhrc.org.bd ওয়েবঃ www.nhrc.org.b **অভিযোগ দায়েরের ফরম**

(ক) অভিযোগকারী সম্পর্কিত তথ্য

(১) নাম :

(২) পিতার নাম :

(৩) মাতার নাম :

(৪) ঠিকানা গ্রাম/মহলা : থানা :

জেলা :

ফোন :

ই-মেইল :

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :.....

সংগঠনের নাম : (প্রযোজ্য হলে)

(৫) লিঙ্গ : (ক) পুরুষ (খ) নারী

(গ) অন্যান্য (টিক দিন)

(৬) ধর্ম/উপজাতি/ক্ষুদ্র জাতিসত্তা/নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়/বিশ্বাস, ইত্যাদি

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই অভিযোগকারী কী? হ্যাঁ অথবা না (টিক দিন)

(১) নাম :

(২) পিতার নাম :

(৩) মাতার নামঃ

(৪) ঠিকানা : গ্রাম/মহলা :

থানা : জেলা : ফোন :

ই-মেইলঃ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :.....

সংগঠনের নাম (প্রযোজ্য হলে)

(৫) লিঙ্গ : (ক) পুরুষ (খ) নারী (গ) অন্যান্য (টিক দিন)

(৬)ধর্ম/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়/বিশ্বাস ইত্যাদি, (টিক দিন)

(৭) প্রতিবন্ধী কি-না :- হ্যাঁ / না (টিক দিন)

(৮) প্রতিবন্ধী হইলে তাহার ধরন :-

(গ) যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-

(১) তারিখ ..... সময়.....

(২) ঘটনাস্থল :- গ্রাম/এলাকা/ওয়ার্ড (টিক দিন)

(৩) থানা.....জেলা.....বিভাগ.....

(৪) প্রত্যক্ষদর্শী/ সাক্ষী (যদি থাকে).....

(৫) ঘটনার বিবরণ :.....

(৬) বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে কোনো আদালতে মামলা হয়েছে কি-না : হ্যাঁ না (টিক দিন)

(৭) শৃঙ্খলা-বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি-না : হ্যাঁ না (টিক দিন)

(৮) শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে বাহিনীর নাম :.....অবস্থান :..... পদবি :.....

(৯) যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে :.....

আমি .....অভিযোগকারী এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত সকল তথ্য ও বিবরণ আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য ।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর

[দ্রষ্টব্য :- প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে এবং যে কোনো প্রামাণিক দলিলপত্র, অ্যাপ, ছবি, অডিও বা ভিডিও ক্লিপ, ডাক্তারি সনদ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

উদাহরণ : শারীরিক প্রতিবন্ধী আকবর আলী কেস

২০১৩ সালে ১৩ জুলাই তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় "স্ত্রীর পিঠে চড়ে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে আকবর আলী" শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলা মহিলা কলেজের পশ্চিম পাশে ০৩ শতাংশ খাসজমি প্রতিবন্ধী আকবর আলীকে দেওয়া হয়। আকবর আলী অনেক চেষ্টা করেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাজ থেকে দখল নিতে না পারে প্রতিবন্ধী হিসাবে স্ত্রীর পিঠে চড়ে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে জমি দখল পাওযার জন্য তদবির করে কিন্তু দখল পায় না। বিষয়টি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালার পরিপন্থী এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন প্রতীয়মান হওয়ায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে রংপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকে তদন্ত করে অবিলম্বে মানবাধিকার কমিশনের নিকট প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কমিশনের চিঠি পেয়ে জেলা প্রশাসক বিষটি তদন্ত করে প্রতিবন্ধী আকবর আলীকে জমি বুঝিয়ে দেন।

অষ্টম অধ্যায়

ডিপিওর সেবা ও সহায়তা প্রদান

একজন সেবাপ্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করছেন সেবা প্রদানকারী

অষ্টম অধ্যায়

ডিপিওর সেবা ও সহায়তা প্রদান

অনেক বছর ধরেই ডিপিওসমূহ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজ করছে। ডিপিওসমূহের অ্যাডভোকেসির কৌশলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ডিপিওসমূহের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসির সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এই ধরনের অ্যাডভোকেসির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। ডিপিওসমূহকে এই প্রতিবন্ধকতা জয় করার বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিতে প্রতিকার লাভের আবেদন করার সময় থেকেই সম্ভাব্য ঝক্কি-ঝামেলার বিষয়ে ভেবে নিতে হবে এবং সেগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে, তাও হিসাব করে নিতে হবে। সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের কাজ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডিপিওসমূহ কী কী সেবা প্রদান করতে পারে?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) সমূহের কাজের পরিধি ও সুযোগ প্রসারিত করেছে। ডিপিওসমূহের কর্মতৎপরতার ওপর এই আইন বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করতে পারবে :

১. ডিপিওগুলো সরাসরি মামলা/অভিযোগের পক্ষ হতে পারে;

২. আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে;

৩. ডিপিওগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পদ্ধতিগত সহায়তা, যেমন : ৩৬ ধারায় আবেদন তৈরি করা, দাখিল করাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে; কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে;

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থায় প্রয়োজনীয় সেবা ও সহযোগিতার জন্য রেফার করতে পারে;

৫. আইনী তথ্য বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে;

৬. প্রয়োজন মোতাবেক কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে মানসিক শক্তি জোগাতে পারে।

৭. কমিটিসমূহে সদস্য মনোনীত হয়ে প্রতিবন্ধী অধিকার সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ে অবদান রাখতে পারবে।

যথাযথভাবে উপরোক্ত ভূমিকা পালন ও প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীকে টেকসই সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা ও সহায়তা প্রদানবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নীতিমালা অনুযায়ী সেবা প্রদানের সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি অনুসরণ এবং পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নথিজাতকরণ, নথি সংরক্ষণ ও নথি ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এরূপ নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও নথি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন, অনুসরণ না করলে কী হতে পারে এবং কার্যপদ্ধতির ধরনসমূহ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচিত হল।

নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও নথি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?

কোনো সেবাপ্রার্থীকে মানসম্মত, টেকসই ও কার্যকর সেবা প্রদান করতে হলে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। প্রক্রিয়া বা কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের পূর্বে সেবা ও সহায়তা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হয়। সাংগঠনিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্যও এই নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যখন বৈষম্যের শিকার হয়ে বা অধিকার লঙ্ঘিত হবার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্তভাবে ডিপিওগুলোর সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বুঝে তার মনে আস্থা ও শক্তি যোগানো প্রাথমিক কাজ। এর পর ভুক্তভোগীর কথা শুনে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। আইনী পদক্ষেপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তথ্য বিভিন্নভাবে কাজে লাগবে। কোনো ভুক্তভোগীর পক্ষে কাজ শুরু করার পূর্বে উক্ত ব্যক্তির অভিযোগ ও সহায়তা লাভের আবেদন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় রেকর্ড করে স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। যাতে আইনী পদক্ষেপের কোনো পর্যায়ে ডিপিওর কর্মকাণ্ডে ভুক্তভোগীর যে সম্মতি ছিল, সেটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়। এরূপ লিখিত সম্মতি না থাকলে ডিপিওসমূহকে আইনী জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে। এ ছাড়াও আইনানুযায়ী পদক্ষেপ বা অন্য কোনো সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় সেবার জন্য পাঠানো (রেফার করা) হলেও শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী সেবা পেল কি-না বা তার সমস্যার সমাধান হল কি-না সেটা জানার জন্য নিয়মিত ফলোআপ করাও জরুরি। আর এই সকল কাজ সঠিকভাবে করার জন্যই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নথিজাত (ফাইলিং) করার প্রয়োজন হয়।

ডিপিওর কমিটি কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ডিপিওসমূহকে ৩৭ ধারার আওতায় মামলা করার অধিকার দিয়েছে।

এছাড়াও উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করাসহ অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও ডিপিওসমূহ মামলা করতে পারে। সংস্থার পক্ষে কে মামলা পরিচালনা করবেন তা ডিপিওর কমিটি নির্ধারণ করবেন। সভার কার্যবিবরণীতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

সেবা ও সহায়তা প্রদানের দিকনির্দেশনা

সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক ও সুষ্ঠু সেবা প্রদান করার দিকনির্দেশনা থাকবে; সেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে :

- সেবাপ্রার্থীর যোগ্যতা। যেমন : প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার নির্ভরশীল অভিভাবক/পরিবার হতে হবে।
- সেবা ও সহায়তার ধরন। যেমন : কাউন্সেলিং, আইনী পরামর্শ/তথ্য সরবরাহ, দাপ্তরিক সহায়তা, সালিশ, অভিযোগ/মামলা দায়ের, রেফারেল ইত্যাদি;
- প্রত্যেক ধরনের সেবা ও সহায়তা প্রদানের কার্যধারা (Steps) গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে। যেমন : রেফার করার পূর্বে কী কী তথ্য রাখতে হবে, যার নিকট রেফার করা হবে তার সাথে কোনো সমঝোতা স্মারক থাকবে কি-না, রেফার্ড সেবাপ্রার্থীর ফলোআপ কীভাবে করা হবে ইত্যাদি।

এক নজরে ডিপিওর সেবা প্রদানের ধাপসমূহ

ডিপিওসমূহ কীভাবে ও কোন পর্যায় পর্যন্ত সেবা ও সহায়তা প্রদান করবে তা তাদের নীতিমালার ওপর নির্ভর করবে। তবে সম্ভাব্য কার্যধারার একটি চিত্র নিম্নরূপ হতে পারে।

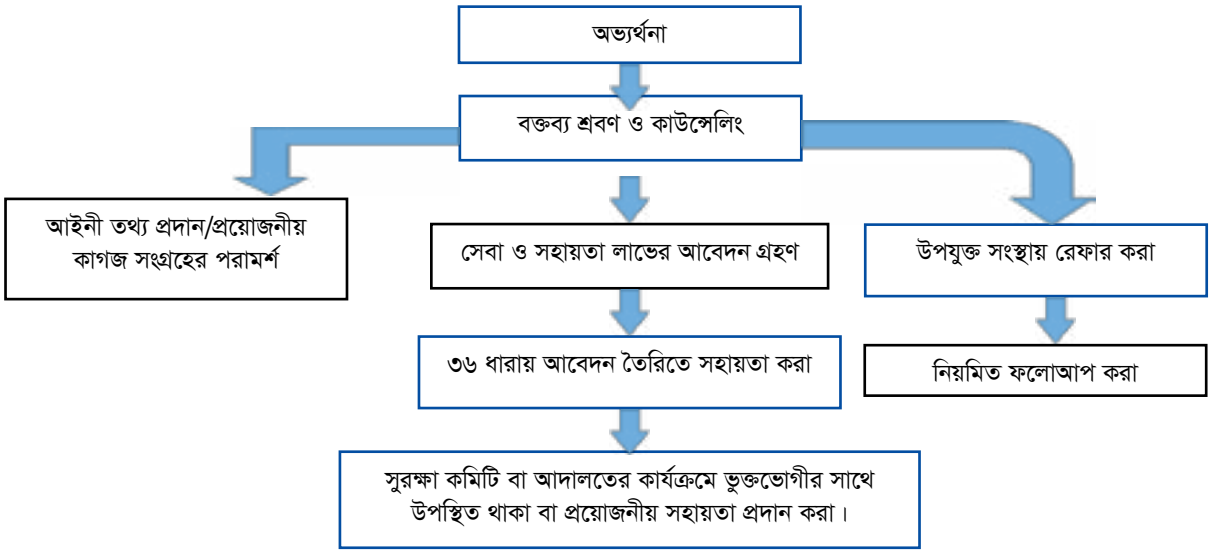

সেবাপ্রার্থীর আবেদন গ্রহণ ও নিবন্ধন

কোনো সেবাপ্রার্থী ডিপিওর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করলে প্রথমেই মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনতে হবে এবং প্রয়োজন হলে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে তার মনোবল শক্ত করতে হবে। সেবাপ্রার্থীর বক্তব্য শোনার পর তিনি কী ধরনের সেবা চান সেটা জানতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে সহায়তা লাভের আবেদন গ্রহণ করতে হবে। এরূপ আবেদনপত্রে

আবেদনকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য, যোগাযোগের ঠিকানা, চাহিত সহায়তার ধরন ও ঘটনার বিবরণসহ প্রয়োজনীয় তথ্য থাকতে হবে। সব তথ্য লিপিবদ্ধ করে সেবাপ্রার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। সংস্থার পক্ষে যিনি সেবাপ্রার্থীর তথ্য লিপিবদ্ধ করলেন, তিনিও উক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন। [আবেদনপত্রের নমুনার জন্য পরিশিষ্টে সংযুক্তি-০৬ দেখুন]

তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ ও আইনী তথ্য প্রদানের ফরম

ডিপিওর নিকট কোন ভুক্তভোগী সেবার জন্য আসলে প্রথমেই দেখতে হবে তিনি কোন ধরনের সেবা চেয়েছেন। এরপর সেবাপ্রার্থীর চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সেবা প্রদান করতে হবে। কোনো প্রমাণাদি/কাগজপত্র প্রয়োজন হলে সেগুলো প্রদানের জন্য ভুক্তভোগীকে অনুরোধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তাৎক্ষণিকভাবে ভুক্তভোগী প্রদান করতে না পারলে সেগুলো নিয়ে আসার জন্য পরবর্তী সাক্ষাতের তারিখ ও সময়সহ তাকে পুনরায় আসার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। কোনো আইনী তথ্য জানানোর প্রয়োজন হলে সেটাও জানাতে হবে। যে তথ্য ও পরামর্শ দেয়া হল সেটা একটি সুনির্দিষ্ট ফরমে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

রেফারেল সেবা প্রদানের ফরম

ডিপিওসমূহ নিজে সেবা প্রদান না করলে বা উপযুক্ত সেবার জন্য অন্য কোনো সংস্থার নিকট ভুক্তভোগীকে প্রেরণের প্রয়োজন হলে একটি চিঠি ও নমুনা ফাইলসহ উপযুক্ত সংস্থায় রেফার করতে হবে। রেফারাল সার্ভিস প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ফরম তৈরি করতে হবে। এই ফরমে ভুক্তভোগী ও রেফারাল সংস্থার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ফলোআপ করা সম্ভব হয়।

আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীর সম্মতি

সেবাপ্রার্থীর পক্ষে যদি ডিপিও নিজে কোনো ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে অবশ্যই নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। এই সম্মতি ব্যতীত উক্ত আবেদন করা ঝুঁকিপূর্ণ এবং মূলত এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। সেবাপ্রার্থী কখনো যদি উক্ত আবেদনে সম্মতি ছিল না মর্মে দাবি করেন, তাহলে সংস্থাকে আইনগত ঝামেলা মোকাবেলা করতে হবে।

নথি (ফাইল) তৈরি ও সমন্বিত রেজিস্টার

প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্য একটি পৃথক ফাইল রাখতে হবে। এই ফাইলে সহায়তার আবেদন, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ, অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। একটি সমন্বিত বা মাস্টার রেজিস্টার বইও তৈরি করতে হবে। এই রেজিস্টারে সকল সেবাপ্রার্থীর বিস্তারিত তথ্য, মামলার অগ্রগতি ইত্যাদি নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

নবম অধ্যায়

সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংস্থার সাথে ডিপিওসমূহের কার্যপরিধি

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে 'জাতীয় বাজেট : প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ১৬ জুন ২০০৯।

নবম অধ্যায়

সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংস্থার সাথে ডিপিওসমূহের কার্যপরিধি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগের অধীনে সরকারি সেবা, সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা দেশের নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। যেমন : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ বিভিন্ন রকমের ভাতা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্যসেবা কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি। কিছু সেবা রয়েছে শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য, আর কিছু কিছু সেবা রয়েছে সকল নাগরিকদের সাথে সমানভাবে উপভোগ করার জন্য। কিন্তু এ সুযোগ-সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কারণে উপভোগ করতে পারছেন না। কাংখিত সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কিংবা অনেক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সংস্থা এই সেবাসমূহের বিষয়ে অবগত নয় কিংবা এই সেবাসমূহ লাভের পদ্ধতিগত বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়;

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতার অভাব কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি

নেতিবাচক মনোভাব পোষণ;

- সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ প্রতিবন্ধীবান্ধব নয় ইত্যাদি।
- সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের অবকাঠামো প্রবেশগম্য নয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যাতে এই সকল সুবিধা ও সেবা সকল নাগরিকের সাথে সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর তফসিলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে (বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্টে)। তফসিলে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে।

রাষ্ট্রীয় সেবা উপভোগের ক্ষেত্রে ডিপিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করা এবং এই সেবা লাভের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ডিপিওগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। আবার মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের যে সমস্ত দপ্তর রয়েছে সেগুলোর সাথে যোগাযোগ, উদ্বুদ্ধকরণ ও অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে ডিপিওগুলো কাজ করতে পারে।

টেকসই সেবা প্রদানের জন্য ডিপিওসমূহকে কী করতে হবে?

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা রাখতে হলে ডিপিওসমূহকে জানতে হবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকার কী কী সেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের যে সমস্ত সেবা রয়েছে, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে;
- নিজ এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা, সেবা ও অধিকার বিষয়ক চাহিদা নিরূপণ করতে হবে;
- সেবাগুলো কোথা থেকে কীভাবে পাওয়া যাবে বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষের নামের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবার জন্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট রেফার করতে হবে। প্রয়োজনে সেবা লাভের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে কিনা তা জানতে হবে। সেবা না পাওয়ার কারণ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ শনাক্ত করতে হবে।
- প্রত্যাশিত সেবা না পাওয়া বা সেবা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হলে তার সম্ভাব্য প্রতিকারসমূহের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর ৩৬নং ধারায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা জেলা কমিটির নিকট অভিযোগ দাখিলসহ বৈষম্যের বিরুদ্ধে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান করতে হবে;
- এই সেবাগুলো সরকারের কোন দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করছে তা জানতে হবে। এই দপ্তরসমূহের জেলা, উপজেলা ও

ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন সেটা জেনে যোগাযোগ, উদ্বুদ্ধকরণ ও অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

- যোগাযোগ, উদ্বুদ্ধকরণ ও অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার পূর্বে অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে হবে, যাতে আইনী দায়বদ্ধতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়।

এই অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সেবা ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে, যাতে ডিপিওসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে প্রাপ্য সেবা :

বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এগুলো হল :

১. ইউনিয়ন পরিষদ

২. পৌরসভা

৩. উপজেলা পরিষদ

৪. জেলা পরিষদ

৫. সিটি কর্পোরেশন

সরকার স্থানীয় সরকারের এই স্তরগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক কার্য পরিচালনা করে থাকে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণে স্থানীয় সরকার ইউনিটগুলো বাধ্য (তথ্যসূত্র : সরকার কর্তৃক জাতিসংঘের নিকট প্রেরিত সিআরপিডি প্রতিবেদন)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সকল স্থানীয় সরকার স্কিমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান, স্থানীয় সরকারের সকল বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় সরকারের এই স্তরসমূহ কাজ করছে কি-না, সে বিষয়ে ডিপিওগুলোকে নজরদারি করতে হবে এবং নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ : বাংলাদেশে ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন রয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ইউনিট। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হয়। একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সাধারণ আসনের সদস্য এবং তিনজন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ বা পরিষদের সদস্যবৃন্দই সবচেয়ে নিকটবর্তী আশ্রয়স্থল। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও জনগণের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে থাকায় পরিষদের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন/ সনদ প্রদান, গরিব ও

অসহায় ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, উন্নয়ন বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাতা প্রদানসহ অনেক ধরনের সেবা প্রদানের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পৃক্ত। পরিষদের কার্যপরিধির বাইরেও পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের সম্পৃক্ত করে নিম্নোক্ত সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালত হচ্ছে-

- সালিশ পরিষদ
- গ্রাম আদালত
- ইউনিয়ন আইন সহায়তা প্রদান কমিটি

ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পন্ন করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়াও সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য কো-অপ্ট করার বিধানও রয়েছে। ডিপিওসমূহ এই কমিটির সদস্য হলে তারা সহজেই ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হতে না পারলেও ডিপিওসমূহ পরিষদ ও এর অধীনে গঠিত কমিটির সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিষদেও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের বিষয়ে নিয়মিত বৈঠক ও আলোচনা করতে পারেন।

উপজেলা পরিষদ : বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৯১টি উপজেলা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও সংবিধান অনুযায়ী উপজেলাও প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক ইউনিট। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ মোতাবেক প্রত্যেক উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হয়। একজন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (বা সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান), উপজেলার এলাকাভুক্ত পৌরসভা/সমূহের মেয়র (বা সাময়িকভাবে মেয়র হিসেবে দায়িত্বপালনকারী মেয়র) এবং উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভার মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক নারীর সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান ও একজন নারীসহ দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রগণ পদাধিকার বলে উপজেলা পষিদের সদস্য হয়ে থাকেন। উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্য/ কাউন্সিলরগণ নিজেদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে থাকেন।

পৌরসভা : একজন মেয়র, যতটি ওয়ার্ড ততজন কাউন্সিলর এবং যতজন কাউন্সিলর তার এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ মোতাবেক পৌরসভার কার্যাদি পরিচালিত হয়। পৌরসভার অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে নগরায়ণ, নির্মাণ কার্যনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা রক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রধান। প্রবেশগম্যতার বিষয়ে পৌরসভার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

সিটি কর্পোরেশন : সিটি কর্পোরেশনের গঠন পৌরসভার মতো হলেও এর কাজের পরিধি অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর চেয়ে বৃহৎ। তবে ইমারত ও রাস্তা নির্মাণ/সংস্কার, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সাথে ডিপিওসমূহের কাজের সুযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা : দেশের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা সদরে একটি জেনারেল সদর হাসপাতাল, উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। কোনো কোনো শহরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে। এ ছাড়াও সরকার অনুমোদিত বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। আইন

অনুযায়ী সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বাধ্যতামূলক। হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে, যদিও চাহিদা অনুযায়ী ওষুধের সরবরাহ অপ্রতুল। কিন্তু সরকারি এ সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত কারণে উপভোগ করতে পারছেন না :

- কোনো কোনো হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ কমিউনিটি ক্লিনিক/ মাতৃসদনের ভবনসমূহ প্রবেশগম্য নয়;
- জরুরি বিভাগে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোনো অগ্রাধিকার নেই। সকলের সাথে একই লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সেবা লাভ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন;
- হাসপাতাল/ক্লিনিকে চাহিদার তুলনায় বেডের সংখ্যা কম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বেড সংরক্ষিত না থাকায় ভর্তি হয়ে স্বাস্থ্যসেবা লাভের ক্ষেত্রে কাংখিত সেবা লাভ করতে পারেন না;
- হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও ওয়ার্ডবয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে এবং প্রতিবন্ধী রোগীদের সাথে আচরণের বিষয়ে (যেমন : ইশারাভাষায় পারদর্শী না হওয়া) দক্ষতা না থাকায় প্রতিবন্ধী রোগীগণ উপযুক্ত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন;
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা চাহিদার চেয়ে কম এবং প্রদত্ত সেবা ও সহায়তা অপ্রতুল হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সকল কেন্দ্রের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

ডিপিওসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য কী করতে পারে?

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সরকারের দায়িত্বশীল দপ্তর রয়েছে। এই সকল দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। নিজ নিজ এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ এই সকল স্বাস্থ্যসেবা নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারছেন কি-না এবং কী কী কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না, সেগুলো শনাক্ত করার বিষয়ে ডিপিওসমূহ একটি জরিপ পরিচালনা করতে পারেন। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী নিজ এলাকার স্বাস্থ্যবিষয়ক সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করতে পারেন। স্বাস্থ্যসেবা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় জেলা সুরক্ষা কমিটিতে আবেদন করার জন্য ডিপিওসমূহ সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষা

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তরে সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ৫ (পাঁচ)টি বিশেষ স্কুল, বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৫ (পাঁচ) টি স্কুল, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দুটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকার ৬৪টি জেলায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬২টি বিশেষ স্কুল পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানে এসব স্কুলে ৯৮৫৪ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। কিন্তু বাংলাদেশের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই স্বল্প সংখ্যক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত মূলধারার স্কুলসমূহে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত না করা হলে সকল প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত

করা সম্ভব নয়। মূলধারার স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে ২% কোটাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণও করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মূলধারার স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির হার আশানুরূপ নয়। উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণের হার আশানুরূপ নয়। ব্লাস্ট, এনজিডিও এবং এনসিডিডব্লিউ-এর গবেষণায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে শনাক্ত করা হয়েছে :

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবন, শৌচাগার ইত্যাদি প্রবেশগম্য নয়;
- পাঠ্যক্রম, পাঠ্য উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান পদ্ধতি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী না হওয়া;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান করার বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা;
- বর্তমানে কেবলমাত্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক ও অতিরিক্ত কুড়ি মিনিট সময় বরাদ্দের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু এই সুবিধা সেরিব্রাল পালসিসহ সকল নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং যেসকল শিক্ষার্থীর হাতে লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে সেসকল শিক্ষার্থীর জন্যও থাকা উচিত;
- শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এজন্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শ্রুতিলেখকের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার শিকার হয়ে থাকেন।

ডিপিওসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিকরণের জন্য কী করতে পারে?

জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কার্যালয় রয়েছে। এসব কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের হার, শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ডিপিওগুলো শনাক্ত করতে পারে এবং শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধকতা অপসরাণের জন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে অ্যাডভোকেসিমূলক কার্য পরিচালনা করতে পারে। বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ৩৬ ধারায় জেলা সুরক্ষা কমিটিতে আবেদন করার জন্য ডিপিওসমূহ সহায়তা করতে পারে।

পুনর্বাসন

সরকার রাজধানী ঢাকায় একটি অর্থোপেডিক হাসপাতাল, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দুটি কারিগরি পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং প্রত্যেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি অর্থোপেডিক ইউনিট পরিচালনা করছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে সরকার ৬৪টি জেলায় কাউন্সেলিং, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক যন্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রত্যেক সেন্টারে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি কর্নারও স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকায় অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সেন্টারে ২০১০ সাল থেকে অটিস্টিক শিশু ও তাদের অভিভাবকদের শিক্ষা ও কাউন্সেলিং প্রদান করা হচ্ছে।

পুনর্বাসনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য কোনো পৃথক আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। ডিপিওসমূহ স্থানীয়

প্রশাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসনবিষয়ক অসুবিধার কথা নীতিনির্ধারণী মহলকে জানাতে পারে। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাময়িক আশ্রয় বা পুনর্বাসনের প্রয়োজন হলে তাকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে রেফার করতে পারে। পাবনাসহ যে সকল জেলায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে সে সকল আশ্রয়কেন্দ্র/হাসপাতাল বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কি-না বা পুনর্বাসিত ব্যক্তিদের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি-না, সে বিষয়েও ডিপিওসমূহ তৎপর থাকতে পারে।

যানবাহন

৪ (চার)টি পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থলযান, জলযান, ট্রেন ও আকাশযান নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আইনের মাধ্যমে এ সকল যানবাহনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ এতদলক্ষ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। যেমন : বিভিন্ন রেলস্টেশনে ঢালু পথ নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টার করা হয়েছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলে সুবিধার জন্য প্লাটফর্মে ট্যাকটাইল বসানো হয়েছে। প্রায় সকল আন্তঃনগর ট্রেনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অর্ধেক ভাড়ায় ভ্রমণযোগ্য ২০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও আন্তঃনগর ব্যতীত অন্যান্য ট্রেনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারছেন। সরকার বিনা ভাড়ায় যাতে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভ্রমণ করতে পারেন এবং ভ্রমণ সহকারীর জন্য বিআরটিসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট অর্ধেক ভাড়ায় টিকিট বিক্রি করে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি যানবাহনে প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধানও রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বর্তমানে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য

অমর একুশে বইমেলা ২০১৬, ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

পৃথক ইমিগ্রেশন ডেস্ক এবং ব্যক্তিগত সহকারীর ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ উপভোগ করতে পারছেন না। বাংলাদেশে যানবাহনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যে সকল কারণে সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেগুলো হল :

- রাস্তা ও ফুটপাত প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। প্রবেশগম্য নয়;
- বাস, ট্রেনসহ প্রায় সকল যানবাহন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষত; হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য প্রবেশগম্য নয়। যানবাহনের শৌচাগার প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়;
- যানবাহনের কর্মীরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভ্রমণে বাধা প্রদান করে থাকেন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে অন্য ব্যক্তিরা ভ্রমণ করেন এবং যানবাহন কর্মীরা আসন সংরক্ষণে মনোযোগী নয়;
- সংরক্ষিত আসন অপ্রতুল, প্রায়শই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ টিকিট লাভে সক্ষম হন না।

বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় আইন সহায়তা প্রদান সংস্থা কাজ করছে। এই সংস্থা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং সুপ্রিম কোর্টে আইন সহায়তা প্রদান কমিটি গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণকে আইন সহায়তা প্রদান করে থাকে। সেবাসমূহ নিম্নরূপ :

- এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় একটি আইন সহায়তা প্রদান কমিটি (ডিল্যাক) গঠিত হয়েছে। জেলা ও দায়রা জজ এই কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এই কমিটির সদস্য। সিনিয়র সহকারী জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারিক কর্মকর্তা এই কমিটিতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক জেলায় অবস্থিত কোর্ট প্রাঙ্গণে ডিল্যাকের কার্যালয় আছে। আইন সহায়তার আবেদন করা হলে ডিল্যাক আইনজীবীসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির সভাপতি হলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোট ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির প্রধান কাজ হল উপজেলা পর্যায়ে আইন সহায়তার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা এবং আইন সহায়তার আবেদন গ্রহণ করে দ্রুত জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটি বিনামূল্যে সরকারি আইন সহায়তার বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরির কাজ করে। এ কমিটি আইন সহায়তা ফরম সরবরাহ ও পূরণকৃত আবেদন গ্রহণ করে ডিল্যাকের নিকট প্রেরণ করে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তাদের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে বিনামূল্যে সরকারি আইন সহায়তা লাভের অধিকারী। এ ছাড়াও অনেক বেসরকারি সংস্থাও বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করছে। ডিপিওসমূহ সরকারি ও বেসরকারি আইন সহায়তা প্রদান সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করতে পারে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা নিশ্চিত করতে পারে।

দশম অধ্যায়

অ্যাডভোকেসি কৌশল অবলম্বনে সফলতার গল্প

ব্লাস্ট, এনজিডিও ও এনসিডিডব্লিউর যৌথ আয়োজনে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ সনদ অনুসারে প্রণীতব্য ছায়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় পরামর্শ সভা, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬।

দশম অধ্যায়

অ্যাডভোকেসি কৌশল অবলম্বনে সফলতার গল্প

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এ প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠায় মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রশাসন ও জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী মহলের সাথে অ্যাডভোকেসির বিকল্প নেই। যেহেতু আইনের তফসিলে সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য ৮২ কর্মকাণ্ডের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু এই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে রাষ্ট্র আইনগতভাবে বাধ্য। এগুলো প্রতিপালিত না হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যাবে। আদালতে যাবার পূর্বে তৃণমূল পর্যায়ের ডিপিওসমূহের দায়িত্ব হল নিজ নিজ এলাকায় আইনানুযায়ী দায়িত্ব পালনের জন্য মাঠ প্রশাসনের সাথে কথা বলা। মাঠ প্রশাসনের নিকট সুস্পষ্টভাবে নিজেদের দাবিসমূহ উপস্থাপন করতে হবে।

এই অধ্যায়ে অ্যাডভোকেসির পূর্বপ্রস্তুতি, অ্যাডভোকেসির পদ্ধতি ও অ্যাডভোকেসি কৌশল অবলম্বনে অর্জিত সাফল্যের আলোকে কয়েকটি কেইস স্টাডি আলোচনা করা হয়েছে।

অ্যাডভোকেসির পূর্ব প্রস্তুতি :

প্রস্তুতিহীন অ্যাডভোকেসি অধিকার আদায়ের পথকেই সংকুচিত করে ফেলতে পারে। তাই যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে প্রশাসনের সাথে অ্যাডভোকেসি করা অনুচিত। কীভাবে এই প্রস্তুতি নেবেন? এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হল :

১. **গবেষণা** ব্যতীত কোনভাবেই অ্যাডভোকেসি শুরু করা যাবে না। মনে রাখতে হবে প্রশাসনের নিকট আবেগের মূল্য নেই। তথ্য নির্ভর কথা ব্যতীত প্রশাসনের সম্মুখে অস্পষ্ট কথা বলা কোনোভাবেই সমর্থনীয় নয়। এতে

বরং আপনার ন্যায্য বক্তব্যও প্রশাসনের নিকট গুরুত্বহীন হবে। এ কারণে যে কোনো অ্যাডভোকেসিমূলক কাজ শুরু করার পূর্বে গবেষণার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অনুসরণ করা যেতে পারে–

- সমস্যা ও সমস্যার জন্য দায়ী কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন;
- সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বা সমস্যার কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন। উক্ত সমস্যার কারণে কারো ক্ষতি হয়েছে কি-না তা অনুসন্ধান করুন এবং কেইস স্টাডি তৈরি করুন।
- সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ সুনির্দিষ্ট করুন।
- সংশ্লিষ্ট সমস্যা সংক্রান্ত কী কী আইনী বিধান রয়েছে, তা জেনে নিন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আইন অনুযায়ী কী কী পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করুন।
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে পলিসি পেপার তৈরি করুন। এই পেপারে সুনির্দিষ্ট দাবি ও সুপারিশ উপস্থাপন করুন।

২. **কোয়ালিশন/নেটওয়ার্ক/প্ল্যাটফর্ম** গঠন করুন। মনে রাখবেন, এককভাবে দাবি উপস্থাপনের চেয়ে বৃহৎ দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি উপস্থাপন বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সিআরপিডি বাস্তবায়নের অবস্থা জানিয়ে জাতিসংঘে প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ ও ব্লাস্টের সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন গঠন করা হয়। প্রতিবেদন তৈরির পর সেটি জাতিসংঘে প্রেরণের প্রাক্কালে ডিপিও এবং মূলধারার অন্যান্য সংস্থাকেও এর সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে একটি বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়, যার সাথে প্রায় শতাধিক সংস্থা যুক্ত হয়েছে। প্রতিবেদনটির সাথে জনসম্পৃক্ততা অধিক হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সরকারের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. **গণমাধ্যমকে** যে কোনো অ্যাডভোকেসিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করুন। অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো নিয়মিত গণমাধ্যমের নজরে আনা দরকার। গণমাধ্যমের সাথেও অ্যাডভোকেসি করা উচিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের প্রতি গণমাধ্যম কর্মীদের সচেতন করা হলে তারা এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আপনার দাবির পক্ষে সঠিকভাবে গণমাধ্যম সম্পৃক্ত হলে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যেতে পারে:

- দাবির সপক্ষে জনসমর্থন আদায়
- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে জনমনে যে ভুল ধারণা রয়েছে সেগুলোর পরিবর্তন বা প্রশমন
- কমিটিসমূহের সক্রিয়তা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি। নিয়মিত সভা আয়োজন হবে।
- আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ আইন বাস্তবায়নের প্রতি অধিকতর তৎপর হবে।

বাংলাদেশে মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে গণমাধ্যম অনেক ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

১. আইন বাস্তবায়নের ওপর নজরদারি করতে হবে। বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ভালো ও খারাপ উদাহরণগুলো নথিভুক্ত বা রেকর্ড করতে হবে এবং প্রকাশনার আকারে সবাইকে জানাতে হবে।

২. বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। সিআরপিডি বা অন্যান্য

আইনের সাথে যে গ্যাপ রয়েছে, সেগুলোও চিহ্নিত করতে হবে। এরূপ গ্যাপগুলো অপসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারের দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসি করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সংসদ সদস্যের মাধ্যমে এই দাবি জাতীয় নীতিনির্ধারণী মহলে পৌঁছে দিতে হবে।

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-এর বিধানাবলী বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

কী প্রক্রিয়ায় অ্যাডভোকেসি করবেন?

আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ বা অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশাসনকে নিজেদের কথা কীভাবে জানাবেন? এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন :

১. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি বা চিঠিপত্র প্রদান।

২. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও সুনির্দিষ্ট দাবি উপস্থাপন।

৩. বহুপাক্ষিক বৈঠক আয়োজন করা যেতে পারে। বৈঠক নিম্নরূপে হতে পারে :

- অ্যাডভোকেসি সভা
- গোলটেবিল বৈঠক
- সেমিনার
- মাল্টি স্টেকহোল্ডার সম্মেলন বা কনফারেন্স
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটির সাথে বৈঠক করা
- সরকার কর্তৃক গঠিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহে সুনির্দিষ্ট দাবিসহ তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য উপস্থাপন করা। এ সকল কমিটির সদস্য হতে না পারলে যারা সদস্য হয়েছেন তাদের সাথে পৃথক সভা করে উক্ত সদস্যদের মাধ্যমে নিজেদের দাবি উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।

৪. তথ্য অধিকার আইনে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক তথ্য লাভের আবেদন দাখিলের মাধ্যমেও প্রশাসনকে তাদের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের বিষয়ে সচেতন করা যেতে পারে

৫. কোনো সুনির্দিষ্ট বৈষম্যের প্রতিকার চেয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটিতে আবেদন করা হলেও প্রশাসন নিজেদের কার্যক্রম, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার বিষয়ে সচেতন হবে।

৬. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসংঘের অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটিতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমেও অধিকার বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়। যেমন : সিডও, সিআরপিডি বা সিআরসিতে ছায়া প্রতিবেদন প্রেরণ করলে এই প্রতিবেদনের মূল্যায়নের পর আন্তর্জাতিক কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করে থাকে। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মনিটর করা হয় বিধায় সরকার সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

৭. সিআরপিডির অপশনাল প্রটোকল অনুযায়ী যে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইনে ন্যায়বিচার না পেলে বা অধিকার লঙ্ঘনের বিচার না পেলে সিআরপিডি কমিটিতে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। অধিকার আদায়ের জন্য এরূপ অভিযোগ যত বেশি দাখিল করা হবে, সরকার অধিকার বাস্তবায়নের দিকে তত বেশি মনোযোগী হবে।

অ্যাডভোকেসি স্ট্র্যাটেজিবিষয়ক সফলতার গল্প

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যাদি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পূর্বে ও পরে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে অর্জিত কিছু সাফল্যের গল্প নিম্নে বর্ণিত হল :

গল্প-০১

প্রশাসনের সাথে লড়াই করে স্কুলে ভর্তি হল শারীরিক প্রতিবন্ধী রাজিব

রাজিব একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু। বয়স ১৩ বছর। সে নোয়াখালী জেলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন করলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে তার প্রতিবন্ধিতার কারণ দেখিয়ে ভর্তি করতে অস্বীকার করেন। রাজিবের মা'ও অন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ সম্পর্কে জানতেন। এই আইনের আওতায় প্রতিবন্ধিতার কারণে কাউকে স্কুলে ভর্তি না করা নিষিদ্ধ এবং বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী। রাজিবের মা ছেলের ভর্তির বিষয়ে আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বরাবর আবেদন করেন কিন্তু প্রধান শিক্ষক তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এর পর রাজিবের মা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এবং জেলা প্রশাসককে বিষয়টি লিখিত ও মৌখিকভাবে অবহিত করেন। তারা উভয়েই সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষককে মৌখিকভাবে রাজিবকে ভর্তির নির্দেশ প্রদান করেন, তবে লিখিতভাবে কোনো আদেশ দেননি। স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের আদেশ পেয়েও প্রধান শিক্ষক নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করায় রাজিবের মা হতাশ হয়ে পড়েন। এদিকে, বছরের প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেলেও রাজিবের স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা যায়নি বিধায় তার লেখাপড়া বিঘ্নিত হতে থাকে। নবম শ্রেণীতে নিবন্ধনের সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

ভীষণ উদ্বিগ্ন অবস্থায় রাজিবের মা নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত ব্লাস্টের কার্যালয়ে ছেলের ভর্তির বিষয়ে আইনী সহায়তার আবেদন করেন। ব্লাস্টের পক্ষ থেকে রাজিবের মাকে অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক জেলা কমিটির নিকট বৈষম্য অপসারণ ও ক্ষতিপূরণের আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। রাজিবের মা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক বরাবর এবং সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে ৩৬ ধারায় একটি আবেদন দাখিল করেন। ঐ সময় ৩৬ ধারার কার্যকারিতা না থাকলেও জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে উপ-পরিচালক প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে রাজিবের ভর্তির বিষয়ে তার প্রতি প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য না করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রধান শিক্ষক এই অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেন। আইনের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন এবং একটি জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সে বিধান মেনে চলার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় ব্লাস্ট সংগঠন হিসেবে সংক্ষুব্ধবোধ করে। এটি আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভের মতো মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।

রাজিবের মৌলিক অধিকার রক্ষায় প্রশাসনের মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সকল দায়িত্বরত ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছেন। এ কারণে আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করা এবং রাজিবের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য ১৫ কার্যদিবস বেঁধে দিয়ে শিক্ষা ও সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব, জেলা প্রশাসক, সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রধান শিক্ষকের নিকট ব্লাস্টের পক্ষ থেকে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়। নোটিশে উল্লেখ করা হয়, রাজিবের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও তার অধিকার রক্ষায় প্রচলিত আইনী বিধান কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালনে সামষ্টিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। নোটিশে বলা হয়, ১৫ দিনের মধ্যে ভর্তি করা না হলে সংশ্লিষ্ট সকলে বিরুদ্ধে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে উচ্চ আদালতে রিট মামলা করা হবে। নোটিশ প্রেরণের তিন দিনের মধ্যে রাজিবকে স্কুলে ভর্তি করে নেয় প্রধান শিক্ষক।

গল্প-০২

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফারজানার ব্যাংকে চাকুরী লাভের গল্প

ফারজানা আক্তার একজন সাহসী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারী, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতার অভাব, বিশেষায়িত শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অপ্রতুলতা কোনো কিছুই তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। সকল প্রকার সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক বাধাকে অতিক্রম করে তিনি ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। অত:পর তিনি সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকে চাকুরীর আবেদন করতে থাকেন। চাকুরী লাভের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এক পর্যায় তিনি ২০১২ সালে ১লা এপ্রিল একটি সরকারি ব্যাংকের "ক্যাশ অফিসার" পদে নিয়োগ লাভের জন্য সকল প্রকার পূর্বশর্ত মেনে আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ২৪ এপ্রিল তারিখে কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট কারণ না দেখিয়ে ফারজানার আবেদনটি বাতিল করেন এবং অন্যান্য চাকুরীপ্রার্থীদের অনুকূলে লিখিত পরীক্ষার জন্য অনলাইন প্রবেশপত্র ইস্যু করেন। ব্যাংকের এই অন্যায় সিদ্ধান্তে ফারজানা সংক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ব্যাংকের চেয়ারম্যান তাকে সাফ জানিয়ে দেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই পদের জন্য উপযুক্ত নয়। ফারজানা নিজের প্রচেষ্টা দিয়ে সমাজের সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছেন। কিন্তু চাকুরীর ক্ষেত্রে এসে তিনি একা লড়াই করে পেরে উঠছিলেন না। এখানে বৈষম্যের মাত্রা অনেক বেশি থাকায় তিনি চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গণমাধ্যমসহ অন্যান্যদের সহয়োগিতা নেওয়ায় উদ্যোগী হন।

প্রথম আলো পত্রিকায় পরপর দু'দিন ব্যাংকের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটির পক্ষ থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও ব্যাংক নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ২০১৩ সালের ৩ মে ছিল চাকুরীতে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার ধার্য তারিখ। অন্যান্য প্রার্থীরা যখন তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত, ফারজানা তখন পড়াশোনা বাদ দিয়ে ব্লাস্ট অফিসে ছুটে আসেন। ঘটনা অবহিত হবার পর ব্লাস্টের পক্ষ থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। কমিশনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ফারজানাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করা হয়।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্বপন চৌকিদারের মামলায় প্রদত্ত হাইকোর্টের আদেশের বিষয়টিও। স্বপনের মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য না করার বিষয়ে পিএসসিসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছিলেন। এই মামলার আইনগত রেফারেন্স দিয়ে একটি চিঠি তৈরি করে ফারজানাকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়।

বিভিন্ন সংস্থা থেকে একযোগে ফারজানার প্রতি বৈষম্য না করার অনুরোধ জানানোর ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র প্রদান করে। অনেক সংগ্রামের পর ফারজানা যোগ্যতা নির্ধারণী সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়েই চাকুরী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ব্যাংকে কর্মরত আছেন এবং এই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য ব্যাংক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীতে নিয়োগ করছে।

গল্প-০৩

একুশে বইমেলায় প্রতিবন্ধী দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য বাংলা একাডেমির হুইলচেয়ার ব্যবস্থা

জাতীয় আবেগ ও সৃজনশীল উদ্ভাবনার সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হিসেবে বাংলা একাডেমি ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশে "অমর একুশে গ্রন্থমেলা" আয়োজন করে আসছে। উদ্বেগের বিষয় হল, মেলা চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এবং দোয়েল চত্বর প্রান্তের প্রবেশপথ থেকে রিকশাসহ সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয় আয়োজক কর্তৃপক্ষ। ফলে উভয় প্রবেশদ্বারে কোনো বিকল্প যানবাহন সংরক্ষিত না রাখায় শারীরিক ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দীর্ঘ পথ হেঁটে বিশাল মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে মেলার আনন্দ উপভোগ করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হন। যানবাহন চলাচলের ওপর এরূপ নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ চলাচলের অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে কার্যত বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৪ নং ধারায় গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে "সর্বসাধারণ গমন করে এইরূপ বিদ্যমান সকল গণস্থাপনা, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যথাশীঘ্র ও যতদূর সম্ভব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরোহন, চলাচল ও ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।" এ ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, "গণস্থাপনা" বলতে সর্বসাধারণ গমন বা চলাচল করে এমন সকল সরকারি ও বেসরকারি ইমারত, ভবন, পার্ক, স্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল ও সড়ককে বোঝায়। আইন অনুযায়ী "অমর একুশে গ্রন্থমেলার" আয়োজক বাংলা একাডেমির দায়িত্ব হল প্রতিবন্ধীসহ সকল নাগরিকের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা, প্রবেশ বাধাগ্রস্ত করা নয়।

বিষয়টি ব্লাস্টের দৃষ্টিগোচর হলে আইনী বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উল্লেখ করে সংস্থাটির পক্ষ থেকে ২০১৬ সালে মেলা শুরুর প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর ও টিএসসি প্রান্তে স্থাপিত প্রবেশদ্বারে পর্যাপ্ত সংখ্যক হুইল চেয়ার সংরক্ষিত রাখা, উভয় প্রান্তের প্রবেশদ্বারসহ মেলায় প্রবেশের মূল ফটকসমূহে দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতিবন্ধীবান্ধব আচরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান ও মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য একটি "ভ্রাম্যমাণ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র" স্থাপনের দাবি জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। এই চিঠির কপি সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকটও প্রেরণ করা হয়।

পত্র পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেলায় প্রবেশের গেটে ১০টি হুইলচেয়ার ও প্রতিটি হুইলচেয়ারের সাথে একজন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে। একটি বেসরকারি সংস্থা এ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিকে সহায়তা করে। চলাচলে যে সকল ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাদের মেলা পরিদর্শনে ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর এই সেবা চালু রেখেছে বাংলা একাডেমি। স্বেচ্ছাসেবকগণ হুইলচেয়ারে বসিয়ে দর্শনার্থীকে পুরো মেলা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন।

গল্প-০৪

টিসিবির লাইসেন্স পেয়ে স্বাবলম্বী হবার গল্প

২০১১ সালের কথা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দাতা সংস্থা ডিআরএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় একটি প্রকল্প তখন চলমান রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নীতিনির্ধারকদের সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন 'ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)' সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা ব্যবসা পরিচালনার জন্য ডিলারশিপ প্রদান করে থাকে। টিসিবির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি ও বিতরণের জন্য ডিলার নিয়োগ করা, যাতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করা যায় এবং এর মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সরকারি এই প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা না থাকায় এনজিডিও ও এনসিডিডব্লিউ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও টিসিবির কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অ্যাডভোকেসি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংস্থা দুটো তখনকার বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খানের সঙ্গে একাধিক মিটিং করেন। তাকে অনুরোধ করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি ডিলারশিপ প্রদান করার জন্য যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্যবসা পরিচালনা করে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হন এবং প্রতিবন্ধী মানুষেরা স্বাবলম্বী জীবনযাপন করতে পারবেন। এর ফলে প্রতিবন্ধী মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন হবেন এবং দেশের উন্নয়নে তারা ভূমিকা রাখতে পারবেন।

বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির ফলে তিনি ঘোষণা করেন সারাদেশে ১৫০ জন প্রতিবন্ধী মানুষকে ট্রেডিং লাইসেন্স প্রদান করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে ৩৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি টিসিবির ডিলারশিপ লাভ করেন।

গল্প-০৫

এনসিডিডব্লিউ-এর হস্তক্ষেপে উত্তরাধিকারের হিস্যা বুঝে পেলেন প্রতিবন্ধী নারী সখিনা (ছদ্মনাম)

এনসিডিডব্লিউ প্রতিবন্ধী নারীদের বিচারগম্যতা নিয়ে কাজ করছে। তারা স্থানীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সাথে কাজ করে। পাবনা জেলায় শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী সখিনাকে তার ভাইয়েরা পিতার সম্পত্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল। সখিনা এনসিডিডব্লিউর সাথে যোগাযোগ করে তার পিতার সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা জানায়। এরপর এনসিডিডব্লিউ নেতৃবৃন্দ স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সাথে যোগাযোগ করেন এবং কমিটির সাথে মিটিংও করেন। এভাবে বেশ কয়েকবার তারা মিটিং করেন। নারী নির্যাতন কমিটি বিষয়টি আমলে নেন এবং তারা সখিনার ভাইদের ডেকে তাদের সাথে সভা করেন। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভাইয়েরা সখিনাকে তার হিস্যা বাবদ ৬ মাসের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন।

গল্প-০৬

এনজিডিওর সক্রিয়তায় জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য থোক বরাদ্দ

একক সংস্থার পক্ষে বড় কোন দাবি আদায় করা বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন কাজ। এ কারণে এডিডি তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করে। ২০০৪ সালে তৃণমূল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক সংস্থা 'জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও)' গড়ে তোলে।

সূচনালগ্ন থেকেই এনজিডিও এডিডির সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকারনির্ভর সংগঠনগুলোকে আত্মনির্ভরশীল, কার্যকরী, গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করে তোলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেয়। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ধারণা লাভ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডিপিওসমূহ একযোগে মাঠ প্রশাসনের নিকট নিজেদের অধিকার বাস্তবায়নের দাবি জানাতে থাকে। ফলে মাঠ প্রশাসনের ওপর এক ধরনের চাপ তৈরি হয়। অন্যদিকে এনজিডিওর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও প্রশাসনের ওপর মহলের সাথে নিজেদের দাবি নিয়ে দফায় দফায় দাবি জানাতে থাকে।

অনেক দাবির মধ্যে এনজিডিও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়ে আসছিল। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজেট সামনে রেখে এডিডি বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দেশের প্রায় সকল জেলায় কর্মশালা, মানববন্ধন, জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান, ঢাকায় প্রেস কনফারেন্স আয়োজন, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদেরকে স্মারকলিপি প্রদান করতে থাকে। এভাবে ধারাবাহিক ক্যাম্পেইনের ফলে প্রথমবারের মতো ২০০৭-২০০৮ সালের জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়।

গল্প-০৭

এনজিডিওর সক্রিয়তায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে কোটা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কোটার কথা উল্লেখ করা হতো। কিন্তু প্রতিবন্ধী প্রার্থীরাও এই কোটার আওতাভুক্ত হবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো না। জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা ২০১০ সালে ডিআরএফ-এর সহযোগিতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিমল কান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি ছিলেন। এরপর ২০১১ সালেও এডিডির সহযোগিতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সেমিনার করা হয়, যেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন। ২০১২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সাথে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এনজিডিওর এই ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী কোটা প্রবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

গল্প-০৮

কর্মক্ষেত্রে ল্যাপটপ, সহায়ক ও পরিবহন সুবিধা পাচ্ছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রাজিব (ছদ্মনাম)

রাজিব (ছদ্মনাম) একজন সংগ্রামী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) তাকে তার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার জন্য নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। এ কারণে তিনি এই কমিশনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট মামলা করেছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর বিরুদ্ধেও তিনি একই কারণে রিট আবেদন করেছেন। মামলা দু'টো চলমান থাকা অবস্থায়ই রাজিব সহকারী সচিব পদে একটি মন্ত্রণালয়ে চাকুরী লাভ করেন।

কর্মস্থলে রাজিবের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তাকে দেয়া হতো না।

বেশিরভাগ সময় তাকে বসিয়ে রাখা হতো; তাকে কোন কাজ করতে দেয়া হতো না। আবার এমন কাজ করতে দেয়া হতো, যেটি কোনো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির দ্বারা করা সম্ভব না। যেমন : ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে তাকে পদায়ন করা হলে সে কাজটি সে করতে পারত না। যখন সে অনুরোধ করে কোনো কাজ করার সুযোগ পেত তখন সে খুব ভালোভাবে সে কাজটি করে দিত। একই পদে একই দিন যারা তার সাথে যোগদান করেছিলেন তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হলেও, তাকে সেই সুযোগ দেয়া হতো না। সহকর্মীদের সাথে তাকে পিকনিকে পর্যন্ত যেতে দেয়া হয়নি প্রতিবন্ধিতার কারণে।

কর্মস্থলের বৈষম্যে রাজিব খুব চিন্তিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে জড়াতেও চাচ্ছিলেন না। চাকুরীতে যোগদানের দুই বছরের মধ্যে সন্তোষজনক কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে সরকারি চাকুরীতে স্থায়ী করা হয়ে থাকে। চাকুরীতে দুই বছর পেরিয়ে যাবার উপক্রম। রাজিবের আশঙ্কা হয় যে দক্ষতার অজুহাতে তাকে চাকুরীতে স্থায়ী করা নাও হতে পারে। এইসব আশঙ্কা নিয়ে তিনি ব্লাস্টের সাথে যোগাযোগ করেন। ব্লাস্টের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ আরো বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরে তথ্য অধিকার আইনে প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা ও তাদের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কী কী রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়। এই আবেদনের পর পরই জানা যায় রাজিবকে তার কর্তৃপক্ষ একজন ব্যক্তিগত সহকারী, যাতায়াত সুবিধা ও একটি ল্যাপটপসহ তার কাজের সুবিধার্থে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে যা তার সমমর্যাদার সহকর্মীরাও পায়নি।

গল্প-০৯

আইনী পদক্ষেপ ও অ্যাডভোকেসির ফলে কার্যকর হল ৩১ ও ৩৬ ধারা

এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ এবং ব্লাস্ট কয়েক বছর ধরে যৌথভাবে সিআরপিডির ছায়া প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন আইন বিধিবিধান পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের কাজ করছিল। এ সময় দেখা গেল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণীত হওয়ার দু'বছর পরেও আইনের ৩১ নং ধারা এবং ৩৬ নং ধারা কার্যকর করা হয়নি। ধারা ৩১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিবন্ধন, এবং তাদের পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত। এই ধারাটি এমন, যে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই ধারার অধীনে পরিচয়পত্র সংগ্রহ না করলে আইনের অধীনে কোনো সুরক্ষা পাবে না। ধারা ৩৬ হচ্ছে প্রতিবিন্ধতার ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ লাভ সংক্রান্ত। এই দুটো ধারা কার্যকর না করায় মূলত পুরো আইনটিই অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেও জানা গেল আইনের অধীনে অধিকাংশ স্থানেই জেলা, উপজেলা ও শহর কমিটি গঠিত হয়নি। ফলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাঝে উদ্বেগ তৈরি হয়। বিভিন্নভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এই উদ্বেগের বিষয়টি আনা হলেও সরকার কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ১৩ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে এনজিডিও, এনসিডিডব্লিও ও ব্লাস্টের পক্ষ থেকে আইনী নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এতেও কাজ না হওয়ায় সংস্থা তিনটি আইনের ৩১ এবং ৩৬ ধারা সক্রিয় করাসহ পুরো আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করে।

১৮ মে ২০১৫ তারিখে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে একটি বিভাগীয় বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন, বিধিমালা

প্রণয়ন ও ৩১ ও ৩৬ ধারা কার্যকর করার প্রজ্ঞাপন জারির আদেশ কেন দেওয়া হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর আদেশ প্রদান করেন। সরকার কর্তৃক চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের ব্যাখ্যা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উচ্চ আদালতের নির্দেশ ও ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির মুখে সরকার অবশেষে ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বিধিমালা প্রকাশ করে এবং ১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আইনের ৩১ ও ৩৬ ধারা বলবৎ করে।

গল্প-১০

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হয়রানি থেকে সুরক্ষায় আইনের অপেক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী মধুর পিতা

মধুসূদন চক্রবর্তী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় জি.পি.এ ৫ লাভ করে ২০১০ সালে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। মধু ছিলেন একজন বাকপ্রতিবন্ধী ব্যাক্তি। কথা বলার সময় তার মুখে শব্দ জড়িয়ে যেত। অন্যদের ন্যায় তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন না। কলেজের প্রথম দিনেই তিনি উপলব্ধি করলেন, তার সহপাঠীরা তার প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করছে, যার সাথে তিনি বাল্যকাল থেকেই পরিচিত। তিনি তার বাবাকে একটি পত্রের মাধ্যমে তার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সহপাঠীদের ঠাট্টা, বিদ্রূপমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করে তার মানসিক যন্ত্রণার কথা লিখে জানান। শুধুমাত্র তার সহপাঠীরাই ঠাট্টা বিদ্রূপমূলক আচরণ করত না, তার একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত এই কাজে অংশ নিতেন। তিনি মধুকে উদ্দেশ করে বলতেন, কোনো বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মেডিকেল সায়েন্সে অধ্যয়ন করা উচিত নয়, কেননা একজন মেডিকেল ছাত্রকে প্রতিদিন মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এ ধরনের আচরণ তার কাছে নতুন কিছু ছিল না, স্কুলজীবন থেকেই তিনি এ ধরনের আচরণের শিকার হয়ে আসছিলেন। একজন মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারতেন না। শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কলেজে অনিয়মিত হয়ে পড়লেন। কারণ শিক্ষক নাম ডাকার সময় 'প্রেজেন্ট' শব্দটি অন্যদের মতো পরিষ্কারভাবে বলতে পারতেন না। সে জন্য তিনি নাম ডাকার সময় কোনো প্রকার সাড়া দিতেন না। সহপাঠীদের ঠাট্টা বিদ্রূপমূলক আচরণ এড়ানোর জন্যই মধু এমনটি করতেন। যাই হোক, মধুর মেডিকেলের শিক্ষকরা মধুকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করতে প্রতিনিয়ত অনুৎসাহিত করতেন। তিনি অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সবসময় চেষ্টা করতেন এবং প্রতিবন্ধিতা থেকে উত্তরণের জন্য ওষুধ সেবন করতেন। কিন্তু তার কাছের লোকজন কিংবা কোনো ওষুধই তার যন্ত্রণার কারণ থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। তিনি হতাশ হলেন, যখন দেখলেন মেডিকেল কলেজের মতো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও যথাযথভাবে সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা মধুকে ২০১১ সালের ১০ ডিসেম্বর আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

মধু মৃত্যুর পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত চিরকুট লিখে যান, যাতে লেখা রয়েছে "আজ স্যার যে অপমান করেছে, তা আমি কোনোদিন ভুলব না। বিদায় এ পৃথিবী।"

ব্লাস্টের আইনগত সহায়তায় মধুর বাবা বাদী হয়ে বগুড়া আদালতে আত্মহত্যায় প্ররোচনার দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। দুঃখজনকভাবে পুলিশ তদন্ত শেষে মে ২০১১ সালে মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদান করে এবং আদালত উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে অভিযুক্তদের মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

এই ঘটনায় মধুর বাবা জনাব শংকর চক্রবর্তী সংক্ষুব্ধ হন এবং ব্লাস্টসহ ৪ জন বাদী হয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থে শংকর

চক্রবর্তী এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশের সরকার এবং অন্যান্য (যার নাম্বার ১৫৭৬/২০১২) মামলা দায়ের করেন। এই জনস্বার্থে মামলায় আবেদনকারীগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি হেনস্থামূলক আচরণ বন্ধে নির্দেশনা কামনা করে। দায়ী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতের নিকট আদেশ প্রার্থনা করেন। এই মামলায় বিচারপতি ফরিদ আহমেদ এবং শেখ হাসান আরিফকে নিয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ ১৮ মার্চ ২০১২ তারিখে বিবাদীদের প্রতি রুল জারি করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি হেনস্থামূলক আচরণের অভিযোগ যথাযথভাবে তদন্তের ব্যর্থতা কেন প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১-এর অধীন বিবাদীর দায়িত্বের অবহেলা হিসেবে পণ্য হবে না, তা জানতে চেয়ে আদালত কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না, তা জানতে চেয়েও রুল জারি করা হয়। মামলাটি বর্তমানে রুল শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ আছে।

আইন-শৃংখলা বাহিনীর প্রতি মধুর বাবা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "আমি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার সন্তান আর কখনোই ফেরত আসবে না কিন্তু হাইকোর্টের নিকট আমার প্রত্যাশা এই যে, হাইকোর্ট যেন এই মামলায় একটি মাইলফলক রায় প্রদান করেন, যেন আর কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম অমর্যাদাপূর্ণ নিষ্ঠুর আচরণের শিকার না হন।"

গল্প-১১

সিডও কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত হল ফিলিপাইনের প্রতিবন্ধী নারীর বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং ন্যায়বিচার লাভের পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের, অভিযোগের পুলিশি তদন্ত এবং আদালতে শুনানির সময় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ন্যায়বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। যেমন: তদন্ত প্রক্রিয়ায় ইশারাভাষার সুবিধা না থাকা, আদালতের বিচার কার্যক্রমে ইশারাভাষার অনুমোদন না থাকা বা অনুমতি থাকলেও ইশারাভাষাকে সাক্ষ্যগত মূল্যের বিবেচনায় দুর্বল জনশ্রুতি সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত আইনী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাবে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ন্যায়বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৩ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেইসাথে পুলিশ, কারাগারের কর্মী এবং বিচার প্রশাসনে কর্মরত সবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতেও বাধ্য।

ফিলিপাইনের সুবারবান মেট্রো এনিলার এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন ১৭ বছর বয়সী এক বালিকা। তিনি একজন বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী বালিকা। ১১ জুন ২০০৬ সালে ভোর ৪টায় তার প্রতিবেশির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। তদন্ত থেকে শুরু করে বিচার প্রক্রিয়ার অধিকাংশ সময় অভিযোগকারীকে অপরাধ প্রমাণের জন্য ইশারাভাষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ৩১ জানুয়ারি ২০১১ সালে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ থেকে রেহাই প্রদান করেন এবং আদালত তার রায়ের অভিযোগকারীর সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে আপত্তি জানান এবং বলেন, বাদীপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। রায় ঘোষণার দিনও আদালত অভিযোগকারীর জন্য ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করেননি। আপিলের সুযোগ না থাকায় অভিযোগকারী আদালতের রায়ের পর ২৩ মে ২০১৩ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যে বিলোপ সনদ, ১৯৭৯-এর অপশনাল প্রটোকলের আওতায় গঠিত কমিটির নিকট ফিলিপাইন সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার

পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য অভিযোগ জানায়।

সরকারের ইশারাভাষা সম্পর্কিত নীতির অভাবে "ফিলিপাইন ডেফ রিসোর্চ সেন্টার" শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারীর প্রতি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। সংস্থাটি ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৭০টি ধর্ষণের ঘটনার শ্রবণপ্রতিবন্ধী ভিকটিমের পক্ষের বা সাক্ষীর ঘটনা সংগ্রহ করে। সেখানে দেখা যায় তিনজনের মধ্যে একজনকে আদালত ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করে। সংস্থাটি ২০০৬-২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ৮০টি ঘটনার নিবন্ধন নেয়, যার মধ্যে ২৮ মামলায় ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করা হয়। এসব ঘটনার ৮৫% ধর্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যে ২৫% শ্রবণপ্রতিবন্ধী মেয়েদের ধর্ষণের মামলা রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়ায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমন সমস্যার সমাধানের জন্য "ফিলিপাইন ডেফ রিসোর্চ সেন্টার" আদালতে ইশারাভাষা চালুর জন্য একটি অ্যাডভোকেসি প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্পে সংস্থাটি নিম্নলিখিত বাধাগুলো চিহ্নিত করে :

- আদালতের দ্বারস্থ যৌন হয়রানির শিকার অভিযোগকারী শ্রবণপ্রতিবন্ধী অপ্রাপ্ত বয়স্কদের গড় বয়স ৪-১৬ বছর;
- সারাদেশে বিচারিক আদালতগুলো সুপ্রিম কোর্টের স্মারক আদেশ নং ৫৯-২০০৪ এবং বিজ্ঞপ্তি নং ১০৪-২০০৭ সম্পর্কে সচেতন নয়;
- কিছু আদালত শ্রবণপ্রতিবন্ধী ভিকটিমের পক্ষের ইশারাভাষার অনুবাদককে অনুমোদন করে না;
- আদালত ইশারাভাষার সাক্ষ্যকে "হেয়ারসে" বা "জনশ্রুতি" সাক্ষ্য হিসেবে বিচেনা করে থাকে;
- ইশারাভাষার অনুবাদক বাদীপক্ষকে ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য খরচ বাদীপক্ষকে বহন করতে হবে;
- আদালতে ইশারাভাষার প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রের কোনো বিধি-বিধান নেই;
- ইশারাভাষা অনুবাদকদের আইনী কোনো প্রশিক্ষণ নেই।

অভিযোগকারী সিডও কমিটির নিকট তার বক্তব্যে "ফিলিপাইন ডেফ রিসোর্চ সেন্টারে" অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরেন এবং সিডও কমিটি উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগকারীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের আদেশসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফিলিপাইন সরকারের প্রতি সুপারিশ করেন।

গল্প-১২

ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ধর্ষণের শিকার বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী কিশোরী রীতি আখতারী

বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী মেয়ে রীতি আখতারী (১৬) গরিব পরিবারের মেয়ে। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানায় এগার শতাংশ জমির ওপর একটি ছোট্ট বাড়িতে তাদের বসবাস। পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ছয় হাজার টাকা। এক রাতে দুর্বৃত্তরা রীতিকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। অনেক খোঁজ-খবরের পর পুকুর পাড়ে হাত-পা বাঁধা ও অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানাকে জানালে পুলিশ আসে ও ভিকটিমকে উদ্ধার করে এবং সেইফ হোমে রাখে। থানায় একটি মামলা হয়েছে। বর্তমানে নারী ও শিশু আদালতে

মামলাটি চলমান রয়েছে। রীতি ও তার পরিবার ধর্ষণের বিচার চায়। তারা কোনোরূপ মীমাংসা করতে চায় না, আইন অনুযায়ী বিচার চায়। মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো বাধাও নেই। এডিডি ইন্টারন্যাশনাল, স্থানীয় সূর্যোদয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা ভিকটিমের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা মামলার খরচ ও আইনজীবী নিয়োগসহ যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করছে। তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথেও যোগাযোগ রাখছে এবং ভিকটিমের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে সহযোগিতা করছে। রীতির পিতা জানান, এই ঘটনার ফলে তারা সামাজিকভাবে হেয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মানুষ তাদের পরিবার নিয়ে বাজে মন্তব্য করে। এখন মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী ও ধর্ষণের শিকার হওয়ায় মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছেন না রীতির পিতা। ধর্ষণের শিকার নারীদের তথা ভিকটিমদের দোষারোপ করা একটি খারাপ সংস্কৃতি। এ কারণে ধর্ষণের শিকার হয়েও রীতির পরিবার সামাজিক নিপীড়ন ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। রীতির বাবা বলেন, "আমি এই নির্যাতনের সঠিক বিচার চাই। আদালতের মাধ্যমে ধর্ষকের কঠোর সাজা চাই। এইটাই আমার একমাত্র চাওয়া।"

জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হাসান হালিম সরদার বলেন, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মামলাগুলোর বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। বিচার প্রক্রিয়ায় ইশারাভাষার ব্যবহার দরকার। ভিকটিম যদি ইশারা ভাষা না বুঝে তাহলে তার নিকট আত্মীয়দের ইন্টারপ্রেটর হিসেবে ব্যবহার করে জবানবন্দি গ্রহণ করা উচিত।"

গল্প-১৩

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এটিএম কার্ড

ভারতের কোনো কোনো ব্যাংকের কোনো কোনো ব্রাঞ্চ ব্যাংক হিসাব খোলা, হিসাব পরিচালনা এবং ব্যাংকিং খাতে গ্রাহকদের জন্য প্রদত্ত অন্যান্য সকল সুবিধা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। এর ফলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্যাংকের গ্রাহক হিসেবে ন্যায্য সেবা এবং সুবিধা গ্রহণে বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্যের মূল কারণ হিসাবে দেখা যায় ব্যাংক কর্মকর্তারা হয় সংশ্লিষ্ট আইন এবং বিধিবিধান সম্পর্কে অসচেতন, না হয় তারা এই আইনসমূহকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে অপারাগ ছিলেন।

প্রদত্ত ব্যাংকিং সেবা এবং সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সকল বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য তারা ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষের নিকট সফলভাবে কতগুলো বিষয় তুলে ধরেন। তারা স্ক্রিন রিডিং প্রযুক্তির সাহায্যে মোবাইল এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে অনলাইন এবং ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা এবং সুবিধা গ্রহণের সক্ষমতা তুলে ধরেন।

সর্বোপরি তারা আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ প্রযুক্তির প্রদর্শন করেন। প্রযুক্তিগত এ সমস্ত বিষয়ের প্রদর্শন করে তারা সিআরপিডির প্রতি ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষের মনযোগ আকর্ষণ করেন। সিআরপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় এবং সকল ধরনের সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সনদের অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণের সমর্থ করে তুলতে পক্ষরাষ্ট্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্ত অন্যান্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মতো সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ছাড়া ও পক্ষরাষ্ট্র এই সনদের ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকারী হওয়া তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরনের আার্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মতো সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দ্য যাবিয়ার'স রিসোর্চ সেন্টার ফর দ্য ভিজ্যুয়ালি চ্যালেঞ্জ (এক্সআরসিভিসি) ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি খসড়া পদ্ধতিগত নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং কেইস ল'-এর আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১। সাধারণ নির্দেশনা :

ক) ব্যাংকের সকল শাখা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য অবশ্যই প্রবেশগম্য হতে হবে।

খ) ব্যাংকসমূহ তাদের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক এবং অশিক্ষিত গ্রাহকদেরকে একই বিবেচনায় মূল্যায়ন করতে পারবে না।

গ) সকল ব্যাংক একজন অপ্রতিবন্ধী গ্রাহক বা সম্ভাব্য গ্রাহককে যে সকল সুবিধা এবং সেবা প্রদান করে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক বা সম্ভাব্য গ্রাহককেও অনুরূপ সেবা এবং সুবিধা প্রদান করবে।

ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ব্যাংকের ফরম, রশিদ, চেক পড়ে শোনাতে হবে এবং তা পূরণ করে দিতে হবে।

ঙ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ ব্যবহারকারী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকসহ সকল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদেরকে ব্যাংক কোনো সেবা বা সুবিধা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবে না।

চ) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য ঝুঁকিসহ সকল ধরনের তথ্য তাকে প্রদান করবে যদিও তা ব্যাংকের স্বেচ্ছাধীন বিষয় ।

ছ) ব্যাংকসমূহ তাদের হিসাব খোলার পদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পঠন উপযোগী পদ্ধতিতে তাদের ওয়েবসাইট সমূহে সরবরাহ করবে।

জ) অভ্যন্তরীণ সকল আনুষ্ঠানিকতা এবং কাগজপত্রাদি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য এবং সংক্ষিপ্ত হবে।

ঝ) ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেবাদানকারী কোনো তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তিভুক্ত থাকলে সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটসমূহ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য করতে হবে।

ঞ) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহককে অবশ্যই যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় অথবা অন্য একজনের উপস্থিতিতে ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় বাধ্য করা যাবে না।

ট) ব্যাংক তাদের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় আরোপ না করে বড় আকারের চেক বই ইস্যু করতে পারে, যাতে মেমো লাইন এবং স্বাক্ষরের জায়গা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা থাকবে আর এটি এমনভাবে করতে হবে যাতে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি আঙুলের সাহায্যে স্পর্শ করলেই সুনির্দিষ্ট স্থানটি শনাক্ত করতে পারে।

ঠ) ব্যাংক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের স্বাক্ষরের বিষয়টি নমনীয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে এবং স্বাক্ষর শনাক্তকরণের জন্য নিজস্ব শনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

ড) আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত এবং এ সংক্রান্ত অগ্রসরমান প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়োজন ।

ঢ) সর্বোপরি ব্যাংকসমূহ বায়োমেট্রিক সহ অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ করতে পারে।

ণ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের সময় স্বাক্ষরের পরিবর্তে সিলের ব্যবহার বিবেচনা করতে পারে।

ত) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক যদি প্রয়োজন অনুভব করে তবে সে অন্য একজনকে তার ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারবে।

থ) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহককে অতিরিক্ত কোনো বোঝা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

২। ব্যাংক হিসাব খোলা :

ক) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ব্যাংক বাণিজ্যিক হিসাবসহ সব ধরনের হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুবিধা প্রদান করবে।

খ) অন্যান্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের ক্ষেত্রেও ব্যাংক অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

গ) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি একক বা যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।

ঘ) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাইলে অপর একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে এতে ব্যাংক কোনো প্রকার বাধা দিতে পারবে না।

ঙ) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংক কর্মকর্তা বা ম্যানেজার ব্যাংকের নিয়মনীতি এবং অন্যান্য বিষয়াদি তাকে পড়ে শোনাবেন।

চ) ব্যাংকের ম্যানেজার একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক বা সম্ভাব্য গ্রাহককে তার অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন।

ছ) ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য অন্যান্য গ্রাহকদের যে সকল কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হয় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাগজপত্রই দাখিল করতে হবে।

জ) ব্যাংক হিসাবটিকে এমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে রাখতে হবে যে, যাতে বুঝা যায় এই হিসাব পরিচালনাকারী একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ।

৩। হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন/চেক বই সরবরাহ :

ক) ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রাহকদেরকে যে সকল সুবিধা প্রদান করা হয়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদেরকেও অনুরূপ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

খ) ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের সময় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে টাকা প্রদান করবেন এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো সাক্ষীর উপস্থিতির প্রয়োজন নেই, যদি না দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক অনুরূপ সাক্ষীর উপস্থিতির জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

গ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহককে হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য সশরীরে ব্যাংকে উপস্থিত হওয়ার শর্তের অধীন করা যাবে না।

ঘ) সকল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহককে অনুরোধের প্রেক্ষিতে চেক বই প্রদান করতে হবে।

ঙ) চেক বই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য গ্রাহকদের জন্য বিদ্যমান যে সকল পদ্ধতি রয়েছে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সে সকল পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।

চ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক তৃতীয় পক্ষকে চেক প্রদান করতে পারবে, ব্যাংক এই সেবা প্রদানে অস্বীকার করতে পারবে না।

৪। ক্রেডিট কার্ড /ডেবিট কার্ড

ক) সকল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহককে অনুরোধের প্রেক্ষিতে ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড বরাদ্দ করতে হবে।

খ) ব্যাংকের শাখা পরিচালক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহককে সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করতে পারবে।

গ) ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড সম্পর্কিত আইন-কানুন, বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের পঠন উপযোগী পদ্ধতিতে সরবরাহ করতে হবে।

ঘ) ব্যাংকসমূহ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের জন্য ছবিযুক্ত ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এতে ব্যবহৃত ছবিটি গ্রাহককে শনাক্তকরণ বা যাচাইকরণ কাজে লাগবে।

৫। এটিএম/ডেবিট কার্ড

ক) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকরা অবশ্যই ব্যাংকের এটিএম সেবা গ্রহণের নতুন করে অধিকারী।

খ) ব্যাংক যেখানে নতুন করে এটিএম বুথ স্থাপন করবে, সেখানে অবশ্যই একটি টকিং এটিএম ডিভাইস স্থাপন করবে।

গ) বিদ্যমান যে সমস্ত এটিএম বুথ রয়েছে সেসব এটিএম বুথ থেকে প্রত্যেক এলাকায় অন্ততপক্ষে একটি এটিএম ডিভাইসকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের ব্যবহারের জন্য টকিং ডিভাইসে পরিণত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের সাথে গঠনমূলক আলোচনা সাপেক্ষে অতিরিক্ত ব্যয় না বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে তা স্থাপন করতে হবে।

ঘ) কোনো অবস্থাতেই ব্যাংক তার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদেরকে এটিএম কার্ড বরাদ্দ দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

ঙ) সর্বোপরি ব্যাংক আরও নিশ্চিত করবে যে, এটিএম কার্ড দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী যেমন : শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী হবে।

৬। অনলাইন ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং এবং টেলি ব্যাংকিং /ফোন ব্যাংকিং

ক) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে প্রত্যেক ব্যাংকেরই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য ওয়েবসাইট থাকতে হবে।

খ) সব ধরনের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য হতে হবে।

গ) ব্যাংকসমূহে অবশ্যই গ্রাহকের সঠিকতা যাচাই এবং পাসওয়ার্ড যাচাইয়ের জন্য বিকল্প পদ্ধতিগত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ) সকল ফিচার্স বিশেষত গ্রাহকের নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত ফিচার্সসমূহ প্রতিবন্ধী গ্রাহকের জন্য প্রবেশগম্য হতে হবে।

৭। লকার্স

ক) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে লকার সেবা প্রদানে বাধ্য।

খ) উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত সহজেই ব্যবহার করা যায় এমন লকার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

গ) লকার বরাদ্দের ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক যে নিয়ম অনুসরণ করে, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করবে।

ঘ) লকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক নিম্নলিখিত সুযোগগুলো পেতে পারে।

১। এককভাবে পরিচালনা ।

২। আবেদনকারীর পছন্দ অনুসারে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সাহায্যে এককভাবে পরিচালনা

৩। যৌথভাবে পরিচালনা ।

ঙ) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহক লকার খোলা এবং বন্ধ করার সময় কোনো কিছু পড়ে গেছে কিনা তার উপস্থিতিতে তা পরীক্ষা করার জন্য লকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করতে পারেন।

৮। ঋণ সেবা :

ক) অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রদান করে থাকে সে সকল ঋণ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদেরকেও প্রদান করতে হবে। কোনো গ্রাহকের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতাকে ঋণ নামঞ্জুরের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

খ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ঋণ গ্রহীতার প্রতি অতিরিক্ত সুদ কিংবা আনুষঙ্গিক কোনো শর্তারোপ করা যাবে না।

গ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো গ্রাহককে উঁচু মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকের তালিকাভুক্ত করা যাবে না। যদি না তার অতীতের ঋণের ইতিহাস নেতিবাচক হয়ে থাকে।

ভারতের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্যাংকিং খাতে প্রদত্ত সেবা এবং সুবিধাসমূহে নিজেদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে ভারতীয় ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমের কৌশলগত অংশ হিসেবে তারা আদালতে মামলা দায়ের এবং প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত কমিশনকে এর সঙ্গে যুক্ত করে প্রধান কমিশনারকে দিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের সচিবের বরাবর পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। যাতে লেখা ছিল ব্যাংকিং খাতে প্রদত্ত সেবাসমূহ থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে কোনো অবস্থাতেই বঞ্চিত করা যাবে না।

ব্যাংকিং খাতে প্রদত্ত সেবাসমূহে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্রাহকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্য যাভিযারস রিসোর্চ সেন্টার ফর দ্য ভিজুয়ালি চ্যালেঞ্জ (এক্সআরসিভিসি) এই সংক্রান্ত জাতীয়, আন্তর্জাতিক আইন এবং কেইস ল'সমূহকে একত্রিত করে ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের জন্য এই পদ্ধতিগত নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করেন। যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের মূল ধারার বেশ কিছু ব্যাংক ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধী বান্ধব হয়ে উঠেছে এবং আর কিছু ব্যাংক হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

গল্প-১৪

জর্ডানের নির্বাচনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ অভিগম্যতার জন্য অ্যাডভোকেসি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারসহ সব ধরনের মানবাধিকার চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে।

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯ নির্বাচন প্রক্রিয়ার খসড়া প্রণয়ন এবং উক্ত খসড়া বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষের বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণে করা, যাতে করে একজন প্রতিবন্ধী ভোটার কোনো প্রকারের বাধা ছাড়া তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। অনুচ্ছেদ ২৯ : যেসব প্রতিবন্ধী ভোটার, যাদের ভোট প্রদানে অন্য ব্যক্তির সহায়তা প্রয়োজন হয়, তাদের পছন্দের সহযোগীর সহায়তায় ভোট প্রদানের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ প্রত্যেক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইউএনসিআরপিডির মানদণ্ড নিশ্চিত করবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ভোটার তার ভোট প্রদানে সমর্থ হয়।

সিআরপিডি গ্রহণের পর নির্বাচনী আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রাজনীতি চর্চায় অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং নির্বাচনে প্রবেশাধিকার বেড়েছে। এ পরিবর্তনগুলো প্রমাণ করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সব স্তরে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাশাপাশি ডিপিওসমূহের প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনার এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনে উপদেষ্টা কমিটিতে অংশগ্রহণ এবং সেইসাথে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করছেন।

জর্ডানে চলমান নির্বাচনে ডিপিওসমূহ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জোরালো ভূমিকা পালন করে। জর্ডানের

একটি ডিপিও নির্বাচনকে সামনে রেখে অ্যাডভোকেসির কার্যক্রম গ্রহণ করে। উক্ত ডিপিও নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগে প্রতিবন্ধী ভোটার যেসব বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তা প্রথমে চিহ্নিত করে। এই অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে ডিপিও মোর্চা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভোটারের জন্য সহযোগীদের সহায়তায় ভোট প্রয়োগে বাধা অপসারণে কাজ করে। কারণ জর্ডানে অশিক্ষিত ভোটার ছাড়া অন্য কোনো ভোটারকে সহযোগীর সহায়তায় ভোট প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করা হতো না। উক্ত ডিপিও মোর্চা আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্বাচনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভোটারের ভোট প্রদানে সুবিধা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট ছিল। জর্ডানের ডিপিওটি ২০১০ সালে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করাসহ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, নিবাচনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কীভাবে তারা প্রতিবন্ধী ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কাঠামো একটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তুলে ধরে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবন্ধী ভোটাদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকারে ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা এবং উক্ত বাধার সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরা।

ডিপিও কর্তৃক অনুসৃত কৌশল এবং কার্যপদ্ধতি :

১. ডিপিও বিদ্যমান নির্বাচনী আইন এবং কর্মপদ্ধতি ইউএনসিআরপিডির শর্তসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিরূপণের জন্য ব্যাপক পর্যালোচনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। উক্ত কাজের জন্য-

- একজন আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে।
- প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় যেসব বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তা নিরূপণের জন্য অধিকার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

২. ডিপিওটি সহযোগিতার ভিত্তিতে জর্ডানের প্রতিবন্ধীবিষয়ক উচ্চ পরিষদের সাথে প্রতিবন্ধী ভোটারের জন্য সহায়তার পদ্ধতি সংস্কারের জন্য কাজ করে।

- উক্ত কার্যক্রমে ফলে ভোট প্রদানের পদ্ধতিতে সংস্কার করা হয় এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভোটাররা তাদের পছন্দের সহযোগীদের সহায়তায় ভোট প্রদান করতে পারছেন।

৩. নির্বাচন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউলে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে প্রতিবন্ধী ভোটারদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিধান যুক্ত করা হয়।

৪. ডিপিওসমূহ নির্বাচনে প্রতিবন্ধী ভোটারা যেসব বাধার সম্মুখীন হন, তা মনিটরিং এবং পর্যক্ষেণের জন্য নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

ফলাফল নির্ণয়ে নমুনা নির্দেশক :

- প্রবেশযোগ্য ভোট প্রদানের পদ্ধতির জন্য আইন, নীতিমালা বা চর্চার পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উন্নয়ন ঘটে।
- ভোটারের তথ্যে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগীর প্রয়োজন সম্পর্কিত বিধান সংযুক্ত করা হয় এবং পছন্দের সহযোগীর দ্বারা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়।

গল্প-১৫

গুরুতর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার

দক্ষিণ আফ্রিকার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র মৃদু মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদেরকেই শিক্ষা প্রদান করা হয়। যে সকল বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের আইকিউ মাত্রা ৩৫-এর নিচে এবং যারা গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত বিশেষায়িত বা অন্য কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয় না। শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন কেপ প্রদেশে এ ধরনের শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে যা বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। সেখানে এই ধরনের পরিচর্যা কেন্দ্রের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। ফলে যে শিশুরা এ সকল পরিচর্যা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না, কার্যত তারা কোনো সেবাই পাচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে ওয়েস্টার্ন কেপ ফোরাম একটি কৌশলগত মামলা দায়েরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ওয়েস্টার্ন কেপ ফোরাম হল ১৫০টিরও বেশি সংস্থার একটি জোট, যারা ওয়েস্টার্ন কেপ প্রদেশে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কাজ করে। ওয়েস্টার্ন কেপ ফোরাম কৌশলগত এই মামলাটি পরিচালনার জন্য হার্ভার্ড ল' স্কুলের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মসূচির সহযোগিতায় একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, যা বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহকে সিআরপিডি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইন এবং নীতিমালার ওপর কৌশলগত সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রদান করে।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী কতগুলো সংগঠন একত্রে একটি জোট গঠন করে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের দাবি হল, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য সরকারের নীতিমালা মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। এই ধরনের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি রয়েছে, তা অন্যান্য শিশুদের শিক্ষানীতির তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং অসম।

আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় নীতি এ ধরনের গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, সমতা, মর্যাদা, অবহেলা ও বঞ্চনা থেকে সুরক্ষা পাবার যে অধিকার রয়েছে তা লঙ্ঘন করছে। আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিশেষায়িত বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। আদালত ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, এই শিশুরা সামাজিক অপবাদ, উপেক্ষা এবং মর্যাদার অধিকার লঙ্ঘনের শিকার। সর্বোপরি এ ধরনের শিশুদের শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা তাদের বঞ্চনা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারকে লঙ্ঘন করছে, যদিও এ সকল শিশুরা তাদের পিতামাতার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করছে– তথাপি এ ধরনের শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে।

আদালত রাষ্ট্রকে আদেশ প্রদান করেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাসহ যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়নের মাধ্যমে ওয়েস্টার্ন কেপ প্রদেশে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সাধ্যের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে- (১) যে সকল সংস্থা এ সকল শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদানে কাজ করছে, তাদের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দিতে হবে এবং এ সকল বিশেষায়িত পরিচর্যা কেন্দ্রের কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণসহ স্বীকৃতি প্রদান এবং উপযুক্ত সম্মানীর ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বিশেষায়িত পরিচর্যাকেন্দ্রে শিশুদের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) এই অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং এই আদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে ১২ মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

আদালতের এই আদেশটি লাভের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্মকৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছিল :

- ওয়েস্টার্ন কেপ প্রদেশে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় বৈষম্যপূর্ণ প্রবেশাধিকারের প্রতিবাদে ১৯৯৭ সালে শিক্ষার অধিকার বিষয়ক অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন শুরু করে।
- বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের অসমতা দূর করার জন্য ২০০২ সালে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গণসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ওয়েস্টার্ন কেপ শিক্ষা বিভাগ অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করা হয়।
- গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকারের জন্য সংসদীয় প্রক্রিয়ায় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।
- ২০০৭ সালে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকারকে লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় বিশেষ করে সমতা, মর্যাদা, অবহেলা ও বঞ্চনা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়।
- মামলা পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদানে হার্ভার্ড ল' স্কুলের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মসূচির অংশীদারিত্ব ছিল।
- আদালতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ফোরাম ধারাবাহিকভাবে আদালতে আদেশ বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে।
- এই অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আদালতের আদেশ বাস্তবায়নে ওয়েস্টার্ন কেপ প্রাদেশিক সরকারকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

এই কৌশলগত মামলাটির কারণে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুরা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ মামলায় যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল আদালতের সিদ্ধান্তে তা গৃহীত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ একসঙ্গে কাজ করেছে।

গল্প-১৬

বরিশালের ডিপিও "বিপিইউএস"-এর প্রচেষ্টায় গৌরনদী পৌরসভার বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ

তৃণমূল প্রশাসন বা স্থানীয় সরকারসমূহের নিকট থেকে চাহিদা জানার পর সে অনুযায়ী জাতীয় বাজেট তৈরি করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাঠ প্রশাসন থেকে আর্থিক চাহিদা প্রদান না করা হলে জাতীয় বাজেটে এ বিষয়ে বরাদ্দ রাখার সম্ভাবনা কম। আর তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসন জনগণের নিকট থেকে চাহিদা সম্পর্কে অবগত হয়েই নিজেদের বাজেট তৈরি করে। এ বিষয়টি অনুধাবন করেই বরিশাল জেলাধীন গৌরনদী পৌরসভার বাজেট প্রতিবন্ধীবান্ধবকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (বিপিইউএস)-এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। সংস্থাটি গৌরনদী পৌরসভার মেয়রসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহিত বেশ কয়েক বার অ্যাডভোকেসি সভা করে। সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন

নীতিমালা সমন্ধে আলোচনা করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ও অন্যান্য আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ইউনিটগুলোর দায়িত্ব ও কাজ করার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিপিইউএস-এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে গৌরনদী পৌরসভা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য তাদের বাজেটে প্রথমবারের মতো ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেটে লিখিতভাবে ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ রাখে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করা হয়। গৌরনদী পৌরসভা পুনরায় তাদের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা করে। এভাবেই গৌরনদী পৌরসভার বাজেট ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধীবান্ধব বাজেটে পরিণত হয়।

বিপিইউএস পৌরসভার বাজেট ঘোষণার পর কোন কোন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা উচিত তার একটি প্রস্তাবনা পৌর মেয়রের নিকট পেশ করে। বর্তমানে পৌরসভার বরাদ্দকৃত টাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ও সহায়ক উপকরণ ক্রয় ও দরিদ্র প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়া করার ব্যয় বাবদ প্রদান করা হচ্ছে। পৌরসভায় বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পৌর মেয়রের নিকট লিখিত আবেদন করে এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ গ্রহণ করতে পারে। ইতিমধ্যে পৌরসভা এলাকায় বসবাসরত বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পৌরসভা থেকে আর্থিক সহায়তা ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে।

পৌরসভার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যাতে এই অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রয়োজনে অর্থ গ্রহণসহ বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে বিপিইউএস বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দও তাদের নিজ নিজ এলাকার প্রতিবন্ধীদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কে জানায়। স্থানীয় পত্রিকায় গৌরনদী পৌরসভার বাজেট প্রতিবন্ধীবান্ধব হওয়া সংক্রান্ত তথ্যটি প্রকাশিত হয়। এ সকল প্রচার-প্রচারণার ফলে এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ পৌরসভা থেকে বিভিন্ন সহায়তা গ্রহণের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। জনগণের আগ্রহের কারণেই পৌরসভা ক্রমশ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে বলে বিপিইউএস মনে করে।

২০১৫ সালের পূর্বে গৌরনদী পৌর বাজেট প্রতিবন্ধীবান্ধব ছিল না। স্থানীয় ডিপিওর প্রচেষ্টায় পৌরসভা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বরাদ্দ রাখতে শুরু করেছে। এর ফলে একদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেমন উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও চিকিৎসাসেবা লাভের অধিকারসহ বেশ কয়েকটি অধিকার বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই শুভ চর্চাটি (গুড প্র্যাকটিস) অন্যান্য পৌরসভায় প্রচলিত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে অবদান রাখবে।

গল্প-১৭

বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারীর ওপর যৌন নির্যাতনের বিচার নিশ্চিতকরণে কুষ্টিয়ার ডিপিও কম্পনের সাহসী ভূমিকা

জমিলা খাতুন (ছদ্মনাম) একজন বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী। সে জন্মগতভাবেই প্রতিবন্ধী। ১৬ বছর বয়সী মেয়েটি সুলতানপুর গ্রামে একটি রাস্তার ধারে সরকারি খাস জমিতে তার মায়ের সাথে বসবাস করে। জমিলাদের পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী হওয়ায় গ্রামের মানুষ সব সময় তাকে অবহেলার চোখে দেখে। তার মা একজন প্রতাপশালী ব্যক্তির বাড়িতে কাজ করে। সে বাড়ির লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর যে খাবার অবশিষ্ট থাকে তাই খেয়ে দিন চলে মা ও মেয়ের।

একদিন জমিলার মা কাজে গেলে সে একা বাড়িতে মায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় গ্রামের জনৈক নান্নু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জমিলাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। নান্নু তাকে একা পেয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। সে যাতে চিৎকার করতে না পারে, সে জন্য তার মুখে গামছা ঢুকিয়ে দেয় নান্নু। অমানুষিকভাবে যৌনপীড়ন চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় তার মা বাড়িতে এসে এই লোমহর্ষক ঘটনা দেখতে পায়। নান্নু জমিলার মাকে হুমকি দিয়ে বলে, "এই কথা যদি গ্রামের কাউকে বলিস তাহলে তুই ও তোর মেয়ে কেউ বাঁচতে পারবি না।" জমিলা একটি ডিপিওর সদস্য ছিল। জমিলার মা নান্নুর হুমকিকে উপেক্ষা করে ঘটনাটি উক্ত ডিপিওর নেতা আক্তার হোসেনকে ও তার দলের সকলকে জানিয়ে দেয়। আক্তার হোসেন কুষ্টিয়া কম্পন জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন-এর সকল নেতা-নেত্রীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। এর পর কম্পন জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন-এর নেতৃত্বে জমিলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি দল গঠন করে। দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে জমিলা ও তার মায়ের সাথে কথা বলে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে এবং জমিলার সুবিচার লাভের ক্ষেত্রে সকলের সহায়তা চায়। অভিযুক্ত নান্নু একজন সন্ত্রাসী। তাই এলাকার লোকজন এই বিষয়ে কোনো মতামত দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। তবে কম্পনের দিক থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তারা পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করে।

এলাকাবাসীর আশ্বাস পেয়ে প্রতিবন্ধী নেতৃবৃন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয়, সাংবাদিক, এনজিওসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের বিষয়টি অবহিত করে। তারা থানায় মামলা করতে যায়। প্রথমে থানার ভাবপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে। পুলিশের অনীহার বিষয়টি স্থানীয় পৌর মেয়রকে জানানো হয়। জমিলার ওপর নির্যাতন ও পুলিশের অসহযোগিতামূলক আচরণের প্রতিবাদে কুষ্টিয়া জেলার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে সংবাদ সম্মেলন, র‍্যালি, মানববন্ধন ও কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। অবশেষে থানা মামলাটি গ্রহণ করে। অভিযুক্ত নান্নুকে আটক করার জন্য পুলিশ তার বাড়িতে যায় কিন্তু আটক করতে সক্ষম হয়নি। জমিলার মেডিকেল টেস্ট করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের তৎপরতায় স্থানীয় প্রশাসন জমিলার ন্যায়বিচার লাভের বিষয়ে সচেতন হয়েছে। নান্নু এখনো পলাতক। ঘটনার পর জমিলার মা মারা গিয়েছেন। জমিলা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কম্পন এখনো তার পাশে আছে এবং সহযোগিতা প্রদান করছে।

গল্প-১৮

প্রতিবন্ধিতার কারণে মামলায় ফেঁসে যাওয়া প্রতিবন্ধী শিশুর পাশে একসেস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু রাজনের (ছদ্মনাম) বয়স ১৪ (চৌদ্দ) বছর। বসবাস করে রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী শহর সাভারে। সেখানে একসেস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামের একটি ডিপিওর পরিচালিত বিশেষ স্কুলে পড়ালেখা করে রাজন। স্কুলের পরীক্ষায় সে সব সময় খুব ভালো ফলাফল করে। সে খুব সুশৃংখল ছেলে বলেও স্কুলে পরিচিত। তাই সকলেই তাকে খুব পছন্দ করে।

রাজনের অনেক বন্ধু রয়েছে। হারুন, কামাল, সজিব ও সাদেক তার চেয়ে বয়সে বড় হলেও তারা রাজনের অন্যতম প্রিয় বন্ধু। একদিন তারা মাঠে খেলছিল। খেলার সময় কামাল বলে তারা সিএনজি নিয়ে পাশের গ্রামে বেড়াতে যাবে। সকলেই প্রস্তাবে রাজি হয় এবং একটি সিএনজি ভাড়া করে বেড়াতে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর সজিব রাজনের মোবাইল ফোনটি নিয়ে সিএনজি থেকে নেমে যায়। কিছুক্ষণ পর সে জসিম (ছদ্মনাম) নামের অন্য একটি শিশুকে নিয়ে ফিরে আসে এবং মোবাইলটি নিজের কাছে রেখে জসিমকে সিএনজিতে অন্যদের সাথে তোলে দিয়ে বলে, "তোরা মাঠে চলে যা, আমি

একটু পরে আসতেছি।" জসিম সজিবের পরিচিত ছিল এবং বেড়ানোর কথা বলেই তাকে সজিব সিএনজিতে তুলে দেয়। কিন্তু আসলে হারুন, কামাল, সজিব ও সাদেক পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জসিমকে বেড়ানোর কথা বলে অপহরণ করে। কিন্তু এই পরিকল্পনার কথা তারা রাজনকে জানায়নি। সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে সজিব রাজনের মোবাইল থেকে জসিমের মা'কে ফোন করে বলে, জসিমকে অপহরণ করা হয়েছে। সে মুক্তিপণ হিসেবে তিন লক্ষ টাকা দাবি করে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকা না দিলে জসিমকে হত্যা করা হবে বলে জানিয়ে দেয়। এদিকে মাঠের কাছে এসে রাজনের বন্ধুরা রাজনকে সিএনজি থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, তার মোবাইল সজিব তার বাসায় গিয়ে দিয়ে আসবে। রাজন নেমে বাড়ি চলে যায় আর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই মিলে জসিমকে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আটকে রাখে।

জসিমের মা সন্তান অপহরণের বিষয়টি পুলিশ ও র‍্যাবকে অবহিত করে। যে মোবাইল থেকে জসিমের মায়ের নিকট মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল, সেটি ট্র্যাক করে র‍্যাব জানতে পারে মোবাইলটি রাজনের। তারা রাজনকে গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে তিন দিনের রিমান্ডে নেয়। পরবর্তীতে র‍্যাব জসিমকে উদ্ধার করে এবং অপহরণের সাথে জড়িত হারুন, কামাল, সজিব ও সাদেককে হাতেনাতে আটক করে। পুলিশ রাজনসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধেই অপহরণের মামলা দায়ের করে। আদালত রাজনসহ বাকিদের কারাগারে প্রেরণ করে।

রাজনের মা বিষয়টি রাজনের স্কুলকে অবহিত করেন। সকলেই অবাক হন। কারণ রাজনের কোনো খারাপ কাজের রেকর্ড নেই। সে অপহরণের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এটা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তাই অ্যাকসেস ফাউন্ডেশন এবং স্থানীয় অপর ডিপিও শাপলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা ব্লাস্টের নিকট আইনী সহায়তার আবেদন করে। ব্লাস্টের আইনজীবীগণ রাজনের পিএসসি সার্টিফিকেট ও জন্মনিবন্ধনপত্র দেখে নিশ্চিত হন রাজনের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর সাত মাস। শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী অনূর্ধ্ব আঠার বছর বয়সী ব্যক্তি শিশু। আইন অনুযায়ী কোনো শিশুকে কারাগারে রাখার নিয়ম নেই। এমনকি কোনো শিশু আইনবিরোধী কাজ করলেও তার বিচার শিশু আদালতে করতে হবে, প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একই আদালতে বিচার করা যাবে না। শিশুকে যে আদালতে বিচার করা হবে, সে আদালতের পরিবেশও ভিন্ন হতে হবে। কিন্তু পুলিশ রাজনের বয়স বাড়িয়ে রাজনকে আসামি করে। রাজনের আইনজীবীগণ রাজনের বয়স প্রমাণের প্রামাণ্য দলিলগুলো আদালতে উপস্থাপন করে তার মামলাটি শিশু আদালতে স্থানান্তর করে তাকে জামিন প্রদানের আবেদন করেন। আদালতকে আইনজীবীগণ জানান, কোনো শিশুকে কারাগারে রাখা বেআইনী এবং আবদ্ধ রাখার প্রয়োজনে শিশুকে কারগারেরস্থলে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা যেতে পারে। রাজনের মোবাইলের সম্পৃক্ততা থাকায় আদালত পর পর দু'দফা জামিনের আবেদন খারিজ করে তৃতীয় দফায় রাজনের জামিন মঞ্জুর করেন। আইনজীবীগণ আদালতকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, অভিযুক্ত রাজন তার বন্ধুদের প্রতারণার শিকার হয়ে ফেঁসে গিয়েছে। সে কথা বলতে পারে না, তাই মোবাইলে মুক্তিপণ চাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখাতে পারে না বলেই সে বন্ধুদের অভিসন্ধি বুঝতে পারেনি। অবশেষে ৪৯ দিন কারাগারে থাকার পর রাজন জামিনে মুক্ত হয়। বর্তমানে মামলাটি নিষ্পত্তির অপক্ষোয় রয়েছে। রাজন তার স্কুলে যাতায়াত করছে। সে আগের মতোই ভালো ফলাফল করছে।

রাজন জানত না হারুন, কামাল, সজিব ও সাদেক খারাপ প্রকৃতির ছেলে। তারা কখনো তাকে বন্ধু হিসেবে ভাবেনি। ছেলেগুলো রাজনের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল শুধুমাত্র তার প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। ওরা ভেবেছিল রাজনের মোবাইল ব্যবহার করলে রাজনই দায়ী হবে। রাজন এখন বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। সে একটি খোলা চিঠিতে উল্লেখ করেছে, এমন ভুল করে সে অনুতপ্ত। অপহরণের বিষয়টি সে জানত না, কিন্তু জীবনের ৪৯টি দিন অপরাধীদের সাথে কাটিয়ে মানসিকভাবে সে বিপর্যস্ত। সে তার অপরাধী বন্ধুদের শাস্তিও দাবি করেছে।

উপসংহার

এমন এক সময় ছিল যখন একটা বাধ্যবাধকতামূলক আন্তর্জাতিক সনদ তৈরি করা স্বপ্নের মতো মনে হতো। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে নীতি, ঘোষণা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো বাধ্যবাধকতামূলক ছিল না বিধায় অধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বা অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী ব্যক্তিরা ডিপিওগুলোর অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে খুব সমীহ করত না। ডিপিওদের কার্যক্রম বা তদবির তাদের মনে আইনী বাধ্যবাধকতা তৈরি করত না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পরে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবিগুলোকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করছে। আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের আইনগত দায়িত্ব হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করা। কোনো আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বের অবহেলা হলে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব। এমনকি হাইকোর্টের মাধ্যমে আইনী দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যায়।

এই অল্প ক'দিন পূর্বেও সরকারের অনুদান ও দুর্বল আইনী কাঠামোর ওপর বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়ন নির্ভর করত। জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন পাস হবার পরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে নতুনভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারগুলো সম্পর্কে জানতে হচ্ছে এবং সেগুলোকে গুরুত্ব দিতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, নিয়োগকারী ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্তারা বাধ্য হয়েই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভাবছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারি কর্মকর্তাদের এই ভাবনা ও প্রচেষ্টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। তাদের কাজে সহায়তা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ডিপিওসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আরেকটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। সেটা হল আইনটির প্রয়োগের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেউ যাতে আইনটির অপব্যবহার না করেন সেদিকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। আইনের বিধানগুলোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাতে হয়রানির শিকার না হন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আইনের অপব্যবহারের কারণে এটি বিতর্কিত হতে পারে, যা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

এই হ্যান্ডবুক প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল ডিপিও নেতৃবৃন্দকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের কী করণীয় তা বুঝানো। এখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়ন বা এর সুফল লাভের বিষয়টি ডিপিওগুলোর হাতে। এই হ্যান্ডবুক সঠিকভাবে ব্যবহার করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে অনেক এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ডিপিওগুলো সচেতনভাবে এই হ্যান্ডবুকের সহায়তায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যবহার না করলে বা আইন বাস্তবায়নের নিজস্ব উদ্যোগ না নিলে এই হ্যান্ডবুক কোনো কাজে লাগবে না। সে কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন নিয়ে আজকে থেকেই শুরু হোক ডিপিওগুলোর অ্যাডভোকেসি কর্ম, যেন এই নতুন আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতি সকল স্তরের মানুষদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলে এবং সূচনা করে নতুন এক বৈষম্যহীন যুগ।

***

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপুঞ্জি (**Bibliography**)

অ

অন্ধ প্রতিবন্ধীদের ব্যাংক নোট শনাক্তকরণ প্রসঙ্গ, সূত্র নং- পিএম/৩৭/২০০৫-৬৪৯, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি এনেজমেন্ট অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেমস (প্রিন্টিং অ্যান্ড মিটিং শাখা) বাংলাদেশ ব্যাংক, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫

অর্থনৈতিক, সামজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি-১৯৬৬

দেখুন : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, Visited: 28.04.2018

আ

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারাভাষা চালু করার বিষয়টির নীতিগত অনুমোদন প্রসঙ্গ, (সিদ্ধান্ত-১৬), নং- আ.ভা.ই/ক.সি.(সমন্বয়)-৩৪৮/১০, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

আইনগত সহায়ত প্রদান আইন, ২০০০ (৬ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

ই

ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, ১৯৬৬

দেখুন : http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, Visited:28.04.2018

উ

উন্মাদ আইন, ১৯১২ (৪নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018.

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (৭নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

ও

ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অফব অ্যাকশন কনসানিং ডিসঅ্যাবলড পারসনস, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮২

দেখুন : https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/world-programme-of-action-concerning-disabled-persons.html, Visited: 28.04.2018

ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন স্পেশাল নিডস এডুকেশন-সালামনকা ডিক্লারেশন, ইউনেস্কো, ৭-১০ জুন, ১৯৯৪

দেখুন : http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf,Visited:28.04.2018

এ

এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপ্রিল, ২০১০

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (১ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=882, Visited: 28.04.2018

ক

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৮ নং আইন) (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=788. Visited:28.04.218

কোর্টস অব ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৭৯ (১১ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=957, Visited: 28.04.2018

গ্রাম আদালত, ২০০৬ (১৯ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

গার্ডিয়ান এবং ওয়ার্ড অ্যাক্ট, ১৮৯০ (৮ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

চ

চুক্তি আইন, ১৮৭২ (৯ নং আইন)

দেখুন : http://bn.banglapedia.org/index.php?title. Visited: 28.04.2018

জ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সনদ ইউএন চার্টার, ১৯৪৪ (২৬ জুন ১৯৪৫)

দেখুন: http://www.un.org/en/charter-unitednations/, Visited:28.04.2018

জাতিসংঘ নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯

দেখুন : https://unwomen.org.au/wp-content/uploads/2015/11/CEDAW-Factsheet.pdf, Visited: 28.04.2018

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবন্ধী দশক ঘোষণা, ১৯৮৩-১৯৯২, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮২

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ (২০ নভেম্বর ১৯৮৯)

দেখুন : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, Visited: 28.04.2018

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ, ২০০৬

দেখুন : http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf, Visited: 28.04.2018

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ দায়ের সম্পর্কিত লিফলেট, (প্রকাশক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধানাবলী, এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ এবং এডিডি, জানুয়ারি, ২০১১

ড

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন, ডব্লিউইএফ, ২৬-২৮ এপ্রিল, ২০০০

দেখুন : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf, Visited:28.04.2018

ডিক্লারেশন অন সোশ্যাল প্রোগ্রেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

দেখুন : http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/progress.pdf, Visited: 28.04.2018

ডিক্লেরেশন অব বিওয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন অ্যান্ড এসকাপ মিলেনিয়াম ডিকেড (২০০৩-২০১২), এসকাপ, নভেম্বর,২০০২

দেখুন : http://www.dpavanuatu.org/wpcontent/uploads/2015/07/Update30.pdf, Visited: 28.04.2018

ত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1011/, Visited: 28.04.2018

তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী ও রাখাইনসহ সকল উপজাতি উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই খাতের আওতায় ঋণ প্রদান প্রসঙ্গ, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৩/২০১৫, বাংলাদেশ ব্যাংক, ০৯ জুন, ২০১৫

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিমালা

দেখুন : http://www.infocom.gov.bd/site/page/e5366868-dedf, Visited:28.04.2018

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনকারীগণের জন্য নির্দেশিকা,প্রকাশক : তথ্য কমিশন

দেখুন : http://www.infocom.gov.bd/site/page/e5366868-dedf, Visited:28.04.2018

দ

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (৪৫ নং আইন)

দেখুন : https://legalsolutionsbd.blogspot.com/2017/10/penal-code-1860-in-bangla.html,

Visited: 28.04.2018

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (৫নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (২১ নং আইন)

দেখুন : http://hedsbd.org/m/m1.pdf. Visited:28.04.2018

দি ভলান্টারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সিজ (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (৪৬ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গ, জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং: ০১, গ্রিন ব্যাংকিং অ্যান্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, জানুয়ারি ২০, ২০১৫

দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সুবিধা, (বিজ্ঞপ্তি) মেমো নং-(মাযা-১)১৩২৫৪-৩১৩, উপ-রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ আগস্ট, ১৯৮৮

ন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২৭ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name&vol&id=835,

Visited:28.04.2018

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (৫২ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

প

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (৩৯ নং আইন) (৯ অক্টোবর ২০১৩)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1126, Visited:28.04.2018

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ (৯ অক্টোবর ২০১৩)

দেখুন : http://jpuf.portal.gov.bd/sites/default/files/files/jpuf.portal.gov.bd, Visited: 28.04.2018

প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ, বাংলাদেশ সরকার, ৬ নভেম্বর, ১৯৯৫

প্রতিবন্ধীদের জন্মনিবন্ধন ফি মওকুফ, স্মারক নং- স্থাসবি/ইপ/বিবিধ-০৭/২০০৫/৩৫১, ইউপি-২ শাখা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

প্রতিবন্ধীদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত, (পরিপত্র), স্মারক নং- বিতযোপ্রম/শা-১০/বিবিধ-৯/২০০৫/৪৮৫ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৯ ডিসেম্বর, ২০০৯

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী র‍্যাম ও টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গ, (প্রজ্ঞাপন), স্মারক নং-গৃগম/শা-৮/ বিবিধ-২২/০৯/১৩২৬/১(৯), গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (উন্নয়ন অধিশাখা-৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৯

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান প্রসঙ্গ, (বিজ্ঞপ্তি), স্মারক নং-৪৫.১৭৪.০০২.০৯.০১.০০০.২০০৯-০৬, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০২ জানুয়ারি, ২০১১

প্রতিবন্ধী নাগরিকদের উন্নয়নে ২০১০-১১ জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ প্রসঙ্গ, (নির্দেশনামা), নং-মশিবিম/বাঃঅঃ/

বিবিধ/০৬/২০১০-১০৭ বাজেট ও অডিট শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৪ মে, ২০১০

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি, ২০১০

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় প্রসঙ্গ, (পরিপত্র), নং- ৪৬.০১৮.০৩২.০০.০০.০৩৭.২০১৫-৩৩, ইউপি-২ শাখা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিষয়ে পৌর পরিষদের করণীয় প্রসঙ্গ, (পরিপত্র),নং- ৪৬.০৬৩.০৩১.০৮.০০.০০২.২০১১-৩২৯, পৌর শাখা-১, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধা দেয়ার নির্দেশনা, (প্রতিবেদন), সমকাল, ২১ জানুয়ারি, ২০১৫

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন, (পরিপত্র), পত্রসংখ্যা- ৪৩.৩৯.৩০.০০.০০.০১.২০০২-৮১(১০২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৭ মার্চ, ২০০২

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ (১২নং আইন) এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮ প্রভিশনাল অ্যাপ্রুভাল অব ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ডিজঅ্যাবিলিটি, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৪

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিইডিপি-২) এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার মূল স্রোতধারায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ ও কার্যকর প্রসঙ্গ, স্মারক নং- ওএম/৪বিদ্যা-রাজ/(পিইডিপি-২)/খণ্ড-০৪/০৫/৮৭(৭০), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ৩১ জানুয়ারি, ২০০৭

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ আইন, ১৯৯০ (২৭ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=738&sections_id=30358, Visited: 28.04.2018

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক ঘোষণা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

পালস ফর দ্য প্রটেকশন অব পারসনস উইথ মেন্টাল ইলনেস, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১

দেখুন : http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm, Visited:28.04.2018

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর বিধিমালা, ২০১৫

দেখুন : http://www.jpuf.gov.bd, Visited: 28.04.2018

পারিবারিক সহিংসতা দমন আইন, ২০১০ (৫৮ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

ফ

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (৫ নং আইন)

See: http://law.tezpang.com/criminal-procedure-code, Visited: 28.04.2018

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন করা সংক্রান্ত পরিপত্র নং স সে অ দ/ শা-নিবন্ধন/স্বেচ্ছা-৪৭৭/২০০৮

ফোরথ এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক মিনিস্টিরিয়াল কনফারেন্স অন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সাপোর্টিং দ্য সেকেন্ড ডিকেড অন ডিজঅ্যাবিলিটি, এসকাপ, অক্টোবর, ১৯৯১

ব

বাস ও মিনিবাসে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ প্রসঙ্গ, (প্রতিবেদন), দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, ২০০৮

বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস এবং অন্যান্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা সংরক্ষণ, (প্রজ্ঞাপন), সূত্র নং- ০৫.০০.০০০০.১৭০.০৭.০৫৭.১১-১৫, বিধি-১ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১২ জানুয়ারি, ২০১২

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা সংরক্ষণ, (প্রজ্ঞাপন), নং-০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০১৫.১২-১৬৯, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৮ মে, ২০১২

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক ঘোষণা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৮০

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, ১৯৮২

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার : তৃণমূল সুপারিশসমূহ, এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ এবং ব্লাস্ট, ১ জানুয়ারি, ২০১৭ কবীর, মাহবুব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার : সহজ কথায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদ (সিআরপিডি), প্রকাশক : জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা, জুন, ২০১২

ভ

ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩-এর স্পষ্টীকরণ সম্পর্কে, নথি নং-০৮(৯) কঃমঃপ্রঃ/২০০৪/৫২৭, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৪

ম

মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০১৩ (৫৩ নং আইন)

দেখুন : http://nhrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/nhrc.portal.gov.bd/npfblock/NHRC%20ACT%20bangla.pdf, Visited: 28.04.2018

মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গ, এস.আর.ও.নং ০৫/নথি নং ০৭.১৭.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/আইন/২০১১, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০ জানুয়ারি, ২০১১

মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (৫৩নং আইন) (১৪ জুলাই ২০০৯)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name=&vol=&id=1023, Visited: 28.04.2018

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ অক্টোবরকে সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস হিসেবে ঘোষণা, ইউএস কংগ্রেস, ৬ অক্টোবর ২৯৬৪

দেখুন: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf, Visited: 28.04.2018

মানবাধিকার কর্মীর সুরক্ষা : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা (প্রকাশক : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), নভেম্বর, ২০১১

মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ (৩ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

র

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (২৮ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

রফিক জামান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট, অপরাজেয় বাংলা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১ ডিসেম্বর, ২০১৬

রহমান, মোঃ মিজানুর বাংলাদেশের সংবিধান (প্রকাশক : সুফী প্রকাশনী, ১৫১ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১১

শ

শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php. Visited:28.04.2018

শিশু আইন, ২০১৩ (২৪ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1119, Visited: 28.04.2018

শ্রম আইন, ২০০৬ (৪২ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name=&vol=&id=952, Visited: 28.04.2018

শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর, (প্রজ্ঞাপন), এস.আর.ও. ৯৭৭(ক)/৬০, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

স

সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ (বেঙ্গল অ্যাক্ট নং ৩)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 282.04.2018

সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের নির্ধারিত কোটা পদ্ধতির সংশোধন, (প্রজ্ঞাপন), নং- সম(বিধি-১)-এস-৮/৯০(অংশ-২)-০৬(০০০), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৭ মার্চ, ১৯৯৭

সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের নির্ধারিত কোটা পদ্ধতি প্রসঙ্গ, (প্রজ্ঞাপন), নং-সম(বিধি-১)এস-৬/২০০২-২৫০(১০০) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৫ অক্টোবর, ২০০৩

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (৪৭ নং আইন) (১৫ জুলাই ২০০১)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=876,Visited: 28.04.2018

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (৯ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৯৭৭ (১ নং আইন)

দেখুন : https://bdlawnewscom.wordpress.com/2016/06/21/the-specific-relief-act-s-r-act, Visited: 28.04.2018

সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ), ইউনেস্কো, ২-৯ মার্চ, ১৯৯১

দেখুন : http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000895/089546eo.pded. Visited:28.04.2018

সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ঢাকা ঘোষণা, দক্ষিণ এশিয়া সিবিআর নেটওয়ার্ক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

দেখুন : http://humanrightsbd.org/2018/04/07, Visited:28.04.2018

স্ট্যান্ডার্ড রুলস অন দ্য ইকুয়ালাইজেশন অব অপরচুনিটিস ফর পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

দেখুন : http://www.undocuments.net/sreopwd.htm,Visited:28.04.2018, Visited:28.04.2018

সালিশ পরিষদ, ২০০১ (১ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (৫৯ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

হ

হিন্দু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার বাধা অপসারণ আইন, ১৯২৮ (১২ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

হেফাজতে মৃত্যু আইন : ২০১৩ সালের ৫০ নং আইন (২৭ অক্টোবর ২০১৩)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1133, Visited:28.04.2018

হারারে ঘোষণা- লেজিসলেশন অব অপরচুনিটিস ফর ডিসঅ্যাবল্ড পিপল, নয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ ৩ মার্চ, ১৯৯১

অন্যান্য

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৪-এর প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক নিয়োগ সংক্রান্ত, (প্রেস বিজ্ঞপ্তি), নং-৮০.২০০.০৫০.০০.০০.০৩৫.২০১৪-৮৮, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

সংযুক্তি – ০১

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

জাতিসংঘ

সাধারণ পরিষদ

এ/৬১/৬১১

বিতরণ : সাধারণ

৬ ডিসেম্বর, ২০০৬

মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

মুখবন্ধ

এই সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহ

ক) জাতিসংঘ ঘোষণার মূলনীতি অনুযায়ী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্য এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়,

খ) *স্বীকৃতি দেয়* যে, জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঘোষণা ও সম্মতি প্রদান করেছে যে, কোনো রকম ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে ঐসব সনদ ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারী,

গ) সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, আন্তনির্ভরশীলতা, আন্তঃসম্পর্ক এবং সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৈষম্যহীনভাবে এসবের পূর্ণ উপভোগের নিশ্চয়তা দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে,

ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অত্যাচার ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তিবিরোধী সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ সর্বদা স্মরণ করে,

ঙ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে,

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগকে এগিয়ে নিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ, প্রণয়ন ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন কনসার্নিং ডিসঅ্যাবলড পারসনস) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগের সমতা বিধান সংক্রান্ত বিধি (স্ট্যান্ডার্ড রুল) এ বর্ণিত মূলনীতি ও নীতি-নির্দেশনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ছ) টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৌশলসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়সমূহকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয়,

জ) আরও স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য ব্যক্তি মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্যের লঙ্ঘন,

ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয়,

ঞ) নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

ট) উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, এ সমস্ত আইন, উদ্যোগ ও চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অব্যাহতভাবে সমাজের সমমর্যাদাবান সদস্য হিসেবে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন ও তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত,

ঠ) সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে *স্বীকৃত দেয়*,

ড) সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বৈচিত্র্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় মূল্যবান অবদান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সমাজে অংশীদারিত্বের বোধ বৃদ্ধি পাবে; মানবীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে,

ঢ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আত্ম-কর্তৃত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ণ) বিশ্বাস করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সকল নীতি ও কর্মসূচিসহ নীতি ও কর্মসূচি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত,

ত) জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গীয়, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভিন্নমতের, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠীগত, উৎপত্তিগত, সম্পত্তিগত, জন্মগত, বয়সভিত্তিক ও অন্যান্য কারণে বহুমুখী ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে,

থ) *স্বীকৃতি দেয়* যে, প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রায়শই অধিকতর সহিংসতা, শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন, অযত্ন বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা বৈষম্যের ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে,

দ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অন্যান্য শিশুদের সাথে সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ উপভোগের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে শিশু অধিকার সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে,

ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগকে সমুন্নতকরণের সকল প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতা দূর করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়,

ন) বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ যে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন, এই বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে ও এ কারণে প্রতিবন্ধী মানুষদের ওপর দারিদ্র্যের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

প) বিশ্বাস করে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে জাতিসংঘ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং মানবাধিকারের আইনী সুরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে, সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশি দখলদারিত্বের সময়ে,

ফ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগে সক্ষম করবার গুরুত্বকে *স্বীকৃতি দেয়*, যাতে তারা অবকাঠামোগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে,

ব) গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি এবং তার নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রসার ও সেগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে,

ভ) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সমঅধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিত,

ম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নয়ন-অর্জিত সকল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সমুন্নত করতে একটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক সনদ ব্যাপক সামজিক বঞ্চনা দূর করতে এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সম-সুযোগ এনে দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে,

শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে সম্মতি দেয় যে,

অনুচ্ছেদ ১

অভীষ্ট লক্ষ্য

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়গত অনুপস্থিতি/অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে /সাথে মিলেমিশে তাদেরকে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

অনুচ্ছেদ ২

সংজ্ঞা

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য :

'যোগাযোগ' বলতে বুঝাবে সকল ভাষা, লেখ্যরূপ, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, ব্যবহার উপযোগী কম্পিউটার-ভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম, সেই সাথে লিখিত, শ্রুতিগোচর, সরল ভাষা, মানব পাঠক এবং যোগাযোগের সহায়ক ও বিকল্প উপায়সমূহ, মাধ্যম ও প্রকরণসমূহ এবং ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

'ভাষা' বলতে বুঝাবে উচ্চারিত ও ইশারাভাষা এবং অন্যান্য ধরনের নিঃশব্দ ভাষা;

'প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য' অর্থ হল প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যে কোনো ভেদাভেদ, বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাখ্যানসহ সকল ধরনের বৈষম্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

'ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি' বলতে বুঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

'সার্বজনীন পরিকল্পনা' বলতে বুঝাবে উৎপাদিত পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের পরিকল্পনা, যা কোনো রকমের অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন ছাড়াই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ব্যবহার উপযোগী। এই 'সর্বজনীন পরিকল্পনা' প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণকে বাদ দিয়ে প্রযুক্ত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৩

সাধারণ মূলনীতি

বর্তমান সনদের মূলনীতি হবে :

ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

খ) বৈষম্যহীনতা;

গ) পূর্ণ ও কার্যকর সমাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানববৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;

ঙ) সুযোগের সমতা;

চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;

ছ) নারী পুরুষের সমতা;

জ) শিশু প্রতিবন্ধীদের বিকাশমান সামর্থ্য এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

অনুচ্ছেদ ৪

সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনো রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও প্রবর্ধন করবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রবর্ধনকে আমলে নেয়া;

ঘ) এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং নিশ্চিত করা যে সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয়;

ঙ) ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) এই সনদের ধারা ২ এর বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করবে, যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে; এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে বিশ্বজনীন নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;

ছ) কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তির অগ্রাধিকার দেয়া। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাফেরার যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ, বহনযোগ্য প্রযুক্তিসমূহকে প্রাধান্য;

জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সুগম তথ্যাবলী সরবরাহ;

ঝ) এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ প্রবর্ধন করা।

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ, উত্তোরত্তরভাবে এই অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের জন্য, এই সনদের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ ক্ষুণ্ন না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মকাঠামোর ভেতরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে তার প্রাপ্য সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. বর্তমান সনদের বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন ও প্রয়োগ, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করবে। এক্ষেত্রে শিশু প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্টতাও নিশ্চিত করা হবে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে।

৪. এই সনদের কোনো কিছুই কোন শরিক রাষ্ট্রের আইন বা সেই রাষ্ট্রে বলবৎ আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকতর উপযোগী কোনো ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কোনো আইন, সনদ, বিধান বা রীতির ওপর ভিত্তি করে গৃহীত কোনো মৌলিক মানবিক অধিকার, এই সনদের কোনো শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ থাকলে, তা বর্তমান সনদে স্বীকার করা হয়নি বা কম গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়েছে এই অজুহাতে তার ওপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ হবে না বা তা খর্ব করা যাবে না।

৫. এই সনদের প্রতিবিধান কোন রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সব অংশেই প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ৫

সমতা ও বৈষম্যহীনতা

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, আইনের দৃষ্টিতে ও অধীনে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেই সমান আইনী সুরক্ষা ও সুবিধা ভোগ করবার অধিকারি।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করবে এবং যে কোন প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান ও কার্যকর আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৩. সমতা সমুন্নতকরণ ও বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত সমতা বর্ধন বা অর্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই সনদের শর্তাবলীর অধীনে বৈষম্য বলে বিবেচিত হবেনা।

অনুচ্ছেদ ৬

নারী প্রতিবন্ধী

১. শরিক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে, নারী প্রতিবন্ধীরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লেখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন নারী প্রতিবন্ধীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্র নারী প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৭

শিশু প্রতিবন্ধী

১. শিশু প্রতিবন্ধীরা যেন অন্যান্য শিশুদের মতই সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ সকল শিশু প্রতিবন্ধীর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে, অন্যান্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

অনুচ্ছেদ ৮

সচেতনতা বৃদ্ধি

১. শরিক রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে, কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

ক) পরিবার পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল ধরনের সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চার অবসানে সচেষ্ট হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে;

২. এ লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকবে :

ক) কার্যকর জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে :

১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়গুলো আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়;

২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ;

৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শিতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে;

খ) শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ৯

সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে রাষ্ট্রপক্ষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন, তথ্য ও যোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্য অন্যান্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মতো সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করা; যা অপরাপর সকল বিষয়সহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

ক) ভবন, সড়ক, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন, চিকিৎসা সেবা ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন সুযোগ-সুবিধা;

খ) তথ্য, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবাসমূহ।

২. এ ছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

ক) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সকল সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ন্যূনতম মান ও নির্দেশিকা তৈরি, তার আইনী স্বীকৃতি প্রদান ও পরিবীক্ষণ করা;

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঘ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবনসমূহে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সহজে পড়া ও বোঝা যায় এমনভাবে সঙ্কেত স্থাপন;

ঙ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও সুবিধাসমূহ প্রাপ্তি ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য গাইড, পাঠক ও পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষীসহ সরাসরি সহায়তা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা;

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রকারের যথাযথ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহিত করা;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহার উৎসাহিত করা;

জ) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অবাধে ব্যবহারযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নকশা প্রণয়ন, উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণ উৎসাহিত করা, যেন তা ন্যূনতম খরচে পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদ ১০

জীবনের অধিকার

রাষ্ট্রপক্ষ দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার আছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন অন্যান্যদের মত পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে।

অনুচ্ছেদ ১১

ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুসারে রাষ্ট্রপক্ষ সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১২

সমান আইনি স্বীকৃতি

১. রাষ্ট্রপক্ষ দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ স্বীকার করবে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন।

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত যথার্থ ও কার্যকর রক্ষাকবচ প্রণয়ন এবং প্রয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে। এরূপ রক্ষাকবচ আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী না হয় এবং অযাচিত প্রভাবমুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করবে। এই রক্ষাকবচ যেন ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়, ন্যূনতম সম্ভব সময়ের মধ্যে প্রযুক্ত হয় এবং তা যেন একটি সুযোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষিত হয় তাও নিশ্চিত করবে। যেসকল ব্যবস্থাদি ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারকে প্রভাবিত করে তার মাত্রা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি হয়।

৫. এই ধারার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারী হওয়া, তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মতো সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে জবরদস্তির মাধ্যমে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্যপ্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আইনি কার্যপ্রণালীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং অন্যদের মত সমতার

ভিত্তিতে কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৪

ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করে;

খ) বেআইনিভাবে বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেন স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাধীনতার খর্ব হলে তা অবশ্যই আইন অনুমোদিত পদ্ধতিতে হতে হবে। প্রতিবন্ধিতা কোনোক্রমেই স্বাধীনতা খর্বের কারণ হবে না।

২. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, কোন প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহলে তারা যেন অন্যান্যদের মতোই সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদী হয়ে এই সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী যেন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১৫

অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা, মর্যাদাহানিকর চিকিৎসা বা শাস্তি থেকে মুক্তি

১. কোনো ব্যক্তিকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর চিকিৎসা অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিশেষত, কোনো ব্যক্তিকেই তার স্বেচ্ছা-সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবে না।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপর যে কোনো নির্যাতন কিংবা হিংস্র, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর কোনো চিকিৎসা বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সব ধরনের কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় এবং/অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬

শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারীদেরকে লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে রাষ্ট্রপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেইসাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষার সেবাসমূহ বয়স, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতা-সংবেদী।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ সকল ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য পরিচালিত সকল সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।

৪. যে কোনো ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রপক্ষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসহ সকল যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই পুনরুদ্ধার ও মূল স্রোতে নিয়ে আসা এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে, যা ব্যক্তির লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক চাহিদানুযায়ী তার সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সমুন্নত রাখে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপর শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা শনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র পক্ষ নারী ও শিশু-বান্ধব আইন ও নীতিমালাসহ কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৭

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষা

সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সম্মানের অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ১৮

চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা

১. রাষ্ট্রপক্ষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের, অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে, চলাচলের স্বাধীনতা, নিজ আবাসস্থল ও জাতীয়তা নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ও সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) কোনো জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না করা হয়;

খ) প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন চলাচলের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে প্রয়োজনীয় জাতীয়তার সনদ অথবা পরিচয়সূচক অন্যান্য সনদ অর্জন করা, অধিকারী হওয়া ও ব্যবহার করা অথবা প্রাসঙ্গিক কোনো কাজে যেমন বিদেশ গমনে ব্যবহার করতে বঞ্চিত না হন;

গ) নিজের দেশসহ যে কোনো দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমনের অধিকার সংরক্ষণ করেন;

ঘ) জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না।

২. শিশু প্রতিবন্ধীরা জন্মগ্রহণের পরপরই নিবন্ধিত হবে, জন্মের সাথেই একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকারী হবে এবং মাতাপিতার পরিচয় জানা ও তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৯

স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

এই সনদের রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, অন্যান্যদের মতো সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের পছন্দ অনুযায়ী সমাজে বসবাস করার সমঅধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের এই অধিকারের পূর্ণ উপভোগ বাস্তবায়ন করতে এবং সমাজে তাদের পূর্ণ একীভূতকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিজ আবাসস্থল এবং কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবেন, তা অন্যান্যদের মতো সমানভাবে বাছাই করার সুযোগ বিদ্যমান এবং তারা কোনো বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নন।

খ) প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহায়তাসহ সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা পৃথকীকরণ রোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিভিন্ন গৃহ-ভিত্তিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামুলক সেবাপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

গ) সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যমান সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান থাকে । এসব সেবা ও সুবিধা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০

ব্যক্তির সচলতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পরে, রাষ্ট্রপক্ষ তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী, সময়মতো এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করা;

খ. মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলাচল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব-সহযোগিতা যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পেতে পারেন, তার জন্য সহায়তা করা;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক-কর্মীদেরকে সচলতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঘ. যারা সচলতা-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুত করেন, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ২১

মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, রাষ্ট্রপক্ষ তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সাথে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য ও ধারণা চাইতে, পেতে এবং বিনিময় করতে পারে সে জন্যও এই সনদের ধারা ২ অনুযায়ী প্রযোজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক. সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য প্রতিবন্ধিতার সকল ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছেও যথোপযুক্ত ব্যবহার-উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মতো ও সমমূল্যে প্রদান করা;

খ. দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদানুযায়ী ইশারাভাষা, ব্রেইল, কর্ম-সহায়ক ও বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রদান করা;

গ. ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী উপায়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করতে আহ্বান করা;

ঘ. গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারীদেরকে তাদের সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার-উপযোগী করতে উৎসাহিত করা;

ঙ. ইশারাভাষার স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ২২

ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

১. বসবাসের স্থান কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেই তার গৃহ, পরিবার বা যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বলপূর্বক, বে-আইনী অনুপ্রবেশ, অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের ওপরও কোনোরূপ বে-আইনী আক্রমণ করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরনের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে;

২. রাষ্ট্রপক্ষ অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও পূনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩

গৃহ ও পারিবারের অধিকার

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যের মতো সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন :

ক. বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী যুগলের মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তানসংখ্যা ও জন্মবিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়।

গ. অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

২. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিশুদের অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ এবং শিশু ও তার সম্পত্তির হেফাজত কিংবা

রাষ্ট্রীয় আইনে বিদ্যমান এ ধরনের অন্য যে কোনো বিধানের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ শিশু প্রতিবন্ধীদের পারিবারিক জীবনলাভের সম-অধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা গোপন করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তার প্রতি অবহেলা ও তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ শিশুপ্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবারকে আগেভাগে বিস্তারিত তথ্য, সেবা ও সমর্থন প্রদান করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে কোনো শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত হয় যে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুটির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। পিতামাতা ও শিশুর যে কারোর বা উভয়েরই প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনোভাবেই শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৫. কোনো শিশু প্রতিবন্ধীকে তার নিকটতম পরিবার উপযুক্ত যত্ন নিতে না পারলে রাষ্ট্রপক্ষ শিশুটির বৃহত্তর পারিবারিক গণ্ডির মাধ্যমে যত্ন প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিফল হলে তার সমাজের মধ্যেই পারিবারিক আবহের মধ্যে যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৪

শিক্ষা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। বৈষম্যহীন ও সম-সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সব স্তরে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করবে। যার উদ্দেশ্য হবে :

ক. মানুষ হিসেবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্মমূল্যের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানববৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করা;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, মেধা, সৃজনশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা।

২. এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে :

ক. প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তি যেন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয়;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তার সমাজের সকলের মতো সমানভাবে একটি একীভূত, মানসম্পন্ন অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়;

গ. ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধা যেন দেয়া হয়;

ঘ. সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য থেকেই যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়;

ঙ. সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করবে যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়;

৩. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসাবে পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে। এই লক্ষ্যে, রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে :

ক. ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও আকৃতির ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড়-পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা;

খ. ইশারাভাষা শেখায় সহায়তা করা এবং বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাষাগত পরিচয়কে সমুন্নত করা;

গ. যে সকল শিশু দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগের পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তা শিক্ষাগত সর্বোচ্চ সামাজিক বিকাশ ঘটায়;

৪. এই অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতিতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধীবিষয়ক সচেতনতা, বিকাশমান ও বিকল্প পদ্ধতি, উপায় ও প্রকরণের যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে, যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন-নির্দিষ্ট সহায়তা নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ২৫

স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনোরূপ বৈষম্য না করে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রপক্ষ :

ক. অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরন, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। ত্বরিত শনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

গ. গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যান্যদের মতো সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঙ. স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;

চ. প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বৈষম্য নিরোধ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬

আবাসন ও পুনর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সহসাথী-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে, রাষ্ট্রপক্ষ সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে, রাষ্ট্র পক্ষ বিশেষত, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে সর্বসমন্বিত আবাসন ও পুনর্বাসন সেবা ও কর্মসূচিসমূহ এমনভাবে সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে, যাতে এই সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :

(ক) যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং আলাদা আলাদা ব্যক্তিচাহিদা ও শক্তি-সামর্থ্যের বহু-জ্ঞান-ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুরু হয়;

(খ) সেবামূলকভাবে সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ ও একীভূত হতে সহায়তা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কাছে তা সহজলভ্য হয় এবং গ্রামাঞ্চলসহ তাদের নিজ বসতির যতদূর সম্ভব নাগালের মধ্যে থাকে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ আবাসন ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রারম্ভিক ও চলমান প্রশিক্ষণের প্রসারে সহযোগিতা করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ আবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি, এর সহজলভ্যতা, জ্ঞান ও ব্যবহার বিকশিত করবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

কর্ম ও কর্মসংস্থান

১. রাষ্ট্রপক্ষ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মে-নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে পড়ে স্বাধীনভাবে পছন্দ করা কিংবা শ্রম বাজারে ও কর্মপরিবেশে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য উন্মুক্ত, গ্রহণীয় এবং সুগম কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগের অধিকার। আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতাবরণকারীদের জন্য কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে, এর সাথে আছে :

(ক) কর্মে নিযুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগ ও কর্মসংস্থান, চাকুরীর চলমানতা, পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশসহ সকল ধরনের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধীত্বের ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করবে;

(খ) সমসুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং ক্ষোভ প্রশমনসহ কাজে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেতে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা করবে;

(গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করবে;

(ঘ) সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহে, কর্মনিযুক্তি পরিষেবায় এবং বৃত্তিমূলক ও চলমান প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সক্ষম করে তুলবে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পেশাগত উন্নতি সাধন করবে। সেইসাথে চাকুরী খোঁজা, পাওয়া, চালিয়ে যাওয়া এবং পুনঃনিযুক্তিতে সহায়তা দেবে।

(চ) আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায়-উদ্যোগ, সমবায় গঠন এবং কারো নিজস্ব ব্যবসায় চালু করবার সুযোগ-সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটাবে;

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি চাকুরী খাতে নিয়োগ দান করবে;

(জ) ইতিবাচক পদক্ষেপ কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

(ঝ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন নিশ্চিত করবে;

(ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শ্রম বাজারে কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন উৎসাহিত করবে;

(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বৃত্তিমূলক ও পেশাগত পুনর্বাসন, কর্মে ধরে-রাখা এবং পুনরায় কাজে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি উৎসাহিত করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় এবং অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তারা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম হতে সুরক্ষিত।

অনুচ্ছেদ ২৮

সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের

সন্তোষজনক মান ও ক্রমাগত উন্নয়নের স্বীকৃতি দেবে। রাষ্ট্রপক্ষ এই সকল অধিকার অর্জনে সহায়তা দেবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় তার জন্য রক্ষকবচ তৈরি করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সুরক্ষা এবং তা উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় সে অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। সে জন্য এই সকল অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে রয়েছে :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সুপেয় পানীয় জলের পরিষেবা পাবার সমানাধিকার এবং যথাযথ ও সাধ্য অনুযায়ী পরিষেবা, উপকরণ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র্য দূরিকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দারিদ্রপীড়িত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুপরামর্শ, আর্থিক সহায়তা এবং বিশ্রাম সেবাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধিতা-বরাদ্দে অধিকার নিশ্চিত করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গণ-আবাসন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসূচিতে সমঅধিকার নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ২৯

রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের মতোই সমতার ভিত্তিতে তা উপভোগের সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং :

(অ). নিশ্চিত করবে যে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সরাসরি কিংবা অবাধে বেছে নেয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে রাষ্ট্র :

(ক) নিশ্চিত করবে যে, ভোট প্রদানের পদ্ধতি, সুবিধাদি এবং উপকরণাদি যথোপযুক্ত, বাধাহীন, বোধ্যগম্য ও অনায়াসে ব্যবহার উপযোগী;

(খ) কোনোরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচনে ও গণভোটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবার অধিকার এবং নির্বাচনে অংশ নেবার, কার্যকরভাবে দপ্তর পরিচালনা এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সে অনুযায়ী সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করবে;

(গ) নির্বাচক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবাধে মতামতের প্রকাশ এবং এই লক্ষ্যে, যেখানে প্রয়োজন, তাদের অনুরোধে, তাদের নিজেদের পছন্দের কাউকে সহায়তার জন্য সাথে নিয়ে ভোট প্রদানে অনুমতির নিশ্চয়তা প্রদান করবে;

(আ) সক্রিয়ভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করবে, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বৈষম্যহীনভাবে এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে জনজীবনে কার্যকর ও পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জনজীবনে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, এর মধ্যে রয়েছে :

(ক) বেসরকারি সংগঠন এবং দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ও তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন তৈরি ও তাতে যোগদান।

অনুচ্ছেদ ৩০

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. রাষ্ট্রপক্ষ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ :

অ. তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত সাংস্কৃতিক উপকরণ পায় ও তা উপভোগ করতে পারে।

আ. তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে পারে;

ই. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পরিষেবার স্থান, যেমন, মঞ্চনাটক, জাদুঘর, চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার ও পর্যটন পরিষেবা এবং যতটা সম্ভব, স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে সহজে যেতে পারে এবং তা উপভোগ করতে পারে।

২. শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নয়, সার্বিক সমাজিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার উন্নয়ন ও তা ব্যবহারের সুযোগ পায়।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুতসই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে, যে সকল আইন মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা করছে, তা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক উপকরণে ব্যবহার ও উপভোগে কোনোরূপ অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে ইশারাভাষা ও ইশারা ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতিসহ তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে রাষ্ট্রপক্ষ নিম্নলিখিত লাগসই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

(ক) মূলধারার খেলাধুলার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-উপযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ করবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সঠিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ বরাদ্দ উৎসাহিত করবে

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটনস্থলে বিনা বাধায় প্রবেশ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

(ঘ) অন্যান্য শিশুদের মতোই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুলভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, বিনোদন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের পরিষেবা প্রাপ্তি ও উপভোগ নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৩১

পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহ

এই সনদ কার্যকর করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রপক্ষ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিসংখ্যানগত ও গবেষণালব্ধ উপাত্তসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একান্ত বিষয় এর প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনসহ, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকবচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ;

(খ) পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহার মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

১. এই ধারা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এই সনদের অধীনে রাষ্ট্রপক্ষের বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন মূল্যায়নে সহায়তার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতার মখোমুখি হয়, তা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে;

২. রাষ্ট্রপক্ষ এই সকল পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য তার প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৩২

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১) রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন ও বিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সুশীল সমাজ, বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে :

(ক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তাদের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করে;

(খ) তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বিনিময়সহ যেন সক্ষমতা-উন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থনদান করে;

(গ) গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সহযোগিতা যেন উৎসাহিত করে;

(ঘ) সহজলভ্য ও ব্যবহার-উপযোগী সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের বিনিময় এবং উপভোগ উৎসাহিত করাসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে যেন যথাযথ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে;

২) এই ধারার বিধানসমূহ এই সনদের অধীনে প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষের নিজ-নিজ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৩

জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকির জন্য সরকারের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে। বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয়-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে;

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সনদের বাস্তবায়ন উৎসাহদান, সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণ করতে, যথোপযুক্ত এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ, একটি কর্মকাঠামো সক্রিয় করা, শক্তিশালী করা, নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করবে। এই ধরনের ব্যবস্থা নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সময় রাষ্ট্রপক্ষ মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা ও কার্যকারিতা-সংশ্লিষ্ট মৌল নীতিসমূহ বিবেচনায় আনবে।

৩. সুশীল সমাজ, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে (পরবর্তীকালে এটি 'কমিটি' হিসেবে নির্দেশিত হবে), যেটি এই ধারায় প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে।

২. এই সনদ বলবৎ হবার সময় বারজন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। সনদে অতিরিক্ত ষাটটি অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের পর আরো ছয়টি সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ আঠার সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির গঠন করা হবে।

৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তাঁরা সুউচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হবেন। এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে তাঁরা স্বীকৃত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রার্থী মনোনয়নে রাষ্ট্রপক্ষকে এই সনদের ধারা ৪.৩ অনুবিধি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সমানুপাতিক ভৌগোলিক বণ্টন, বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব ও প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহ, ভারসম্য লিঙ্গীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজ্ঞ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা হবে।

৫. রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সম্মেলনের সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। ওই সকল সভায় রাষ্ট্রপক্ষসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং ভোটদাতা রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির জন্য নির্বাচিত হবেন।

৬. এই সনদ বলবৎ হবার তারিখের ছয় মাস পার হবার আগেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি নির্বাচনের ন্যূনতম চার মাস পূর্বে জাতিসংঘের মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষসমূহকে চিঠির মাধ্যমে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। মহাসচিব এরপর এভাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের নাম মনোনয়নদানকারী রাষ্ট্রপক্ষসমূহের নাম উল্লেখপূর্বক বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং এই সনদের রাষ্ট্রপক্ষসমূহের নিকট পেশ করবেন।

৭. কমিটির সদস্যবৃন্দ চার বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাঁরা কেবল একবার পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ছয়জন সদস্যের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হবার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ছয় সদস্যের নাম সভার সভাপ্রধান কর্তৃক এই ধারার অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

৮. কমিটির ছয়জন অতিরিক্তি সদস্যের নির্বাচন এই ধারার সংশ্লিষ্ট অনুবিধি অনুসারে নিয়মিত নির্বাচনের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

৯. যদি কমিটির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করেন বা পদত্যাগ করেন কিংবা অন্য কোনো কারণে তিনি আর তাঁর কর্তব্য পালনে সক্ষম না হন, সে ক্ষেত্রে তাঁর মনোনয়ন দেয়া রাষ্ট্রপক্ষ তাঁর স্থলে এই ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের বাকি সময় কাজ করতে আরেকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. কমিটি এর কর্মপরিচালনা পদ্ধতির বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে।

১১. জাতিসংঘের মহাসচিব প্রারম্ভিক সভা আহ্বান করবেন এবং এই সনদের অন্তর্গত কমিটির কার্যকর কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের শর্তাবলীর ভিত্তিতে এবং কমিটির দায়িত্বের গুরুত্বের বিবেচনায় জাতিসংঘের সম্পদ থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন।

১৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘের সুবিধাভোগ ও দায়মুক্তি সনদের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত জাতিসংঘের মিশনের বিশেষজ্ঞবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদি ও দায়মুক্তির সুযোগ পাবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৫

রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতিবেদন

১. প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদ বলবৎ হবার দুই বছরের মধ্যে এই সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষ সেই প্রেক্ষিতে অর্জিত অগ্রগতি উল্লেখ-পূর্বক জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পরবর্তীতে ন্যূনতম প্রতি চার বছরে একটি এবং কমিটির অনুরোধে যে কোনো সময় সনদ-বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩. কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ্য বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪. কোনো রাষ্ট্রপক্ষ কমিটির নিকট প্রাথমিক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করে থাকলে তাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বে উল্লেখিত তথ্যাবলী পুনরায় উল্লেখ করতে হবে না। কমিটির কাছে পেশ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষসমূহ একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সনদের ৪.৩ ধারায় নির্ধারিত অনুবিধির যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

৫. প্রতিবেদনে এই সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৬

প্রতিবেদন বিবেচনা

১. কমিটি প্রতিটি প্রতিবেদনই বিবেচনায় আনবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী প্রতিবেদনের ওপর নির্দেশনা ও সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করে সেগুলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রপক্ষ পছন্দসই যেকোনো তথ্য যোগ করে কমিটির কাছে উত্তর পাঠাতে পারবে। কমিটি এর পরেও রাষ্ট্রপক্ষের কাছ থেকে এই সনদ বাস্তবায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করতে পারবে।

২. যদি কোনো রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবেদন পেশ করায় লক্ষ্যণীয়রূপে বিলম্ব করে, তাহলে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে নোটিশ পাঠাবে। নোটিশ দেবার তিন মাসের ভেতর প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে এরূপ পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করবে। এর জবাবে রাষ্ট্রপক্ষ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করলে সে ক্ষেত্রে এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ প্রযোজ্য হবে।

৩. জাতিসংঘের মহাসচিব সকল রাষ্ট্রপক্ষের কাছে প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন।

৪. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ-নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে এবং এই সকল প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশমালা জানতে জনগণকে উৎসাহিত করবে।

৫. কমিটি কারিগরি পরামর্শ বা সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘের তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৭

কমিটি ও রাষ্ট্রপক্ষসমূহের আন্তঃসহযোগিতা

১. প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ কমিটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এর কমিটির সদস্যবর্গকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে কমিটি এই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৮

অন্যান্য অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটির সম্পর্ক

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি এবং সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে:

অ. বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কমিটি, তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী, বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সুদক্ষ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে ঐসব সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। কমিটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে তাদের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এই সনদেও বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতেও অনুরোধ করতে পারবে।

ই. কমিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করবে। এই পরামর্শের লক্ষ্য হবে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নির্দেশিকা, পরামর্শ এবং সাধারণ সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।

অনুচ্ছেদ ৩৯

কমিটির প্রতিবেদন

কমিটি প্রতি দুই বছর অন্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেই সাথে কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের পেশকৃত প্রতিবেদন ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের ওপর ভিত্তি করে পরামর্শ কিংবা সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রতিবেদনে এরূপ পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো মন্তব্য থাকলে তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪০

রাষ্ট্রপক্ষের সম্মেলন

১. রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য নিয়মিত রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবে ।

২. এই সনদ বলবৎ হবার ছয় মাস অতিবাহিত হবার পূর্বেই জাতিসংঘের মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সম্মেলন আহ্বান করবেন। পরবর্তী সভাসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে কিংবা রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বান করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪১

আমানতকারী

জাতিসংঘের মহাসচিব এই সনদের আমানতকারী হবেন।

অনুচ্ছেদ ৪২

স্বাক্ষর

এই সনদ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংহতি সংগঠন কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৩

সম্মতির বাধ্যবাধকতা

এই সনদ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের অনুস্বাক্ষর এবং স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করবে। স্বাক্ষর করেনি এমন রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার বিবেচনার জন্য এই সনদ উন্মুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা

১. 'আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা' বলতে বুঝাবে কোনো একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই সনদের আওতাভুক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ-নির্ধারিত বিষয়সমূহের ওপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপ্তি/মাত্রা ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে আমানতকারীকে অবহিত করবে।

২. এই সনদে 'রাষ্ট্রপক্ষসমূহের' জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরনের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শিতার সীমার মধ্যে।

৩. অনুচ্ছেদ ৪৫ এর দফা ১ এবং অনুচ্ছেদ ৪৭ এর দফা ২ ও ৩-এর অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোনো আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোনো আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শিতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, রাষ্ট্রপক্ষের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই সনদ স্বাক্ষরকারী তাদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরনের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোনো আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

অনুচ্ছেদ ৪৫

কার্যকারিতা

১. এই সনদ বিশতম অনুস্বাক্ষর লাভ করবার দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

২. সনদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার অনুস্বাক্ষর, আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ কিংবা সম্মতিজ্ঞাপনের পরে, এ ধরনের সর্বমোট বিশটি সমর্থন অর্জন হলে, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিজ্ঞাপনের দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে সনদটি কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৬

আপত্তি

১. এই সনদের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যে কোনো সময় প্রত্যাহার করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৪৭

সংশোধনী

১. যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই সনদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যে কোনো প্রস্তাবিত সংশোধনী সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরনের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে, তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোনো সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল সদস্য রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে।

২. এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোনো সংশোধনী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম

দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোনো সংশোধনী কেবল সেই সকল রাষ্ট্রপক্ষের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

৩. এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন সংশোধনী, যা একান্তভাবে ধারা ৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ এর সাথে সম্পর্কিত, দুই তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৮

সমালোচনা ও ভিন্ন মত পোষণ

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র এই সনদের সমালোচনা ও এ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারবে। সমালোচনামূলক ভিন্ন মত মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৯

সহজে ব্যবহার উপযোগী প্রকরণ/ফরম্যাট

এই সনদ সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট/প্রকরণের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৫০

প্রামাণ্য পাঠ

এই সনদের আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই সনদে স্বাক্ষর করলেন।

সংযুক্তি – ০২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
(২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন)
[০৯ অক্টোবর, ২০১৩]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল সমঅধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

(১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

(১) এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের

(ক) ধারা ৩১ ও ৩৬ ব্যতীত অবশিষ্ট ধারা ও তফসিল অবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং

(খ) ধারা ৩১ ও ৩৬, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কেনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **'উপজেলা কমিটি'** অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;

(২) **'একীভূত শিক্ষা'** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একইসঙ্গে অধ্যয়ন;

(৩) **'কমিটি'** অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমতো, জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা কোনো জেলা কমিটি বা কোনো উপজেলা কমিটি বা কোনো শহর কমিটি;

(৪) **'জাতীয় নির্বাহী কমিটি'** অর্থ ধারা ১৯-এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(৫) **"জাতীয় সমন্বয় কমিটি"** অর্থ ধারা ১৭-এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;

(৬) **'জেলা কমিটি'** অর্থ ধারা ২১-এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি;

(৭) **'তফসিল''** অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৮) **'নির্ধারিত'** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৯) **'প্রতিবন্ধিতা'** অর্থ যে কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন;

(১০) **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** অর্থ ধারা ৩-এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি;

(১১) **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার'** অর্থ ধারা ১৬ তে উল্লিখিত এক বা একাধিক যে কোনো অধিকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোনো অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার;

(১২) **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বয়ং বা যেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে তাহাদের মাতা-পিতা বা বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক তাহাদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষার জন্য গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান;

(১৩) **'প্রবেশগম্যতা'** অর্থ ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মতো প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকার;

(১৪) **'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা (reasonable accommodation)'** অর্থ প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যাহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

(১৫) **'ফৌজদারী কার্যবিধি'** অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of 1898);

(১৬) **'বাংলা ইশারা ভাষা'** অর্থ শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রণীত বাংলা ইশারাভাষা, যাহা তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে উৎসারিত এবং অন্যান্য ভাষার মতোই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল;

(১৭) **'বিচারগম্যতা** (access to justice)**'** অর্থ সকল আইনী কার্যধারায়, যেমন : অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য প্রদান, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির, পদ্ধতিগত ও বয়স উপযোগী সুবিধাসহ, সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার;

(১৮) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;

(১৯) **'বিশেষ শিক্ষা'** অর্থ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোনো আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান;

(২০) **'বৈষম্য'** অর্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অন্যায্য আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড উক্ত অন্যায্য আচরণের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা;

(খ) পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী হিসেবে প্রাপ্য কোনো সুযোগ বা সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি বা কম সুযোগ- সুবিধা প্রদান; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকাণ্ড;

(২১) **'ব্রেইল (Braille)'** অর্থ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট বর্ণমালা;

(২২) **'শহর কমিটি'** অর্থ ধারা ২৪-এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি;

(২৩) **'শহর এলাকা'** অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমতো, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোনো শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(২৪) **'সচিব'** অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(২৫) **'সমন্বিত শিক্ষা'** অর্থ মূলধারার বিদ্যালয়ে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা;

(২৬) **"সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন"** অর্থ সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহাকে কোন বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাহার উন্নয়ন প্রয়াস;

(২৭) **'সুরক্ষা'** অর্থ, সার্বিক অর্থকে সীমিত না করিয়া, তফসিলে উল্লিখিত কোনো কর্মকাণ্ড;

(২৮) **'সমান আইনী স্বীকৃতি (equal recognition before the law)'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান আইনী কর্তৃত্ব (legal capacity) ভোগ;

(২৯) **'স্ব-সহায়ক সংগঠন'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহাদের পরিবারের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠন।

৩। **প্রতিবন্ধিতার ধরন**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders);

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability);

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability);

(ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability);
(ঙ) বাকপ্রতিবন্ধিতা (speech disability);
(চ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা (intellectual disability);
(ছ) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা (hearing disability);
(জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness);
(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy);
(ঞ) ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome);
(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability); এবং
(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability) ।

৪। অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum desorders)
যাহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক), (খ) ও (গ)-এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) তে বর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিতত হইবে, তাহারা '**অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;
(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা;
(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;
(ঘ) শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;
(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিচুনি;
(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;
(ছ) চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা (eye contact);
(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা, অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
(ঝ) অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি;
(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবণতা; এবং
(ট) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে গেজেট নোটিফিকেশনের দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য।

[ব্যাখ্যা : অটিজম মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের এইরূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা, যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয় মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাহাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এ ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।]

৫। **শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability)** ।-নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি '**শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা :

(ক) একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; বা
(খ) কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; বা
(গ) স্নায়ুবিক অসুবিবধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।

৬। **মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading disability)**। সিজোফ্রেনিয়া বা অনুরূপ ধরনের কোনো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, যেমন- ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রস, দুশ্চিন্তা বা ফোবিয়াজনিত কোনো মানসিক সমস্য, যাহার কারণে কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্ত হয়, তিনি '**মানসিক অসুস্থাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৭। **দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability)**। নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহর মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি '**দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:

(ক) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (blindness):

(অ) উভয় চোখে একেবারেই দেখিতে না পারা; বা

(আ) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (visual acuity) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম; বা

(ই) দৃষ্টিক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রি বা উহার চাইতে কম;

(খ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা (partial blindness), যথা:- এক চোখে একেবারেই দেখিতে না পারা;

(গ) ক্ষীণদৃষ্টি (low vision):

(অ) উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখিতে পারা; বা

(আ) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (visual acuity) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে; বা

(ই) দৃষ্টিক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রি ডিগ্রির মধ্যে।

৮। **বাকপ্রতিবন্ধিতা (speech disability)**।- নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি **'বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:-

(ক) একেবারেই কথা বলিতে না পারা;

(খ) সাধারণ কথোপকথনে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজাইয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা; বা

(গ) কণ্ঠনালী ও গলার স্বর বা বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি, ক্ষতিগ্রস্ততা বা সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ তৈরি ও উচ্চারণে সমস্যা; বা

(ঘ) বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, ত্রুটি বা ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে বাধাহীনভাবে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- তোতলামো।

৯। **বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা (intellectual disability)**। নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি **'বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন,
যথা:-

(ক) বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা; বা

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন- কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান; বা

(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া, ইত্যাদি; বা

(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কমন।

১০। **শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা (hearing disability)**।-

(১) শব্দের তীব্রতা ৬০ ডেসিবল-এর নিম্নে হইলে শুনিতে না পাওয়া ব্যক্তি **'শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) সম্পূর্ণ শ্রবণহীনতা (complete deafness): উভয় কানে একেবারেই শুনিতে না পারা; বা

(খ) আংশিক শ্রবণহীনতা (partial deafness): এক কানে একেবারেই শুনিতে না পারা; বা

(গ) ক্ষীণ শ্রবণ (hard of hearing): উভয় কানে আংশিক বা কম শুনিতে পারা বা কখনো কখনো শুনিতে না পারা।

১১। **শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness)**।-

(১) কোনো ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির আংশিক বা পূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে এবং উহার ফলে যোগাযোগ, বিকাশ এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হইলে, তিনি **'শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি'** বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা;

(খ) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা ও অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা;

(গ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়গত প্রক্রিয়ায় সমস্যা; এবং

(ঘ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার ক্রমাবনতি।

১২। **সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy)**।-

(১) অপরিণত মস্তিষ্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির-

(ক) সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা, যাহা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে;

(খ) এইরূপ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং

(গ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়,

তাহা হইলে তিনি '**সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা;

(খ) হাত বা পায়ের সাধারণ নাড়াচাড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;

(গ) স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা;

(ঘ) দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা;

(ঙ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা;

(চ) যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা

(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া।

১৩। **ডাউন সিনড্রোম (drown syndrome)**।- কোনো ব্যক্তির মধ্যে বংশানুগতিক (genetic) কোনো সমস্যা, যাহা ২১তম ক্রমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাহার মধ্যে মৃদু হইতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়ড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তিনি '**ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৪। **বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability)**।- কোনো ব্যক্তির মধ্যে, ধারা ৪ হইতে ১২ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে, একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতা পরিলক্ষিত হইলে তিনি '**বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৫। **অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability)**।- কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ধারা ৪ হইতে ১৩ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতা ব্যতীত এইরূপ অন্য কোনো অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে যাহা তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপন, বিকাশ ও চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করিলে উক্ত ব্যক্তিও এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৬। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার।**

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকিবে, যথা :-

(ক) পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়া থাকা ও বিকশিত হওয়া;

(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা;

(গ) উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি;

(ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি;

(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;

(চ) প্রবেশগম্যতা;

(ছ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;

(জ) শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায়

অংশগ্রহণ;

(ঝ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি;

(ঞ) কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায়, যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি;

(ট) নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি;

(ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি;

(ড) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা' (reasonable accommodation) প্রাপ্তি;

(ঢ) শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়কসেবা ও পুনর্বাসন সুধিবাপ্রাপ্তি;

(ণ) মাতা-পিতা বা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন;

(ত) সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;

(থ) শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ;

(দ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;

(ধ) স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা;

(ন) জাতীয় পরিচয়পত্রপ্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং

(প) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো অধিকার।

(২) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।

১৭। **জাতীয় সমন্বয় কমিটি**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্পিকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারদলীয় এবং অন্যজন প্রধান বিরোধীদলীয় হইবেন;

(গ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(ট) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ঠ) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ড) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;

(ঢ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;

(ণ) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(ত) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(থ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(দ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(ধ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(ন) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন মহিলা এবং ৩ (তিন) জন পুরুষ প্রতিনিধি;

(প) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

১৮। **জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**। জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি-বিধানের উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন বা কমিটিসমূহকে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকারকে যে কোনো সুপারিশ প্রদান; এবং

(চ) অনুরূপ অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

১৯। **'জাতীয় নির্বাহী কমিটি'**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(গ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক

সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মহিলা এবং ২ (দুই) জন পুরুষ প্রতিনিধি;

(ত) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২০। **জাতীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**। জাতীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন বা কমিটিসমূহকে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান এবং উহাদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা;

(গ) কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(ঙ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২১। **জেলা কমিটি**।

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা :

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(গ) সিভিল সার্জন;

(ঘ) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঙ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ছ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(জ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

(ঝ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঞ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সাধারণ সম্পাদক;

(ট) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঠ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি;

(ড) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, যদি থাকে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঢ) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জেলায় কোনো মহিলা সংসদ সদস্য থাকিলে, মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত মহিলা সংসদ সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

২২। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।- জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(গ) সকল উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান; এবং

(ঘ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২৩। **উপজেলা কমিটি**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা :

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(গ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী;

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ছ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(জ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি;

(ঝ) পৌরসভা, যদি থাকে, মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি;

(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত শহর এলাকা, যদি থাকে, ব্যতীত সমগ্র উপজেলার আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং যদি উপজেলার অন্তর্গত কোনো পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় না থাকে, তবে উপজেলা কমিটি উক্ত পৌরসভাতেও উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৪। **শহর কমিটি**। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শহর এলাকা বা এলাকাসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি' নামে এক বা, ক্ষেত্রমতো, একাধিক কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমতো, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(গ) সিটি কর্পোরেশনের বা, ক্ষেত্রমতো, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা, ক্ষেত্রমতো, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল);

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, যদি থাকে, হইতে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমতো, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(জ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভার আওতাধীন শহর এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেডিকেল অফিসার;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমতো, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, যদি থাকে, হইতে পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(ছ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত শহর কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের এখতিয়ারাধীন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৪) কোনো সিটি কর্পোরেশনে একটি মাত্র ইউসিডি কার্যালয় থাকিলে উক্ত সিটি কর্পোরেশনে একটি শহর কমিটি গঠিত হইবে যাহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং যেক্ষেত্রে কোনো সিটি কর্পোরেশনে একাধিক ইউসিডি কার্যালয় থাকিবে, সেইক্ষেত্রে ইউসিডি কার্যালয়ের সংখ্যা অনুযায়ী শহর কমিটি গঠিত হইবে এবং, আঞ্চলিক কার্যালয় থাকিলে, উহার সভাপতি হইবেন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং, আঞ্চলিক কার্যালয় না থাকিলে, উহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত শহর কমিটি, সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

[ব্যাখ্যা: এই ধারায়–

(ক) **'আঞ্চলিক কার্যালয়'** অর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে অঞ্চলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় অবস্থিত, সেই অঞ্চলের সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়;

(খ) **'আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা'** অর্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) **'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম'** বা ''ইউসিডি'' অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম; এবং

(ঘ) **''সিটি কর্পোরেশন''** অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সিটি কর্পোরেশন।]

২৫। **উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**। উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতি ও প্রদত্ত নির্দেশনা, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর এলাকায় বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণ;

(গ) উপজেলা ও শহর এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঙ) উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত বা অর্জিত কোনো সম্পত্তি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখাশুনা করিতে অসমর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনে, উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে কমিটি স্বয়ং বা তদ্‌কর্তৃক যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, লভ্যাংশ বা মুনাফা, যদি থাকে, নিয়মিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে এবং কমিটিকে, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে, উক্ত সম্পত্তির হালনাগাদ হিসাব ও সুরক্ষার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে

অবহিত করিতে হইবে।

(চ) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান; এবং

(ছ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২৬। **মনোনীত সদস্যের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, পদত্যাগ ইত্যাদি।**

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো কমিটিতে মনোনীত সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি–

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান; বা

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; বা

(গ) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তাঁহার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট মনোনয়ন বাতিলপূর্বক তদস্থলে নতুন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন গঠিত যে কোনো কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'মনোনীত সদস্য' বলিতে কমিটির কোনো মনোনীত সদস্যকে বুঝাইবে।]

২৭। **কমিটির সভা।**

(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন গঠিত কমিটিসমূহ উহাদের সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর জাতীয় সমন্বয় কমিটির অন্যূন দুইটি সভা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যূন তিনটি সভা, জেলা কমিটির অন্যূন চারটি সভা এবং উপজেলা বা শহর কমিটির অন্যূন ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিটিসমূহের সভা উহাদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো সদস্য বা এইরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কমিটির সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, তবে কোনো বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কমিটি উহার সভার কোনো আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল কোনো ব্যক্তিকে মতামত বা বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে উক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৯) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৮। **উপকমিটি।–** জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি উহার কাজে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনবোধে, উহার এক বা একাধিক সদস্য এবং অন্য কোনো ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৯। **সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।**

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসমূহ যাহাতে তাহারা যথাযথ সহজ উপায়ে ভোগ করিতে পারে সেই লক্ষ্যে সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতি ও প্রদত্ত নির্দেশনা ও অন্যান্য কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) সরকার, তফসিলে উল্লিখিত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৩০। **দায়িত্ব অর্পণ।**–কমিটি, উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, যেরূপ শর্ত আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তাধীনে, উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী উহার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩১। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান।**–

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, সেই উপজেলার উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, সেই শহর এলাকার শহর কমিটির সভাপতির নিকট উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন, নির্ধারিত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্রসহ, আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সহিত প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও যথার্থতা যাচাই করিয়া উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, শহর কমিটির নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, আবেদনকারীকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন করিবার এবং তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবার জন্য কমিটির সভাপতি সদস্য-সচিবকে নির্দেশ প্রদান করিবেন অথবা উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমতো, তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনকে শুনানী প্রদান না করিয়া কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং আবেদন একান্তই প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে, উহার কারণ বর্ণনা করিয়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমতো, তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে, প্রত্যাখ্যানের কারণ অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী জেলা কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(৪) সদস্য-সচিব, উপ-ধারা (২) এর অধীন, কমিটির সভাপতির নিকট হইতে নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি রেজিস্টারে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিয়া নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারীকে নিবন্ধনপূর্বক তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিনা তাহা প্রমাণের ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, শহর কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র বিবেচনায় গ্রহণ করিবে।

(৬) এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ আইন বা অন্য কোনো আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৭) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র ও ক্ষেত্রমতো, ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র প্রদানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩২। **গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ, ইত্যাদি।**

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন

দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকল গণপরিবহনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ তৎপরিবহনের মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ আসন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখিবেন।

(২) কোনো গণপরিবহনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে বা করা হইতে বিরত থাকিলে অথবা কোনো গণপরিবহনের চালক, সুপারভাইজার বা কন্ডাক্টর কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংরক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করিতে সহায়তা না করিলে বা আসন গ্রহণ করিতে বাধা সৃষ্টি করিলে কমিটি যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক উহার সত্যতা নিরূপণ করিয়া, উক্ত পরিবহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'গণপরিবহন' বলিতে স্থল, জল ও আকাশপথে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন করে এমন কোনো সাধারণ পরিবহনকে বুঝাইবে।]

৩৩। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকার**।

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির, অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

(২) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন ভর্তি সংক্রান্ত কোনো বৈষম্য করিলে, বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) কমিটি, উপ-ধারা (১) এর অধীন, কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, উপযুক্ত মনে করিলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভর্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনে, উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

৩৪। **গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ**।

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকল্পে Building Construction Act, ১৯৫২ (East Bengal Act II of ১৯৫৩) ও তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সর্বসাধারণ গমন করে এইরূপ বিদ্যমান সকল গণস্থাপনা, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যথাশীঘ্র ও যতদূর সম্ভব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরোহন, চলাচল ও ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'গণস্থাপনা' বলিতে সর্বসাধারণ গমন বা চলাচল করে এমন সকল সরকারি ও বেসরকারি ইমারত বা ভবন, পার্ক, স্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল ও সড়ককে বুঝাইবে।]

৩৫। **প্রতিবন্ধিতার কারণে কর্মে নিযুক্ত না করা, ইত্যাদি**।

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, উপযোগী কোনো কর্মে নিযুক্ত হইতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা তাহার প্রতি বৈষম্য করা বা তাহাকে বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

(২) কোনো কর্ম কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী কিনা এই মর্মে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উক্ত বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং এতদ্বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। **বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান**।

(১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিলে অথবা কোনো কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে অথবা এই আইনে উল্লিখিত

কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হইলে জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিষয়টি অনুসন্ধান এবং শুনানী গ্রহণ করিয়া, তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত বৈষম্য দূর করার জন্য বা, ক্ষেত্রমতো, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বৈষম্য দূর করা না হইলে বা, ক্ষেত্রমতো, অধিকার বাস্তবায়ন করা না হইলে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উক্তরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নির্বাহী কমিটি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপিলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করিতে পারে নাই, তাহা হইলে কমিটি, স্বীয় বিবেচনায়, উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-ধারা (৫) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিষয়টি শুনানী গ্রহণ করিয়া, আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা, তদ্বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে, আপীলটি খারিজ করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(৮) এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হইলে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) এই আইনের অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, ১৯১৩ (Act IX of 1913)-এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়ান্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে।

(১০) এই আইনের অধীন আরোপিত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের সুবিধার্থে জাতীয় নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(১১) এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, অগ্রাহ্যতা বা অন্য কোনো কার্যের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হন, সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৩৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।

(১) কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাপ্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হইলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) কোনো ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৮। **মামলা দায়ের, আমলযোগ্যতা, ইত্যাদি।**

(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের জন্য সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং অথবা তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), আপোসযোগ্য (compoundable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৩৯। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ**। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৪০। **কোম্পনি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[ব্যাখ্যা। - এই ধারায়-

(ক) 'কোম্পানি' বলিতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে '**পরিচালক**' বলিতে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যর অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৪১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪২। অস্পষ্টতা দূরীকরণ–এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৪৩। **আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ**। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।-

(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১২ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে ।

তফসিল

[ধারা ২(৭) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম

১। শনাক্তকরণ (Detection):

(ক) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) আদমশুমারিসহ দেশে পরিচালিত সকল শুমারি বা জরিপে প্রতিবন্ধিতাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা;

(গ) প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণসহ ব্যবহার উপযোগী উপায়ে হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) শনাক্তকরণের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা করা।

২। অবধায়ন ও পরিকল্পনা (Assessment & Planning):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার কারণ, সমস্যা, সহায়ক সম্পদ ও সম্ভাবনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনা করিয়া এই আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৩। স্বাস্থ্যসেবা (Health Services):

(ক) প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) শিশু, নারী, প্রবীণ ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন রহিয়াছে, এইরূপ প্রতিবন্ধী দুস্থ ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থাসহ, ক্ষেত্রমতো, চিকিৎসা খরচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান;

(ঘ) বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

৪। ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication):

(ক) চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া, ক্ষেত্রমতো, ইশারাভাষা, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, চিত্রমাধ্যম, যোগাযোগ, কর্মসহায়ক ও কম্পিউটারভিত্তিক বহুমাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা;

(খ) প্রমিত বাংলা ইশারাভাষা প্রণয়ন ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(গ) হাসপাতাল, আদালত, থানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র বাংলা ইশারাভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট-এর ব্যবস্থা করা; এবং

(ঘ) পেশাদার ইশারাভাষার দোভাষী সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সুলভ মূল্যে অথবা বিনামূল্য দোভাষীর সেবাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা ।

৫। প্রবেশগম্যতা (Accessibility):

(ক) সরকারি, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ও সেবাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা ও যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা;

(খ) উপরি-উক্ত দফা (ক) এর অধীন নিম্নবর্ণিত সেবা ও সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :-

(অ) ভবন, যানবাহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, পুলিশস্টেশন, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, সাইক্লোন শেল্টার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্থান, পরিষেবার স্থান, বিনোদন ও খেলাধুলার স্থান, দর্শনীয় স্থান, পার্ক, গ্রন্থাগার, গণশৌচাগার, এবং আন্ডারপাস ও ওভারব্রিজসহ জনগণের নিয়মিত

যাতায়াতের সকল স্থান, ইত্যাদি;

(আ) তথ্য, যোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চিকিৎসাসেবা, ব্যাংকিংসেবা এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবা;

(গ) প্রকৌশল বিদ্যা পাঠক্রমে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা' প্রত্যয়টি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঘ) দেশীয় বিভিন্ন মুদ্রার পার্থক্য সহজে নির্ণয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বইসমূহ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্য উপযোগীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

৬। তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Sharing Information and Information & Communication Technology):

(ক) সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা কর্তৃক গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য ও সেবা, যথা : ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি, ভিডিও সাবটাইটেল ও অডিও ডেসক্রিপশন, স্ক্রিন রিডার, টেক্সট টু স্পিচ, ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এতদ্‌লক্ষ্যে তথ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা;

(খ) সর্বসাধারণের জন্য যে মূল্যে কনটেন্ট তৈরি করা হয়, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী ই-টেক্সট, ব্রেইল, লার্জ প্রিন্ট ও অডিওসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য প্রদত্ত ই-সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যমকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহজ প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধীবান্ধব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণ নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত সফট্ওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে ইশারাভাষায় সংবাদ এবং অনুষ্ঠানসমূহ সম্প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবেশগম্য যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আনিবার ব্যবস্থা করা;

(জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার কেন্দ্রসমূহে, ক্ষেত্রমতো, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঞ) সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ডউইথ্ তথা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারি সহযোগিতা বা সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা ।

৭। চলন (Mobility):

(ক) সময়মতো ও সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে, তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তার নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তদ্‌লক্ষ্যে মানসম্মত চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব সহযোগিতার লভ্যতা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের সম্ভাব্য সকল দিক বিবেচনা করিতে উৎসাহিত করা এবং তদ্‌লক্ষ্যে গবেষণাকর্ম পরিচালনাসহ সহায়ক উপকরণাদি আমদানির ওপর প্রযোজ্য শুল্ককর রেয়াতের ব্যবস্থা করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কর্মরত সহায়ক কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) পরিচয়পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানে রেয়াতি হারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালামাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল প্রকার যানবাহনে

আসন সংরক্ষণের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮। **সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন (Habilitation & Rehabilitation):**

(ক) পরিবার বা সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা;

(খ) শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) ক্ষেত্রমতো, যুক্তিসঙ্গত কারণে পারিবারিক পরিবেশে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষত মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুনর্বাসন নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম সেবামান (minimum standard of care) নির্ধারণ করা এবং পেশাদার সেবাদাতা (professional caregiver) তৈরির লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিবন্ধী শিশুর মাতা-পিতাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এলাকায় নিয়োগ-বদলির ব্যবস্থা করা।

৯। **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Education & Training):**

(ক) স্বাভাবিক স্কুলগামী শিশু অপেক্ষা প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা শুরুর বয়স শিথিল করা;

(খ) যথাযথ শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার (reasonable accommodation) ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার ধরন ও লিঙ্গ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং বিদ্যমান কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(চ) শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষেত্রমতো, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সহজে ও সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে যথাযথ শ্রুতিলেখকের সেবা পাইতে পারেন, তদ্‌লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ন্যায্য ও কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণ করা;

(ঝ) প্রতিবন্ধী শিশু, বিশেষত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মাতা-পিতা বা অভিভাবক, শিক্ষক এবং যত্নপ্রদায়কের প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঞ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ট) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনাপ্রসূত তাহাদের সক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক পাঠক্রম (curriculum) প্রণয়ন করা।

১০। **কর্মসংস্থান (Employment):**

(ক) যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র শনাক্তকরণসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এই ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর' রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় উদ্যোগ বা নিজস্ব ব্যবসা সক্রিয়ভাবে চালু করিবার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কিংবা ঋণ প্রাপ্তিতে বৈষম্যহীন আচরণ, ক্ষেত্রমতো, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সংযোগসহ বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা;

(গ) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার আলোকে সমবায় সমিতি গঠনে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান করা;

(ঘ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার (reasonable accommodation) ব্যবস্থা করা;

(ঙ) সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণ এবং যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্তিমূলক কিন্তু উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নির্ধারণ করা এবং তদানুযায়ী তাহাদেরকে কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

১১। সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security):

(ক) বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (social safety-net programme) ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে, পর্যায়ক্রমে, অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া, দুস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধী শিশু, প্রতিবন্ধী নারী এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

১২। নির্যাতন হইতে মুক্তি, বিচারগম্যতা ও আইনী সহায়তা (Freedom from Violence, Access to Justice and Legal Aid):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) ঘরে-বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হইতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসহ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) নিরাপত্তা হেফাজতী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপযোগী 'সেফহোম'-এ রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এই ক্ষেত্রে, ভাষাগত যোগাযোগের প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তাপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

১৩। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝুঁকিপূর্ণ ও জরুরি মানবিক অবস্থা (Natural Disaster, Risk and Humanitarian Emergencies):

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক জরুরি অবস্থা ও সংঘাতের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সতর্কতামূলক তথ্য সম্প্রচার, উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা; এবং

(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১৪। ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনোদন (Sports, Cultural Activities and Recreation):

(ক) সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী দেশজ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উক্ত কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী নাটক, মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র, শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, সংবাদ, ইত্যাদি প্রস্তুত এবং সম্প্রচারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, ক্ষেত্রমতো, জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) দেশে-বিদেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) ক্রীড়ার মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসহ প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

১৫। সচেতনতা (Awareness):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে কার্যকর প্রচারাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা এবং এতদ্বিষয়ে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;

(খ) শৈশব হইতে সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করা;

(ঘ) সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক যথাযথ ও মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ও ধারণার ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৬। সংগঠন (Organization):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং উৎসাহ প্রদান করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান এবং সংগঠনসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; এবং

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সংযুক্তি – ০৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৪, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৪৪-আইন/২০১৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম** ।- এই বিধিমালা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে ।

২। **সংজ্ঞা** । বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "আইন" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন);

(২) "উপজেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;

(৩) "কমিটি" অর্থ আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমতো, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি;

(৪) "জাতীয় নির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(৫) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ২১-এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি;

(৬) "ধারা" অর্থ আইনের ধারা;

(৭) "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(৮) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(৯) "শহর এলাকা" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমতো, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোনো শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(১০) "শহর কমিটি" অর্থ ধারা ২৪-এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি;

(১১) "সদস্য-সচিব" অর্থ উপজেলা কমিটির বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শহর কমিটির সভাপতি; এবং

(১২) "সভাপতি" অর্থ উপজেলা কমিটির বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শহর কমিটির সভাপতি ।

৩। **কমিটিসমূহ কর্তৃক প্রতিবেদন উপস্থাপন**। -(১) কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উহাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত কমিটিসমূহ নিম্নবর্ণিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন করিবে, যথা :

(ক) উপজেলা কমিটি ও শহর কমিটি কোন বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ফরম-১ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের সর্বশেষ অবস্থা;

(আ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(খ) জেলা কমিটি কোনো বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসে ফরম-২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(আ) উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আপীল এবং তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ই) উপজেলা ও শহর কমিটিসমূহের প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ; এবং

(ঈ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কোনো বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের নভেম্বর মাসে ফরম-৩ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী ধারা ১৭-এর অধীন গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে,

যথা :

(অ) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ;

(আ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(২) উপ-বিধি (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিটিসমূহ উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত প্রতিবেদন ছাড়াও যে কোনো সময়, প্রয়োজনে, অন্য যে কোনো প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে পারিবে ।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর কমিটিসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রথম প্রতিবেদনটি ভিত্তি প্রতিবেদন এবং পরবর্তী বৎসরের প্রতিবেদনসমূহ অগ্রগতি প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচিত হইবে ।

৪। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান, ইত্যাদি** । (১) ধারা ৩১ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই উপজেলার উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, সেই শহর এলাকার শহর কমিটির সভাপতির নিকট উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার মাতা, পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ফরম-৪ পূরণ করিয়া উক্ত ফরমের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নসহ আবেদনপত্র দাখিল করিবেন ।

(২) উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমতো, শহর কমিটি উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উক্ত আবেদনে প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও যথার্থতা যাচাই করিবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন করতঃ তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবার জন্য উক্ত কমিটির সভাপতি সদস্য-সচিবকে নির্দেশ প্রদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কমিটি কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৩) সদস্য-সচিব উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্দেশনা প্রাপ্তির পর, অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে,-

(ক) ছবিসহ আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেজিস্টারভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন করিবেন, যাহা কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদানকরতঃ উহা একটি তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র রাখিয়া, ফরম-৫ মোতাবেক একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন ।

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র-

(ক) হারাইয়া গেলে, যতদ্রুত সম্ভব, উহা নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করতঃ, ডুপ্লিকেক্ট পরিচয়পত্রের আবেদনসহ বিষয়টি সদস্য-সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে; এবং

(খ) নষ্ট হইয়া গেলে, যতদ্রুত সম্ভব, উহার অনুলিপি ও ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্রের আবেদনসহ বিষয়টি সদস্য-সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে ।

(৫) সদস্য-সচিব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র হারানো বা নষ্ট হইবার বিষয়ে অবগত হইলে, অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, সভাপতির অনুমোদনক্রমে, উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নামে ফরম-৫ মোতাবেক একটি ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র ইস্যু করিবেন ।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ধারা ৩১ এর উপ ধারা (৩)-এর বিধান অনুযায়ী, প্রত্যাখ্যানের কারণ অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, জেলা কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবেন ।

(৭) জেলা কমিটি উপ-বিধি (৬) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির অনধিক পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, বিষয়টির উপর শুনানী গ্রহণ করিয়া, আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা, তদবিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে, আপিলটি খারিজ করিবে ।

(৮) সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে, প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল বা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসককে নির্দিষ্টকরণসহ প্রশিক্ষণ

দান, প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি প্রদান এবং উক্ত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৫ । প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ও ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি । (১) কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিলে অথবা কোনো কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা আইনে উল্লিখিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি উক্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট ফরম-৬ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন ।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন জেলা কমিটির নিকট কোনো ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হইলে উক্ত কমিটি, প্রয়োজনে, বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য, উহার কোনো সদস্য বা তদবিবেচনায় উপযুক্ত কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করিবে ।

(৩) জেলা কমিটির কোনো সদস্য বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যক্তি, উপ-বিধি (১)-এর অধীন অনুসন্ধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইলে, তিনি বিষয়টি সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক, অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে, জেলা কমিটির নিকট তাহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন, যাহাতে বিষয়টি প্রকৃত বিবরণ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করিবেন ।

(৪) জেলা কমিটি, উপ-বিধি (৩)-এর অধীন অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার শুনানী গ্রহণ করিবে ।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং উপ-বিধি (৪) এর অধীন গৃহীত শুনানী অন্তে বিষয়টি যথার্থ মর্মে জেলা কমিটির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত কমিটি, তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বৈষম্য দূর করার জন্য বা, ক্ষেত্রমতো, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে ।

(৬) উপ-বিধি (৫)-এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বৈষম্য দূর করা না হইলে বা, ক্ষেত্রমতো, অধিকার বাস্তবায়ন করা না হইলে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে ।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা উক্ত বিধিতে উল্লিখিত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, ধারা ৩৬-এর উপ-ধারা (৫)-এর বিধান অনুযায়ী, জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিবে ।

(৮) জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-বিধি (৭)-এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর, অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে, বিষয়টির ওপর উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করিয়া, আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা, তদবিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে, আপীলটি খারিজ করিবে ।

(৯) উপ-বিধি (৮)-এর অধীন প্রদত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে ।

(১০) এই বিধির অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হইলে, দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

তফসিল ফরম-১

[বিধি ৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা/শহর কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

উপজেলা কমিটি/শহর কমিটির নাম :

জেলা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

পৌরসভা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

শহর এলাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন উপস্থাপনের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত):

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ :

ক্রমিক	সদস্যদের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের সংখ্যা :

(ক) উপজেলা/শহর কমিটির আওতাধীন এলাকায় নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা :

ধরন	পুরুষ (১৮ উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮ উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮ নিম্ন)	মেয়ে (১৮ নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) পরিচয়পত্র প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা:

৩। সম্পত্তি দেখাশুনা করতে অসমর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ:

৪। আইনের ধারা ৩০ অনুযায়ী কমিটির কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি উহার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

৫। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য:

৬। বিবিধ:

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম :

স্বাক্ষর :

তারিখ :
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা/শহর কমিটি

ফরম-২

[বিধি ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

জেলা কমিটির নাম :

জেলা :

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট সম্পন্ন সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত):

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ :

ক্রমিক	সদস্যদের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

২। অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা :

(ক) জেলার আওতাধীন এলাকায় অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধরন ও সংখ্যা :

ধরন	পুরুষ (১৮ উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮ উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮ নিম্ন)	মেয়ে (১৮ নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা :

ক্রমিক	প্রাপ্ত অভিযোগ	জেলা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			

৩। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠনের, কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

৪। আইনের ধারা ৩০ অনুযায়ী কমিটির কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলী উহার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ :

৫। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য :

৬। জেলার অন্তর্গত উপজেলা ও শহর কমিটিসমূহের প্রতিবেদন (সংকলিত) :

৭। বিবিধ :

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

ফরম-৩

[বিধি ৩(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন জমা প্রদানের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত) :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ

ক্রমিক	সদস্যদের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের অবস্থা :

(ক) সমগ্র দেশে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা (সকল জেলার তথ্য অনুযায়ী) :

ধরন	পুরুষ (১৮ উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮ উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮ নিম্ন)	মেয়ে (১৮ নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) সমগ্র দেশে পরিচয়পত্রপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা (সকল জেলার তথ্য অনুযায়ী) :

৩। আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী আপিল আবেদন প্রাপ্তি, শুনানী এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত :

ক্রমিক	আবেদন প্রাপ্তির সংখ্যা	শুনানীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমাণ
১।				
২।				

৪। আইনের ধারা ২০ (ক) অনুযায়ী সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথ বাস্তবায়ন বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ :

ক্রমিক	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত না হইলে কারন	মতামত
১।				
২।				
৩।				

৫। সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য :

৬। সকল জেলা কমিটিসমূহের প্রতিবেদন (সংকলিত) :

৭। বিবিধ :

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি

আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি ছবি ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত

ফরম-৪

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন

বরাবর
সভাপতি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি/শহর কমিটি
উপজেলা :..... (উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে)
শহর সমাজসেবা কার্যক্রম .....(শহর কমিটির ক্ষেত্রে)
জেলা :
বিষয় : প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যাবলী

১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নাম (বাংলায়) :.....,,.....
(ইংরেজিতে) :.....
২। পিতা/স্বামীর নাম :.....
৩। মাতার নাম :.....
৪। অভিভাবকের নাম :.....
৫। বর্তমান ঠিকানা :.....,.....
৬। স্থায়ী ঠিকানা : .....
৭। জন্ম তারিখ :

দি	ন	মা	স	ব	ৎ	স	র

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....
৯। পেশা বা জীবিকা : .....
১০। ধর্ম : .....
১১। জাতীয়তা : .....
১২। লিঙ্গ (টিকা দিন) : পুরুষ ( ) / স্ত্রী ( )
১৩। প্রতিবন্ধিতার ধরন : .....
১৪। প্রতিবন্ধিতার কারণ : জন্মগত/দুর্ঘটনা/অসুস্থতা/ভুল চিকিৎসা/অন্যান্য (নির্দিষ্ট কারণ) .....
১৫। পরিবারে আর কোনো প্রতিবন্ধী সদস্য আছেন কিনা ? .....
১৬। কোনো ধরনের সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন কিনা ? (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, সাদাছড়ি, ইত্যাদি) .....
১৭। চলাচলে সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় কিনা ? .....
১৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচিতি নম্বর (প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ-২০১৩ অনুযায়ী) (যদি থাকে)

১৯। জাতীয় পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে) :

২০। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করেন কিনা ? (হ্যাঁ / না) : .....

২১। শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণ করেন কিনা ? (হ্যাঁ / না) : .....

আবেদনকারীর তথ্যাবলী (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যতীত তাহার মাতা, পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে) :

১। ব্যক্তি সংগঠনের নাম :

২। পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৩। মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৪। জাতীয় পরিচিতি নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৬। ঠিকানা :

৭। মোবাইল ফোন নম্বর :

এই ফরমে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ সত্য।

আবেদনকারীর নাম :

স্বাক্ষর/টিপসহি :

ফোন :

চিকিৎসকের প্রত্যয়ন

জনাব/বেগম ..... কে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহার রক্তের গ্রুপ : .....।

তিনি ..... প্রতিবন্ধী এবং তাহার প্রতিবন্ধিতার মাত্রা : .....।

চিকিৎসকের নাম :

পদবি :

কর্মস্থলের নাম :

বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নম্বর :

মোবাইল ফোন নম্বর :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

দাপ্তরিক সিল :

ফরম-৫

[বিধি ৪(৩)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্রের নমুনা

সম্মুখ পৃষ্ঠা	পশ্চাৎ পৃষ্ঠা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র	পরিচয়পত্রটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। বৈধ ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ থানায় জমা দিন।
ছবি নাম : (বাংলা) : (ইংরেজি) : পিতার নাম : মাতার নাম : জন্ম তারিখ : প্রতিবন্ধিতার ধরন : পরিচিতি নম্বর :	ঠিকানা : ---------- প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর : প্রদানের তারিখ (বারকোড)

ফরম-৬
[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত

অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন

১। আবেদনকারীর নাম :.....

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন নম্বর :.....

৩। ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর :.....

৪। যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ :.....

৫। আইনে বর্ণিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বা আইনের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে?

.....

৬। কীভাবে অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্য করা হইয়াছে? .....

৭। অধিকার প্রাপ্তি বা বৈষম্য প্রতিরোধে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়ছিল? .....

৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কীভাবে দায়ী ?.....

৯। অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার/বৈষম্য করিবার ফলে কী ক্ষতি হইয়াছে? .....

১০। উক্ত ক্ষতির কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন কিনা?.....

১১। ক্ষতিপূরণ দাবির সপক্ষে বক্তব্য পেশ করুন.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

( )

(আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিত হইবে) .....

.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
নিরঞ্জন দেবনাথ
উপসচিব (প্রশা-৫ অধিঃ)।

সংযুক্তি – ০৪

জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল দায়ের করার নমুনা ফরম

জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল দায়ের করার নমুনা ফরম

বরাবর

সভাপতি

জাতীয় নির্বাহী কমিটি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১। আপিলকারীর নাম : .....

২। ঠিকানা (যোগাযোগের জন্য সহজ মাধ্যমসহ) : .....

৩। আপিলকারীর প্রতিবন্ধীতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৪। আপিলকারীর প্রতিবন্ধীতার ধরন : ..... বয়স ..... লিঙ্গ .....

৫। আপিলের তারিখ : .....

৬। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার কপি (যদি থাকে) : .....

৭। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) : .....

.....

৮। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : .....

৯। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : .....

১০। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি বা ভিত্তি :.....

১১। অন্য কোনো তথ্য যাহা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছাপোষণ করেন :.....

.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ .....

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আপিলে বর্ণিত হেতুসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

সংযুক্তি – ০৫

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের নমুনা সম্মতিপত্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (৩৯ নং আইন)-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের নমুনাা সম্মতিপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী : .....,

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

প্রতিবন্ধী পরিচয় নম্বর : .....

ঠিকানা গ্রাম/সড়ক : .....

পোস্ট : .....

থানা : ..... উপজেলা : .....

জেলা : ..... একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। আমার প্রতিবন্ধিতার কারণে আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর ৩৭ ধারায় উল্লেখিত আমার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য অপারগ হওয়ায় উক্ত আইনের ৩৮ ধারায় প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়া, ... ঠিকানা : ..... প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংগঠনকে আমার পক্ষে মামলা দায়ের করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলাম।

এই সম্মতির বলে, উক্ত সংগঠন এই মামলায় আমার স্বার্থ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে যা কিছু করার প্রয়োজন তা করবেন এবং মামলার প্রয়োজনে সকল অভিযোগপত্র, দরখাস্ত এবং আপীলসহ মামলার সংশ্লিষ্ট সম্ভব্য সকল কাগজপত্রে আমার পক্ষে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংগঠন বা তার প্রতিনিধি সহি/স্বাক্ষর সম্পাদন করবেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাক্ষর এবং তারিখ

সংযুক্তি – ০৬

অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগ (ডিপিও কর্তৃক) সংরক্ষণের নমুনা ফরম

অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগ (ডিপিও কর্তৃক) সংরক্ষণের নমুনা ফরম

অভিযোগকারীর নাম : .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

প্রতিবন্ধী সনদ নম্বর : .....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং :

পোস্ট :

থানা:

উপজেলা :

জেলা :

মোবাইল নম্বর :

স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং :

পোস্ট :

থানা :

উপজেলা :

জেলা :

ই-মেইল নম্বর :

ধর্ম : জাতিসত্তা : বয়স : বৈবাহিক অবস্থা :

শিক্ষা : পেশা : মাসিক আয় : জমির পরিমাণ :

প্রতিবন্ধিতার ধরন : শারীরিক/ মানসিক/ শ্রবণ/ দৃষ্টি/ বাক/ বুদ্ধি/সেরিব্রাল পালসি/ ডাউন সিনড্রোম/ অটিজম/ বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (টিক দিন)।

অভিযোগ .....

স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ

সংযুক্তি – ০৭

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র

ফরম 'ক'

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

.....

(নাম ও পদবি

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা),

..... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম : .....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

স্থায়ী ঠিকানা : .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও

মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) : .....

২। কী ধরনের তথ্য : .....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী : .....

(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা : .....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর

নাম ও ঠিকানা : .....

_____

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ.....

*তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যেও মূল্য পরিশোধযোগ্য।

সংযুক্তি – ০৮

তথ্যপ্রাপ্তির আপীল আবেদন

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও আপীল কর্তৃপক্ষ,

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা
(যোগাযোগের জন্য সহজ মাধ্যমসহ) : .....

২। আপীলের তারিখ : .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার কপি (যদি থাকে)
: .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)
: .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি বা ভিত্তি : .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন : .....

৯। অন্য কোনো তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন
: .....

আবেদনের তারিখ.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সংযুক্তি – ৯

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়ের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান -৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং : .....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে
তাহার নাম ও ঠিকানা : .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশিত যাইবে)
: .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হবে) : .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : .....

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তেব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)
: .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফ পূর্বক ঘোষণা করিতেছে যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

সংযুক্তি – ১০

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৫৫০১৩৭১৫, সচিব- ৫৫০১৩৭১৭
ই-মেইল : info@nhrc.org.bd ওয়েব : www.nhrc.org.bd

অভিযোগ দায়েরের ফরম

(ক) অভিযোগকারী সম্পর্কিত তথ্য

(১) নাম

(২) পিতার নাম (৩) মাতার নাম

(৪) ঠিকানা গ্রাম/মহল্লা থানা

জেলা ফোন

ই-মেইল জাতীয় পরিচয়পত্র **নম্বর**

সংগঠনের নাম

(প্রযোজ্য হলে)

(৫) লিঙ্গ পুরুষ নারী অন্যান্য

(৬) ধর্ম/উপজাতি/ক্ষুদ্র

জাতিসত্তা/নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়/বিশ্বাস, ইত্যাদি

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই অভিযোগকারী কি? হ্যাঁ / না

(১) নাম

(২) পিতার নাম (৩) মাতার নাম

(৪) ঠিকানা গ্রাম/মহল্লা থানা

জেলা ফোন

ই-মেইল জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

সংগঠনের নাম

(প্রযোজ্য হলে)

(৫) লিঙ্গ পুরুষ নারী অন্যান্য

(৬) ধর্ম/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়/বিশ্বাস ইত্যাদি

(৭) প্রতিবন্ধী কি-না :- হ্যাঁ না

(৮) প্রতিবন্ধী হইলে তাহার ধরন :-

(গ) যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-

(১) তারিখ ..... সময় .....

(২) ঘটনাস্থল :- গ্রাম/এলাকা/ওয়ার্ড :

(৩) থানা ..... জেলা ..... বিভাগ .....

(৪) প্রত্যক্ষদর্শী/ সাক্ষী (যদি থাকে) .....

(৫) ঘটনার বিবরণ : .....

.....

(৬) বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে কোন আদালতে মামলা হয়েছে কি- হ্যাঁ ..... না .....

(৭) শৃঙ্খলা-বাহিনীর কোন সদস্যেও বিরুদ্ধে অভিযোগ কি- হ্যাঁ ..... না .....

(৮) শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে বাহিনীর নাম ..... অবস্থান ..... পদবি .....

(৯) যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে .....

আমি ..... অভিযোগকারী এই মর্মে হলফ পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত সকল তথ্য ও বিবরণ আমার **জ্ঞান** ও জানামতে সত্য।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর

[দ্রষ্টব্যঃ- প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে এবং যেকোন প্রামাণিক দলিলপত্র, ম্যাপ, ছবি, অডিও বা ভিডিও ক্লিপ, ডাক্তারি সনদ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যাইতে পারে।]

সংযুক্তি – ১১

অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন

ফরম-৬

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদন

বরাবর,
জেলা প্রশাসক, -----
এবং
সভাপতি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি
----- জেলা, ----- ।

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ	**মোহাম্মদ "ক"**
২।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন নম্বর	ঃ	চৌদ্দ/৭২/২০১০ (জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি, ----জেলা কর্তৃক ১৮/০৮/২০১০ ইং তারিখে ইস্যুকৃত) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শনাক্তকরণ জরীপের রশিদ নং----------
৩।	ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	ঃ	স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ----, ডাকঘর : ------; উপজেলাঃ ------; জেলা : -------; অস্থায়ী ঠিকানা : ----------
৪।	যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ	ঃ	------- **ব্যাংক লিমিটেড, পক্ষে, মোঃ হালিম চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ২৬ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, পোস্ট বক্স নং ----, ঢাকা-১০০০।**
৫।	আইনে বর্ণিত কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বা আইনের বর্ণনা অনুযায়ী কোন ধরনের বৈষম্য করা হইয়াছে?	ঃ	**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩** এর ১৬ (১) (ঝ) এবং ১৬(১)(ড) নং ধারায় বর্ণিত যথাক্রমে "সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তির অধিকার" এবং "শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা (Reasonable Accommodation) প্রাপ্তির অধিকার" হতে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হয়েছি।
৬।	কিভাবে অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্য করা হইয়াছে?	ঃ	আমি একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। প্রতিবন্ধিতা সত্ত্বেও আমি ----- বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করি এবং একই বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। এমতাবস্থায় বিগত **২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭** ইং তারিখে ----- ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সকল শর্তপূরণ সাপেক্ষে **"ট্রেইনি অ্যাসিস্টেন্ট টেলার"** পদে আবেদন করি। কর্তৃপক্ষ যথারীতি বিগত **২৩ মে ২০১৭ ইং** তারিখে আমার বরাবর প্রবেশপত্র প্রদান করে (প্রবেশপত্রের কপি সংযুক্ত করা হল)। প্রবেশপত্রে উল্লিখিত মতে আমার **ক্রমিক নং ৩০২৬৯** এবং **আইডি নং ১৭৪৮৬২২৮**। প্রবেশপত্রের মাধ্যমে বিগত **২ জুন ২০১৭** ইং **তারিখ, শুক্রবার** মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইন্সটিটিউট, মিরপুর-১০, কাফরুল, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়। আমি একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিধায় **৩১ মে ২০১৭ ইং তারিখে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, মানবসম্পদ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ------ব্যাংক লিমিটেড এর বরাবরে পরীক্ষার হলে শ্রুতিলেখক/সহকারী ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে আবেদন করি (আবেদনের কপি সংযুক্ত করা হল)। কিন্তু ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব ইসমত আরা**

প্রতিবন্ধিতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য করে আমার শ্রুতিলেখক/সহকারী ব্যবহারের অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, যার মাধ্যমে আমার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ------ ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার হলে শ্রুতিলেখক/সহকারী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দেয়ায় বিগত ২ জুন, ২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এমসিকিউ পরীক্ষায় আমি অংশগ্রহণ করতে পারি নাই।

প্রচলিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর বিধান অনুযায়ী ----- ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ আমাকে শ্রুতিলেখক/সহকারী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করে অযৌক্তিক ও বে-আইনীভাবে আমার আইনানুগ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

৭। অধিকার প্রাপ্তি বা বৈষম্য প্রতিরোধে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছিল? : শ্রুতিলিখক/সহকারী ব্যবহারের অনুমতি প্রত্যাখ্যানের পর এমসিকিউ পরীক্ষার পূর্বে মাত্র একদিন সময় অবশিষ্ট থাকায় অধিকার প্রাপ্তি বা বৈষম্য প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সীমিত ছিল। মানসিকভাবে বিব্রত হয়ে এবং বিকল্প উপায় না পেয়ে আমি বিষয়টি পরিচিত সংবাদকর্মী ও গণমাধ্যমকে অবহিত করি। পরবর্তীতে গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে ----- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিজেদের সিদ্ধান্তে স্থির থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না, সে মর্মে ব্যাখ্যা প্রদান করেন (সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের কপি সংযুক্ত করা হল)।

৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কীভাবে দায়ী? ঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ১৬(১) ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কতিপয় বিশেষ অধিকার থাকবে মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১৬(২) ধারায় বলা হয়েছে, **"কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।"** একই আইনের ৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে,**"আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, উপযোগী কোনো কর্মে নিযুক্ত হইতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা তাহার প্রতি বৈষম্য করা বা তাহাকে বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।"**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও কর্মে নিয়োগের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ এবং ২০১২ সালে দু'টো পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে এতিম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১০% এবং দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর পদে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১% কোটা সংরক্ষণের বিধান প্রবর্তন করেছেন। এমনকি প্রতিবন্ধী চাকুরী প্রত্যাশীদের বয়সসীমাও শিথিল করে ৩২ বছর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর তফসিলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট বিধানাবলী উল্লেখ করা আছে। তফসিল অনুযায়ী আমি একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হিসেবে শ্রুতিলেখক/সহায়তাকারীর সেবা পাওয়ার অধিকারী।

আরও উল্লেখ্য যে, **বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও সরকারী সংস্থায় প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক/সহায়ক ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের প্রচলন রয়েছে।**

অভিযুক্ত সংস্থা ---- ব্যাংক লিমিটেড সকল নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র আমার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার কারণে আমাকে কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। পরীক্ষার হলে শ্রুতিলেখক/ সহকারী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করে উক্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বে-আইনীভাবে বাধাপ্রদান করেছে, কর্মের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে এবং প্রতিদ্বিতার কারণে কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে চরম বৈষম্য প্রদর্শন করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং সংযুক্ত তফসিলের বিধানাবলী লংঘনপূর্বক অভিযুক্ত ----- ব্যাংক লিমিটেড আমার প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে আমার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে উল্লেখিত এমসিকিউ পরীক্ষায় শ্রুতিলেখক ব্যবহারের অনুমতি না দিয়ে আমাকে আইনানুগ অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে।

৯। অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার/বৈষম্য করিবার ফলে কী ক্ষতি হইয়াছে? : ----- ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে বঞ্চিত/বৈষম্যের ফলে আমি শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছি। এ বৈষম্যের কারণে আমি চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেলেছি। অন্য কোনো চাকুরীর আবেদন করার মনোবল হারিয়ে আমি বেকারত্বের শিকার হয়েছি। আমার পাশাপাশি আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শ্রুতিলেখকের সহায়তায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে আমি নিজের যোগ্যতাবলে **"ট্রেইনি অ্যাসিস্টেন্ট টেলার"** পদে চূড়ান্ত নিয়োগের জন্য মনোনীত হতাম এবং আনুমানিক ৩৫ বছর চাকুরী করার সুযোগ পেতাম। উক্ত চাকরির সময়ে আমি সংযুক্তি ---মতে সর্বসাকুল্যে আনুমানিক নূন্যতম ----- **(----কোটি ----লক্ষ ----হাজার ----) টাকা উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।**

এ ছাড়াও অনলাইনে আবেদন করা, শ্রুতিলেখকের সম্মতি গ্রহণ ও শ্রুতিলেখক ব্যবহারের আবেদন করার জন্য বিভিন্ন দরকারে যাতায়াত বাবদ নগদ **১০,০০০ (দশ হাজার)** টাকা ক্ষতি হয়েছে।

বর্ণিতরূপে আমাকে অধিকার হতে বঞ্চিত করার কারণে আমার ও আমার পরিবারের মানসিক ক্লেষজনীত ক্ষতি (অপরিমেয় ও অপূরণীয় হলেও) বাবদ **১,০০,০০,০০০ (এক কোটি)** টাকা ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী।

এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত হিসাবে আমি মোট ----- **(----কোটি ----লক্ষ ----হাজার ----টাকা টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি করছি :**

ক্র.নং
ক্ষতির কারণ
ক্ষতিপূরণের অর্থ (টাকা)

০১
চাকুরী না পাওয়ায় ব্যাংক থেকে বেতন ও পারিতোষিক বাবদ প্রাপ্য

০২
মানসিক ক্লেশ ও ভোগান্তিজনিত ক্ষতি
১,০০,০০,০০০

০৩
যাতায়াত বাবদ ক্ষতি
১০,০০০

মোট

১০। উক্ত ক্ষতির কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন কিনা? : **৯ নং দফায় বর্ণিত রূপে আমি ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।**

১১। ক্ষতিপূরণ দাবির সপক্ষে বক্তব্য পেশ করুন : ক্ষতিপূরণ দাবির সপক্ষে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ :

১. শ্রুতিলিখক/সহকারী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করায় আমি কার্যত নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি ;
২. উক্তরূপ আচরণের মাধ্যমে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতার কারণে কর্মে নিযুক্ত হতে আমাকে বাধাগ্রস্ত ও বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আমার প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর ৩৫ ও ৩৬ নং ধারার সুস্পষ্ট লংঘন
৩. অভিযুক্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত নেতিবাচক মন্তব্য মান ও মর্যাদাহানিকর এবং প্রচলিত আইন ও সংবিধানবিরোধী;
৪. শ্রুতিলিখক/সহকারী ব্যবহারের অনুমতি না দেয়ার মাধ্যমে আমার প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্যের কারণে আমার যে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার স্বপক্ষে ৯নং দফায় প্রদত্ত ক্ষতিসমূহের আর্থিক মূল্যমান সঠিক;
৫. অভিযুক্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আচরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর ৩৬ নং ধারা অনুযায়ী আমি অত্র জেলা কমিটির নিকট থেকে প্রতিকার তথা যথাযথ ক্ষতিপূরণের আদেশ লাভের অধিকারী;
৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ২১ নং ধারা মোতাবেক গঠিত অত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি একই আইনের ৩৬(৪) ধারা মোতাবেক অভিযুক্ত ---- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করতে আইনত এখতিয়ারসম্পন্ন।

অন্যান্য বক্তব্য শুনানীকালে উপস্থাপন করা হবে।
এমতাবস্থায়, আমার আবেদন গ্রহণকরতঃ আইনানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের প্রার্থনা করছি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলীর সত্যতা প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র হিসেবে সংযুক্তিসমূহ :

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (১ কপি)
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ (১ কপি)
৩. সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি
৪. সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক প্রদত্ত শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত সার্কুলার (১ কপি)
৫. ----- ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রবেশপত্রের ফটোকপি
৬. ----- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট শ্রুতিলেখক প্রদানের আবেদনপত্রের ফটোকপি
৭. গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের কপি
৮. ক্ষতিপূরণের আনুমানিক হিসাব (চাকুরীকালীন সময়ে ব্যাংক থেকে সম্ভাব্য আয়)

অনুলিপিঃ

১. জনাব -------, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ----- (সদস্য সচিব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি, -----)